

এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-২: সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

প্রশ্ন ১ সৌম্য টেলিভিশনের একটি চ্যানেলে একটি অনুসন্ধানমূলক অনুষ্ঠান দেখছিল। সেখানে উপস্থিতির বিভিন্ন ধরনের ভিক্ষুকদের সাথে কথা বলে তাদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরছিলেন। দেখা গেল প্রকৃত ভিক্ষুকের চেয়ে ছদ্মবেশী ও ব্যবসায়ী ভিক্ষুকের সংখ্যাই বেশি। সৌম্য ইংল্যান্ডের একটি আইনের কথা শুনলো যা ভিক্ষুকদেরকে কর্মীতে বৃপ্তির করেছিল।

চ. সি. সি. ব. কেজ ১৮। গ্রন্থ নং ২।

- ক. ইংল্যান্ডে বসতি আইনটি কত সালে প্রণীত হয়? ১
- খ. সামাজিক বিমা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. সৌম্যের দেখা ভিক্ষুকদের জন্য ইংল্যান্ডের তৎকালীন যে আইনটি প্রযোজ্য তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দরিদ্রদের জন্য এ ধরনের আইন প্রয়োগের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ইংল্যান্ডে বসতি আইনটি ১৬৬২ সালে প্রণীত হয়।

খ সামাজিক বিমা হলো বার্ধক্য, অক্ষমতা, উপার্জনকারীর মৃত্যু, পেশাগত দুর্ঘটনা বা অসুস্থিতার মতো ঝুঁকির বিপরীতে নাগরিকদের রক্ষায় সরকার বা সংস্থা পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মসূচি। এর উদাহরণ হলো— চাকরিজীবীদের পেনশন, কল্যাণ তহবিল, ঘোষ বিমা, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি। সামাজিক বিমার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা ধারণার সূচনা হয়।

গ সৌম্যের দেখা ভিক্ষুকদের জন্য ইংল্যান্ডের ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রযোজ্য।

প্রাক-শিল্প যুগে ইংল্যান্ড বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও দরিদ্রের ক্ষাণ্ডাতে জড়িত ছিল। ঘোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এসব সমস্যা মোকাবিলায় গৃহীত সরকারি কার্যক্রমের বেশির ভাগ ছিল শান্তি ও দমনমূলক। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দরিদ্রদের সঠিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রণয়ন করা হয়।

উদ্দীপকে সৌম্য টেলিভিশনে ভিক্ষুকদের ওপর প্রচারিত একটি অনুসন্ধানমূলক অনুষ্ঠান দেখছিল। সেখানে সে দেখে প্রকৃত ভিক্ষুকের চেয়ে ছদ্মবেশী ও ব্যবসায়ী ভিক্ষুকের সংখ্যাই বেশি। এ অবস্থা মোকাবিলায় ইংল্যান্ডে প্রণীত ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি কার্যকরী হবে। কারণ উক্ত আইনে প্রকৃত ভিক্ষুকদের চিহ্নিত করে তাদের সাহায্যদান ও কর্মের ব্যবস্থা করা হতো। ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে দরিদ্রদের তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা— সক্ষম দরিদ্র, অক্ষম দরিদ্র ও নির্ভরশীল শিশু। শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী তাদের কাজ ও সাহায্য দেওয়া হয়। পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম ব্যক্তিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিধান এ আইনে রাখা হয়। এ আইন অনুযায়ী দরিদ্রদের আঞ্চলিক-জজনরা তাদের সাহায্য করবে। দরিদ্রদের সঙ্গে কোনো আঞ্চলিক-জজন না থাকলে তাদের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করতো। সক্ষম দরিদ্রদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা হতো। এ আইনে ভিক্ষাবৃত্তি মনোভাব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। এ আইনের অধীনে দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন কর্মান্বেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দরিদ্র্য মোকাবিলায় এ ধরনের আইন অর্থাৎ ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি অত্যন্ত কার্যকরী হবে।

প্রাক-শিল্প যুগে ইংল্যান্ডে দরিদ্রের ক্ষাণ্ডাতে জড়িত ছিল। এ সময় সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের চেষ্টা করেও আশানুরূপ সাফল্য পায়নি। অবশেষে পূর্বের বিভিন্ন আইনের অভিজ্ঞতার আলোকে ১৬০১ সালের দরিদ্র্য আইনটি প্রণীত হয় যা দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

উদ্দীপকের সৌম্য টেলিভিশনে ভিক্ষুকদের নিয়ে একটি অনুসন্ধানমূলক অনুষ্ঠান দেখছিল। এ সময় সে ইংল্যান্ডের একটি আইনের কথা শুনলো যা ভিক্ষুকদের কর্মীতে বৃপ্তির করেছিল। এ আইনটি হলো ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন। আমাদের দেশেও দারিদ্র্য দিনে দিনে চরম আকার ধারণ করছে। এ সমস্যা সমাধানে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন প্রয়োগ করা যায়। এই আইন অনুযায়ী আমাদের দেশেও দরিদ্রদের শ্রেণিবিভাগ করে সাহায্যদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এক্ষেত্রে অক্ষম দরিদ্রদের সাহায্য পাবে। আর ছদ্মবেশী সক্ষম দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে। আমাদের দেশের সরকার দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য তাদের সঙ্গে আঞ্চলিক-জজনদের বাধ্য করতে পারে। যেসব দরিদ্রদের সঙ্গে আঞ্চলিক-জজন থাকবে না তাদের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া আমাদের দেশের সরকারকে আইনের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ কর্মসূচি আমাদের দেশের ভিক্ষাবৃত্তি দূর করতে সহায় ক হবে।

সার্বিক আলোচনার প্রক্রিয়ে বলা যায়, আমাদের দেশের দারিদ্র্যব্যবস্থা ও ভিক্ষাবৃত্তি দূর করার জন্য ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

প্রশ্ন ২ কদম আলী ঢাকা শহরের একটি ছোটখাটো ভিক্ষুক দলের সর্দার। তার ভিক্ষুক দলে রয়েছে শারীরিক এবং বাকপ্রতিবন্ধী চারজন সদস্য। এছাড়া রয়েছে দিপু নামের এক অনাথ শিশু। এরা সকলেই নানা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে পথচারীদের সহানৃতিপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভিক্ষা আদায় করে।

চ. ব. র. কেজ ১৮। গ্রন্থ নং ২।

- ক. COS কী? ১
- খ. শিশু দুর্ঘটনা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের দিপু ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন অনুযায়ী কোন শ্রেণির দরিদ্র বলে বিবেচিত? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. দিপু ছাড়াও উদ্দীপকে বর্ণিত অপর শ্রেণির মানুষের জন্য ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি যে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২ন্দ প্রশ্নের উত্তর

ক COS হচ্ছে 'Charity Organization Society' বা দান সংগঠন সমিতি।

খ শিশুকারখানায় কর্মরূপ অবস্থায় যে সব দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলোই শিশু দুর্ঘটনা।

শিশুকারখানায় যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে শ্রমিকদের ঝুকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হতে হয়। এতে পেশাগত দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। পেশাগত দুর্ঘটনার কারণে অনেক সময় শ্রমিক শ্রেণি অকাল মৃত্যু, বিকলাজাতা ও কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। শিশু-কারখানায় ঘটে যাওয়া এ সব পেশাগত দুর্ঘটনাই শিশু দুর্ঘটনার অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের দীপু ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন অনুযায়ী নির্ভরশীল শিশু হিসেবে বিবেচিত।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে দরিদ্রদের তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। এগুলো হলো— সক্ষম দরিদ্র, অক্ষম দরিদ্র ও নির্ভরশীল শিশু। এতিম, পরিযোজন ও অক্ষম পিতা-মাতার সন্তানরা নির্ভরশীল শিশু শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদেরকে কোনো নাগরিকেরে কাছে বিনা খরচে দস্তক অথবা কম খরচে সালন-পালনের জন্য দেওয়া হতো। এক্ষেত্রে ছেলেদের ২৪ বছর

পর্যন্ত এবং মেয়েদেরকে ২১ বছর বা বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত মনিবের বাড়িতে থাকতে হতো।

উদ্দীপকে উল্লিখিত দীপু অনাথ শিশু। কদম আলীর অধীনে সে ডিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত। অনাথ শিশু হওয়ার কারণে দীপু ১৬০১ সালের আইন অনুযায়ী নির্ভরশীল শিশু শ্রেণির দরিদ্র হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩. দীপু ছাড়াও উদ্দীপকে বর্ণিত অপর শ্রেণির অর্থাৎ অক্ষম দরিদ্রের জন্য ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

ইংল্যান্ডের দরিদ্রদের কল্যাণে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন প্রণীত হয়েছিল। এই আইনের অধীনে দরিদ্রদের সাহায্য ও পুনর্বাসনে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করতো। এক্ষেত্রে সাহায্যদানের সুবিধার্থে দরিদ্রদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছিল। যেমন— সক্ষম দরিদ্র, অক্ষম দরিদ্র ও নির্ভরশীল শিশু। এই আইনে শ্রেণি অনুযায়ী তাদের কাজের ব্যবস্থা করা, ত্রাণ সহায়তা প্রদান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

উদ্দীপকের কদম আলী ভিক্ষুক দলের সর্দার। তার ভিক্ষুক দলে চারজন সদস্য শারীরিক ও বাক প্রতিবন্ধী। ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন অনুযায়ী এরা সবাই অক্ষম দরিদ্রের পর্যায়ভূত। তাই এ আইন অনুযায়ী সরকার তাদের জন্য সক্ষমতা অনুসারে জীবিকা লাভের ব্যবস্থা করতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী তাদেরকে ত্রাণ সাহায্য প্রদান করতে পারে। এসবের পাশাপাশি তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করতে পারে। এভাবে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন উদ্দীপকে উল্লিখিত অক্ষম দরিদ্রের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, দীপু ছাড়াও উদ্দীপকে বর্ণিত অপর শ্রেণি অর্থাৎ অক্ষম দরিদ্র শ্রেণির মানুষের জন্য ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রমাণ ৫ ইসমাইল শেখ তারুণ্যদীপ্তি একজন টগবগে যুবক। দেশে নিজের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পেরে অবশেষে সে মালয়েশিয়াতে কাজের সম্বান্ধে পাড়ি জমালো। প্রায় দশ বছর পর নিজ এলাকায় ফিরে ইসমাইল শেখ অবাক হয়ে গেলো। কেননা অনেক ছোট-বড় কারখানা গড়ে উঠেছে এলাকায়। আরও গড়ে উঠেছে অসংখ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। কাজের সম্বান্ধে তাদের এখন অন্য এলাকায় যেতে হয় না। সুতরাং ইসমাইলের এলাকায় ঘটে যাওয়া বিষয়টি শিল্পবিপ্লবকেই নির্দেশ করে যার বৈশিষ্ট্য উপরে বর্ণিত হয়েছে।

ক. 'Virgin Queen' নামে কাকে ডাকা হতো? ১
খ. পেশা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মালয়েশিয়া ফেরত ইসমাইল শেখের এলাকায় ঘটে যাওয়া ঘটনাটি পাঠ্যপুস্তকে যে ঐতিহাসিক ঘটনাটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ঘটনাটি মানবকল্যাণের দিগন্তকে প্রসারিত করেছে— উদ্দীপক ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩২. প্রশ্নের উত্তর

ক. রানী প্রথম এলিজা বেথকে 'Virgin Queen' নামে ডাকা হতো।

খ. পেশা বলতে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপুণ্য, তত্ত্ববিদ্ব, সুশৃঙ্খল জ্ঞান, মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানভিত্তিক জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতাকে বোঝায়।

প্রকৃত অর্থে পেশা হলো এমন এক ধরনের বৃত্তি বা জীবিকা নির্বাহের উপায়, যেখানে নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানজনক করে যথাযথ দক্ষতা, নৈপুণ্য ও কৌশলের মাধ্যমে তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয়। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার অর্জিত জ্ঞানকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করে জীবিকা অর্জন করতে পারে। যেমন— ডাক্তারি, শিক্ষকতা, ইত্যাদি। পেশা সাধারণত জনকল্যাণমূখ্য হয়ে থাকে এবং এর সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ ও সামাজিক স্বীকৃতি রয়েছে।

গ. মালয়েশিয়া ফেরত ইসমাইল শেখের এলাকায় ঘটে যাওয়া ঘটনাটি পাঠ্যবইয়ের ঐতিহাসিক ঘটনা ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

শিল্পবিপ্লব হচ্ছে কৃষিভিত্তিক হস্তশিল্পনির্ভর কুন্দনায়তন উৎপাদন ও অর্থনৈতিক থেকে শিল্প ও যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া। এটি অক্টোবর শতকে ইংল্যান্ডে শুরু হয়। পরবর্তীতে সেখান থেকে বিশ্বের অন্যান্য অংশে বিস্তার লাভ করে।

শিল্পবিপ্লব উৎপাদন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনে। এতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক হারে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। কুটির শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে শক্তি ও প্রযুক্তিচালিত যাত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। এর ফলে ব্যাপকহারে কলকারখানা গড়ে উঠে। এ সব কলকারখানায় নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যার কারণে মানুষকে কাজের জন্য অন্য দেশে যেতে হয় না। ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। বৃহদায়তন শিল্পের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বিমা ইত্যাদি গড়ে উঠে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ইসমাইল শেখ কাজের সম্বান্ধে মালয়েশিয়ায় যায়। প্রায় দশ বছর পর সে নিজ এলাকায় এসে অবাক হয়ে যায়। কারণ তার এলাকায় এখন ছোট-বড় অনেক কারখানা ও অসংখ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কাজের সম্বান্ধে তার এলাকার লোকদের এখন আর অন্যত্র যেতে হয় না। সুতরাং ইসমাইলের এলাকায় ঘটে যাওয়া বিষয়টি শিল্পবিপ্লবকেই নির্দেশ করে যার বৈশিষ্ট্য উপরে বর্ণিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শিল্পবিপ্লব মানবকল্যাণের দিগন্তকে প্রসারিত করেছে।

শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক হারে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হওয়ায় উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে যায়। শিল্প বিপ্লবের ফলে বিশেষ অসংখ্য শিল্পকারখানা গড়ে উঠে। এতে কর্মসংস্থানের বহু সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে সন্তান যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তে যাত্রিক যোগাযোগ পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ফলে ভৌগোলিক দূরত্ব ত্রাস পায়, জনজীবন সহজ, গতিশীল ও আরামপ্রদ হয়। শিল্পবিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল হলো শিল্পায়ন ও শহরায়ন যা সমাজজীবনকে পর্যায়ক্রমে উন্নতি ও প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শিল্পবিপ্লব শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। এর ফলে মানুষ বিভিন্ন উৎস থেকে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাচ্ছে। এতে মানুষের মেধা ও সৃজনশীলতা বিকশিত হচ্ছে, পাশাপাশি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তন ঘটেছে। শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হচ্ছে। এ কারণে সমাজের উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণের হার বাড়ছে। মানুষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অকল্পনীয় সাফল্য এসেছে।

উদ্দীপকের ইসমাইল নিজ দেশে কর্মসংস্থান করতে না পেরে মালয়েশিয়ায় যায়। সে দশ বছর পর দেশে ফিরে দেখে তার এলাকায় ছোট-বড় কলকারখানাসহ অসংখ্য সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যা শিল্পবিপ্লবকে ইঙ্গিত করছে। এর ফলে মানুষের অর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটার পাশাপাশি চিনাধারায়ও আমূল পরিবর্তন এসেছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শিল্প বিপ্লব মানবকল্যাণকে প্রসারিত করেছে।

প্রমাণ ৬ মি. 'X' একজন সমাজকর্মী। তাকে তার গ্রামের সমস্যা চিহ্নিতকরণের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি গ্রামের সকল শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্বের সাথে আলোচনা করে কৃত্পক্ষের নিকট একটি রিপোর্ট জমা দেন। রিপোর্টে তিনি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টিকারী পাচটি প্রতিবন্ধক্রতার নাম উল্লেখ করেন। /চ. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., শি. বো. ১৭। গ্রন্থ নং ২; ইন্ডিয়া মহিলা কলেজ, পাবনা। গ্রন্থ নং ১১; স্বাস্থ মহসুম কলেজ, রাজশাহী। গ্রন্থ নং ২।

- ক. আধুনিক সমাজকর্মের সূত্রপাত কোন দেশে হয়? ১
- খ. কোন আইনে অক্ষম দরিদ্রদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. মি. 'X' এর রিপোর্টের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন রিপোর্টের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে ইঞ্জিতকৃত রিপোর্টই যুক্তরাজ্যের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে—বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিক সমাজকর্মের সূত্রপাত হয়।
- খ. ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইনে অক্ষম দরিদ্রদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন অনুযায়ী বৃন্দ, বৃন্দ, পজ্ঞা, বধির, অন্ধ ও সন্তানাদিসহ বিধবা প্রমুখ যারা কাজ করতে সক্ষম নন, তারাই অক্ষম দরিদ্রদের পর্যায়ভূক্ত। অক্ষম দরিদ্রদেরকে দরিদ্রাগারে রেখে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা হতো। যাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকতো তাদের জন্য ওভারসিয়ারের মাধ্যমে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হতো।

- গ. মি. 'X' এর রিপোর্টের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের বিভারিজ রিপোর্টের মিল রয়েছে।

আধুনিক ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তনে ১৯৪২ সালের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। স্যার উইলিয়াম বিভারিজের সামাজিক নিরাপত্তা রিপোর্ট অনুযায়ী এই কর্মসূচি গৃহীত হয়। উদ্দীপকটিতেও অনুরূপ একটি রিপোর্টের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকের মি. 'X' তার গ্রামের সমস্যা চিহ্নিত করে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করেছেন। এই রিপোর্টে তিনি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টিকারী পাঁচটি প্রতিবন্ধকরের নাম উল্লেখ করেন। আলোচা বিভারিজ রিপোর্টেও অনুরূপ পাঁচটি প্রতিবন্ধকরের উল্লেখ ছিল। বিভারিজের রিপোর্ট অনুসারে তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত ইংল্যান্ডের সমাজজীবনকে পঞ্চদেশ্য অঙ্গেপাসের ন্যায় জড়িয়ে রেখেছিল। এই পঞ্চদেশ্য হলো- অভাব, রোগ, অজ্ঞাতা, মলিনতা ও অলসতা। বিভারিজের মতে, এই পঞ্চদেশ্য বা পাঁচটি সমস্যাই ছিল ইংল্যান্ডের সার্বিক অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক। এজন্য তিনি এই সমস্যা সমাধানে সুপারিশ প্রদান করেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে আলোচিত রিপোর্ট এবং বিভারিজ রিপোর্টের মাঝে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

- ঘ. উদ্দীপকে ইঞ্জিতকৃত বিভারিজ রিপোর্ট যুক্তরাজ্যের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হয়ে আছে।

বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশগুলো যুক্তরাজ্যে সমাজসেবার ক্ষেত্রে আধুনিক পরিবর্তন এবং বাস্তবমূর্তী নতুন ধারা প্রবর্তন করে। এ সুপারিশ অনুসারেই যুক্তরাজ্যের সামগ্রিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং এ পরিকল্পনার মেরুদণ্ড হিসেবে স্বীকৃত সামাজিক বিমা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এভাবে রিপোর্টটি যুক্তরাজ্যের সামাজিক নিরাপত্তাকে সুসংহত করেছে। উদ্দীপকেও এ রিপোর্টকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকের মি. 'X' কে তার গ্রামের সমস্যা চিহ্নিত করার দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি গ্রামের সব শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে কর্তৃপক্ষের কাছে একটি রিপোর্ট জমা দেন যা বিভারিজ রিপোর্ট এর অনুরূপ। আর বিভারিজ রিপোর্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি সর্বপ্রথম সকল স্তরের জনগণের জন্য সমর্পিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তনের সুপারিশ করে। এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী পারিবারিক ভাতা আইন ১৯৪৫, বিমা আইন-১৯৪৬, জাতীয় সাহায্য আইন-১৯৪৮, জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা আইন-১৯৪৬ প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন

প্রণীত হয়েছিল। এ আইনগুলো সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিশেষ কার্যকর ছিল। বিশেষত সামাজিক বিমা কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাজ্যের জনগণের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য বিমা, বার্ধক্য ও পজ্ঞা বিমা, বেকার বিমা, বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যুর জন্য বিশেষ বিমা, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি সুবিধা প্রদান করা হয়। এককথায় বলা যায়, বিভারিজ রিপোর্ট যুক্তরাজ্যে আধুনিক সমাজকল্যাণমূলক আইনের ভিত্তি রচনা করে। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বিভারিজ রিপোর্ট সম্পর্কিত প্রশ্নেক্ত বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রা. ▶ ৫ করিম তার বাবা-মা, তাই-বোন নিয়ে কুমিল্লায় বসবাস করেন। সম্প্রতি তাঁকে কুড়িগ্রামে বদলি করা হয়। ফলে তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে কুড়িগ্রাম চলে যান। তাঁর বাবা-মা কুমিল্লায় বাসায় নিরাপত্তাইনভাবে বসবাস করেন। /চা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো., সি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৩: সকলটীক্ষ্ণ সরকার ক্ষেত্রেই এক ক্ষেত্রে, পাজীপুর। প্রশ্ন নং ৫: খনজাহান জামী জার্সি মজিদবিদ্যালয়, তুলনা। প্রশ্ন নং ২: ইশ্বরগাঁ মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ১/

- ক. নগরায়ণ কী? ১
- খ. শিল্পবিপ্লবের ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে শিল্পবিপ্লবের কোন নেতৃত্বাচক দিকের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান কীভাবে প্রয়োগ করা যায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. নগরায়ণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক পেশা বা জীবনব্যবস্থা হতে মানুষ অকৃষিভিত্তিক পেশা বা জীবন পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত হয়।

- ঘ. শিল্পবিপ্লবের ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নয়ন সাধিত হওয়ায় মানুষের মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে।

শিল্পবিপ্লবের পরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। বিশেষ করে সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতির স্থান দখল করে নেয় আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি। বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগের টীকা আবিষ্কৃত হয় এবং অঙ্গোপচার ও ঔষধশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এছাড়া স্বাস্থ্য সম্বলে মানুষের সচেতনতাও বৃদ্ধি পায়। এসব কারণে শিল্প-বিপ্লবোভূমির সময়ে মানুষের মৃত্যুহার হ্রাস পায়।

- ঘ. উদ্দীপকে সামাজিক ক্ষেত্রে শিল্পবিপ্লবের নেতৃত্বাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজজীবনে যে প্রভৃতি উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, তাঁর সাথে নানা অবাঞ্ছিত ও অস্বীকৃত অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে গিয়ে সামাজিক দূরত্বের সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি সমাজজীবনে নানা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দীপকে একটি যৌথ পরিবারের ভাঙনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। করিম সাহেব বাবা-মা, তাই-বোন নিয়ে কুমিল্লায় বসবাস করতেন। কিন্তু বর্তমানে চাকরির কারণে তিনি স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে কুড়িগ্রামে বাস করছেন। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে তাঁর বাবা-মা কুমিল্লায় বাসায় নিরাপত্তাইনভাবে বসবাস করেছেন। এ ধরনের ঘটনা বর্তমানে সারাবিশ্বেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত এ ধরনের পরিবর্তন সৃষ্টি হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও উন্নত জীবনের আকর্ষণে মানুষ ছেড়ে শহর ও শিল্পাঞ্চলে গমন করছে। এর ফলে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আস্তিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ফলে যৌথ পরিবারের বৃন্দ, অক্ষম, বিধবা ও এতিমদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাঁরা নিরাপত্তাইনভাবে ভুগছেন। উদ্দীপকের ঘটনাটি শিল্প বিপ্লবের এই নেতৃত্বাচক প্রভাবকেই নির্দেশ করছে।

১. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে পেশাগত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করা যায়।

শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্টি নানা ধরনের জটিল সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার প্রয়োজনেই পেশাদার সমাজকর্মের উত্তব হয়। পেশাদার সমাজকর্মীরা সমাজকর্মের জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ কাজে লাগিয়ে নানা সমস্যা সমাধান করেন। উদ্দীপকে নির্দেশিত শিল্পবিপ্লবের নেতৃত্বাচক সামাজিক প্রভাব থেকে সৃষ্টি সমস্যা সমাধানেও তাই সমাজকর্মের বিকল্প নেই।

উদ্দীপকে করিমের বাবা-মা এক ধরনের নিরাপত্তাধীনতায় বসবাস করছেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে পেশাদার সমাজকর্ম বিষ্঵াস করে যে, ব্যক্তি নিজের সমস্যা নিজেই সমাধানের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম পেশায় নিয়োজিত সমাজকর্মীগণ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময়ে প্রযুক্তির বিকাশ এবং নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে পরিবার কাঠামোর পরিবর্তন, পারিবারিক দূরত্ব বৃদ্ধি, পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের নিরাপত্তাধীনতা ও সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে উঠে। আর এ প্রেক্ষিতেই পেশাদার সমাজকর্মের উত্তব ও বিকাশ হয়েছে। তাই এ সকল সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ পদ্ধতি বলা যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, পেশাদার সমাজকর্মের তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণ সময়ে উদ্দীপকে নির্দেশিত সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব।

প্রা. ৬. বাংলাদেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃদ্ধি, অসুস্থি, প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকের সাথে সাথে সুস্থি-সবল ও অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুরাও ভিক্ষা করছে। এক এলাকার মানুষ আরেক এলাকায় গিয়ে ভিক্ষা করে। বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য এবং সুস্থি-সবল ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন, সংশোধন, ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধকরণের জন্যে ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় ভবঘূরে আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল।

ক. NASW-এর পূর্ণরূপ লিখ।

খ. পঞ্জুদৈত্য বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে ইংল্যান্ড কোন আইন প্রবর্তন করেছিল? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনের মতো ইংল্যান্ডে প্রবর্তিত আইন কি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে কোনো সুপারিশ করেছিল? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা ভিক্ষাবৃত্তির নানা দিক উপস্থাপিত হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানে ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় ভবঘূরে আইনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে সুস্থি-সবল ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন, সংশোধন, ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধকরণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ইংল্যান্ডে সৃষ্টি অনুরূপ সমস্যার প্রেক্ষিতেই ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন প্রবর্তিত হয়েছিল। উক্ত আইন ইংল্যান্ডের দরিদ্র জনগণের তৎক্ষণিক অর্থনৈতিক ও আবাসন সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। বিশেষ করে ভিক্ষুকদের শ্রেণিকরণ করে তাদের পুনর্বাসন, সংশোধন এবং সার্বিক সহায়তায় ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের মাধ্যমে সরকারিভাবে দায়িত্ব গৃহীত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ইংল্যান্ডে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন প্রৌতি হয়েছিল।

৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনের ন্যায় ইংল্যান্ডে প্রবর্তিত ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে ভিক্ষাবৃত্তি সমস্যার সমাধানে, কিছু সুনির্দিষ্ট বিধান সুপারিশ করা হয়েছিল।

ভিক্ষাবৃত্তি সমস্যার সাথে কয়েক ধরনের মানুষ জড়িত থাকে। যেমন- এক শ্রেণির ভিক্ষুকেরা সবল ও কর্মকর্ম, অন্য শ্রেণির ভিক্ষুকেরা প্রকৃতপক্ষেই কাজ করতে অক্ষম। আরেক শ্রেণির ভিক্ষুকদের মধ্যে রয়েছে এতিম ও পরিত্যক্ত শিশুরা। আলোচ্য দৃষ্টি আইনেই এই তিন শ্রেণির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছিল।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে বাংলাদেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তা মোকাবিলার জন্য ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় ভবঘূরে আইন প্রবর্তন করা হয় যা পাঠ্যবইয়ের ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনকে নির্দেশ করছে। ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের বিধানমতে, সবল বা কর্মকর্ম ভিক্ষুকদেরকে ভিক্ষা দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এই শ্রেণির ভিক্ষুকদেরকে সংশোধনাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। কেউ অনিচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে কারাগারে নিষেপ বা কঠোর শাস্তি প্রদান করা হতো। অন্যদিকে অক্ষম দরিদ্র পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ যারা কাজ করতে সক্ষম ছিল না তাদেরকে দরিদ্রাগারে রাখার বিধান ছিল। সেখানে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ দেওয়া হতো। কারো যদি আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে তাদেরকে সেখানে রেখে Overseer (ওভারসিয়ার)- এর মাধ্যমে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হতো। আর তৃতীয় শ্রেণির ভিক্ষুকদেরকে অর্থাৎ এতিম শিশুদেরকে কোনো নাগরিকের নিকট বিনা খরচে দত্তক দেওয়া হতো। ছেলেদের ২৪ বছর এবং মেয়েদেরকে ২১ বছর বা বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত মনিবের বাড়িতে থাকতে হতো।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে ভিক্ষাবৃত্তি সমস্যা সমাধানে সুবিন্যস্ত ও কার্যকর সুপারিশ পেশ করা হয়েছিল।

৮. ১৭৬০ সাল হতে ১৮৫০ সালের মধ্যে প্রথমে ইংল্যান্ডে প্রবর্তীতে ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উৎপাদন, প্রযুক্তি, যাতায়াত ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। এ পরিবর্তনের ফলে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেলেও মানবজীবনে নতুন নতুন জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। আর এ সমস্যা মোকাবেলায় বিজ্ঞানসম্ভাব উপায় হিসেবে একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া উত্তৃত হয়। /সকল বোর্ড ১৬। এম নং ২: বাদজাহন জাতীয় আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়, পুরনা।/ এম নং ১/

ক. COS-এর পূর্ণরূপ কী?

খ. বিভারিজ রিপোর্ট কী?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আমূল পরিবর্তনকে কী নামে আখ্যায়িত করা হয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত পরিবর্তনের প্রভাবে কীভাবে সমাজকর্মের উত্তব হয়? বিশ্লেষণ করো।

১

২

৩

৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

৯. COS-এর পূর্ণরূপ হলো Charity Organization Society।

৩. বিভারিজ রিপোর্ট হলো ১৯৪২ সালে স্যার উইলিয়াম বিভারিজ কর্তৃক প্রণীত ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক একটি রিপোর্ট। বিভারিজ রিপোর্টে অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, মলিনতা ও অলসতাকে মানবসম্মানের অগ্রগতিতে পোচাটি প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই সমস্যাগুলো সমাধানে রিপোর্টে পোচাটি সুপারিশ করা হয়। এই রিপোর্টের লক্ষ্য ছিল সমাজ হতে অভাব দূর করে ফলপ্রসূ সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতি প্রচলন করা।

৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত আমূল পরিবর্তনকে শিল্পবিপ্লব নামে আখ্যায়িত করা হয়।

শিল্পবিপ্লব হচ্ছে কৃষিভিত্তিক, ইস্টশিল্পনির্ভর কুন্দায়তন উৎপাদন ও অর্থনৈতি থেকে শিল্প ও যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া; যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে শুরু হয়। এর প্রভাবে সমাজের সকল স্তরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ঘটে এবং এর প্রভাব মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্ববহু।

উদ্দীপকে ১৭৬০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ ও তার সূত্র ধরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উৎপাদন, প্রযুক্তি, যাতায়াত ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল ইংল্যান্ড থেকে। এ থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকে শিল্পবিপ্লবের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। উদ্দীপকে এর ফলাফলে তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, শিল্পবিপ্লব আর্থ-সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এর ফলে অর্থব্যবস্থা দ্রুত সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পায়ন শিল্পবিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অবর শিল্পায়নের ফলে শহরায়ন প্রক্রিয়া গড়ে উঠে, যার ফসল আজকের শহরকেন্দ্রিক সভ্যতা। তবে এর ফলে মানবজীবনে কিছু নতুন সমস্যারও উত্তর ঘটে, যা উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্টি আমূল পরিবর্তনের কথাই বলা হয়েছে।

৫. উক্ত পরিবর্তন অর্থাৎ শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্টি নানাবিধি সমস্যার প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি হিসেবে সমাজকর্ম পেশার উত্তর ও বিকাশ সাধিত হয়।

শিল্পবিপ্লব মানবসভ্যতায় এক আকস্মাক ও ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে, যা মানুষকে বস্তুগত ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দিলেও সমাজজীবনে বহুমুখী জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। এসব সমস্যার সমাধানে একটি বিজ্ঞানসম্মত কার্যকর পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যার সূত্র ধরে সমাজকর্মের উত্তর ঘটে।

শিল্পবিপ্লব প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন করলেও সামাজিক বিজ্ঞানে ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাধীনতার মতো ডয়াব সমস্যারও সৃষ্টি করে। এ ধরনের সমস্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরাই সাধারণত সমাজের অন্যান্য নেতৃত্বাচক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজে সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে স্বাভাবিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আর্থনির্ভরশীলতার প্রতি গুরুত্বারোপ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষিতে সমাজকর্মের মতো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির আবশ্যিকতা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে একটি সমর্পিত প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্মের কার্যকারিতা অপরিহার্য হতে শুরু করে। আর এ কারণেই শিল্পবিপ্লবোত্তর সময়ে সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রধান সহায়ক হয়ে উঠে সমাজকর্ম। উদ্দীপকেও এই বিষয়টি ফুটে উঠেছে। এতে বলা হয়েছে ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সমাজে সংঘটিত আমূল পরিবর্তনের ফলে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেলেও মানব জীবনে নতুন নতুন জটিল সমস্যার উত্তর হয়েছে যা সমাধানে বিজ্ঞানসম্মত উপায় হিসেবে সমাজকর্মের উত্তর হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্টি সমস্যাই সমাজকর্মের উত্তর ও বিকাশে প্রধান প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে।

প্রশ্ন ৮. সাইদুর রহমান উচ্চ শিক্ষা প্রয়োজনে অর্থফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। সে লক্ষ করে এ দেশটির স্থায়ী নাগরিকের একটি শিশু জন্মদানের পর থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশেষ ভাতা প্রদান করা হয়। আবার বার্ধক্যে কিংবা মৃত্যুতেও সামাজিক বিমা পদ্ধতির মাধ্যমে মূলত কোন আইনের কর্মসূচিকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ক. ১৯০৫ সালে দরিদ্র আইন কমিশনের প্রধান কে ছিলেন? ১

খ. পঞ্চদৈত্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সাইদুরের উল্লিখিত রাষ্ট্রে সামাজিক বিমা পদ্ধতির মাধ্যমে মূলত কোন আইনের কর্মসূচিকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "সমাজকর্ম পেশার বিকাশে উদ্দীপকের উক্ত কর্মসূচির ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ" — বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ মৎ প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯০৫ সালে লর্ড জর্জ হ্যামিল্টন দরিদ্র আইন কমিশনের প্রধান ছিলেন।

খ. পঞ্চদৈত্য বলতে ১৯৪২ সালে পেশকৃত বিভারিজ রিপোর্টে উল্লিখিত পোচাটি সমস্যা- অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, মলিনতা ও অলসতাকে বোঝায়। ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা মোকাবিলার লক্ষ্যে বিশিষ্ট অর্থনৈতিক স্থায়ী নাগরিক উইলিয়াম বিভারিজ একটি সামাজিক নিরাপত্তা রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে তিনি উপর্যুক্ত পোচাটি সমস্যা চিহ্নিত করেন। তার মতে, তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত ইংল্যান্ডের সমাজজীবনকে এই পোচাটি সমস্যা অঙ্গোপাসের মতো আঁকড়ে রেখেছিল। এই সমস্যাগুলোই পঞ্চদৈত্য নামে পরিচিতি পায়।

গ. সাইদুরের উল্লিখিত রাষ্ট্রের সামাজিক বিমা পদ্ধতি ইংল্যান্ডের ১৯৪২ সালের বিভারিজ রিপোর্টের কর্মসূচিকে নির্দেশ করছে।

১৯৪২ সালে ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কাঠামো মূলত স্যার উইলিয়াম বিভারিজের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়। এটি ছিল ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যান্ডে সৃষ্টি সামাজিক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাধীনতা নিরসনের লক্ষ্যে গৃহীত একটি কার্যকর পদক্ষেপ। বিভারিজ রিপোর্ট মূলত প্রেট ব্রিটেনে আধুনিক সমাজকল্যাণমূলক আইনের ভিত্তি রচনা করে।

উদ্দীপকে সাইদুর উচ্চশিক্ষা প্রয়োজনে অর্থফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। সে লক্ষ করে দেশটিতে স্থায়ী নাগরিকদের একটি শিশু জন্মদানের পর থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশেষ ভাতা প্রদান করা হয়। আবার বার্ধক্যে কিংবা মৃত্যুতেও সামাজিক বিমা পদ্ধতির মাধ্যমে মূলত কোন আইনের কর্মসূচিকে নির্দেশ করে নির্দেশ করে। এর মূল লক্ষ্য ছিল কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধক সকল বিষয় অপসারণের মাধ্যমে সমাজে সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। এ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তৎকালীন সরকার বিভিন্ন নিরাপত্তামূলক বিমা আইন প্রণয়ন করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত বিমা কর্মসূচি ১৯৪২ সালের বিভারিজ রিপোর্টকেই নির্দেশ করে।

ঘ. সমাজকর্ম পেশার বিকাশে উদ্দীপকের উক্ত কর্মসূচি অর্থাৎ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৪২ সালের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি এবং পরবর্তীতে এর উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইনসমূহ সমাজকর্ম পেশার ভিত্তি গড়ে দেয়। সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হলো প্রতিটি স্তরের জনগণের সুস্থি-সমৃদ্ধি জীবন নিশ্চিত করা; আর সামাজিক বিমা কর্মসূচি নাগরিকের সেই জীবনকেই নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। উদ্দীপকে নির্দেশিত বিভারিজ রিপোর্ট ইংল্যান্ডের কল্যাণ রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করেছে। কারণ এ

রিপোর্ট সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক পরিবর্তন সাধন করেছে। এ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে তৎকালীন ইংল্যান্ডে পারিবারিক ভাতা, জাতীয় ব্রাহ্মস্থানের এবং জাতীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়।

ইংল্যান্ডে ১৯৪৫ সালের পারিবারিক ভাতা আইন অনুসারে ১৯৪৬ সালের ১ আগস্ট হতে পারিবারিক ভাতা কর্মসূচি গৃহীত হয়। এ আইন মোতাবেক আধিক অবস্থা বিবেচনা না করে প্রত্যেক পরিবারে দুই বা ততোধিক ১৬ বছরের নিচের শিশুদের পারিবারিক ভাতা দেওয়া হয়। পাশাপাশি ১৯৪৮ সালের জাতীয় সাহায্য আইনের আওতায় ১৯৪৮ সালের ১ জুলাই থেকে সরকারি সাহায্য কর্মসূচি কার্যকর হয়। বিভাগিজ রিপোর্ট পরবর্তী এ ধরনের সামাজিক আইনগুলো তাই সমাজের দরিদ্র ও সুবিধাবণ্ডিত জনগোষ্ঠীর সমস্যা মোকাবিলায় সহায়ক হয়। এ ধরনের সরকারি সাহায্য ব্যবস্থা সমাজকর্ম পেশার বিকাশকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন ৯ ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে প্রথমে ইংল্যান্ডে পরবর্তীতে ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উৎপাদন, প্রযুক্তি, যাতায়াত ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। এ পরিবর্তনের ফলে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেলেও মানবজীবনে নতুন নতুন জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। আর এ সমস্যা মোকাবেলায় বিজ্ঞান সম্মত উপায় হিসেবে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির উত্তৰ হয়। /আইতিয়াল স্কুল এবং কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩/

- ক. "Social Diagnosis" গ্রন্থটির লেখক কে? ১
খ. ১৬০১ সালে দরিদ্র আইনে সক্ষম দরিদ্র বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আমূল পরিবর্তনকে কী নামে আখ্যায়িত করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উত্ত পরিবর্তনের প্রভাবে কীভাবে সমাজকর্মের উত্তৰ হয়? বিশেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক "Social Diagnosis" গ্রন্থটির লেখক ম্যারি রিচমন্ড।

খ ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন অনুযায়ী শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ, সবল ও কর্মকর্ম লোকদের সক্ষম দরিদ্র বলা হয়। ইংল্যান্ডের সক্ষম দরিদ্রদের ডিক্ষা-বৃত্তি সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ করা হয় এবং জোরপূর্বক কাজ করতে বাধ্য করা হয়। সক্ষম দরিদ্রদের সংশোধনের জন্য সংশোধনাগারে কিংবা কাজ করানোর জন্য শ্রমাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হতো। যারা তা মানতে রাজি হতো না তাদের কারাগারে পাঠানো হতো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আমূল পরিবর্তনকে শিল্পবিপ্লব নামে আখ্যায়িত করা হয়।

শিল্পবিপ্লব ছছে কৃষিভিত্তিক, হস্তশিল্পনির্ভর কুস্তায়তন উৎপাদন ও অর্থনীতি থেকে শিল্প ও যন্ত্রচালিত বৃহদ্যায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া; যা অস্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে শুরু হয়। এর প্রভাবে সমাজের সকল স্তরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ঘটে এবং এর প্রভাব মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বহীন।

উদ্দীপকে ১৭৬০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ ও তার সূত্র ধরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উৎপাদন, প্রযুক্তি, যাতায়াত ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল ইংল্যান্ড থেকে। এ থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকে শিল্পবিপ্লবের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। উদ্দীপকে এর ফলাফলও তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, শিল্পবিপ্লব আর্থ-সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এর ফলে অর্থব্যবস্থা দ্রুত সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পায়ন শিল্পবিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর শিল্পায়নের ফলে শহরায়ন প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে, যার ফসল আজকের শহরকেন্দ্রিক সভ্যতা।

তবে এর ফলে মানবজীবনে কিছু নতুন সমস্যারও উত্তৰ ঘটে, যা উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্টি আমূল পরিবর্তনের কথাই বলা হয়েছে।

ঘ শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্টি নানাবিধি সমস্যার প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি হিসেবে সমাজকর্ম পেশার উত্তৰ ও বিকাশ সাধিত হয়। শিল্পবিপ্লব মানবসভ্যতায় এক আকস্মিক ও ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে, যা মানুষকে বস্তুগত ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দিলেও সমাজজীবনে বহুমুখী জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। এসব সমস্যার সমাধানে একটি বিজ্ঞানসম্মত কার্যকর পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যার সূত্র ধরে সমাজকর্মের উত্তৰ ঘটে। শিল্পবিপ্লব প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন করলেও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাবীনতার মতো ভয়াবহ সমস্যারও সৃষ্টি করে। এ ধরনের সমস্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরাই সাধারণত সমাজের অন্যান্য নেতৃত্বাচক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই শিল্পবিপ্লবের সমাজে সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে স্বাভাবিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আঞ্চনিকরশীলতার প্রতি গুরুত্বারূপ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষিতে সমাজকর্মের মতো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির আবশ্যিকতা দেখা দেয়। একেতে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্মের কার্যকারিতা অপরিহার্য হতে শুরু করে। আর এ কারণেই শিল্প-বিপ্লবের সময়ে সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রধান সহায়ক হয়ে ওঠে সমাজকর্ম।

পরিশেষে বলা যায়, শিল্পবিপ্লব সমাজকর্মের উত্তৰ ও বিকাশে প্রধান প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে।

প্রশ্ন ১০ 'ক' দেশে ১৮৬৫ থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণে ১৮৭৩ সালে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। এ মন্দাবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য বিশ্বজ্ঞালভাবে হাজার হাজার সংস্থা গড়ে উঠলে সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য মনীয়ী সজীব 'খ' দেশের অনুকরণে ১৮৭৭ সালে 'একতা' নামক একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। উত্ত সংস্থাটি পরবর্তী সময় সমাজকর্ম পেশার উত্তৰ বিকাশে পেশাগত প্রশিক্ষণ, পত্রিকা প্রকাশ, পেশাগত সংগঠন ও পদ্ধতি উত্তোলনে অবদান রাখে।

- নির্টো জেব কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩/
- ক. ইংল্যান্ডে কত সালে দান সংগঠন সমিতি গঠিত হয়? ১
খ. শিল্পবিপ্লবের ধারণা দাও। ২
গ. 'একতা' সংস্থাটির সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন সংস্থার সাথে মিল রয়েছে? আলোচনা কর। ৩
ঘ. সমাজকর্ম পেশার উত্তৰ-বিকাশে উদ্দীপকের আলোকে উত্ত সংস্থার কর্মসূচিগুলো বিশেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৬৯ সালে ইংল্যান্ডে দান সংগঠন সমিতি গঠিত হয়।

খ যেসব প্রচেষ্টা ও পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে শিল্প যুগের সূচনা হয় তাদের সমন্বয়ে হলো শিল্পবিপ্লব।

শিল্পবিপ্লব শব্দটি 'শিল্প' ও 'বিপ্লব' এ দুটি শব্দের সমন্বিত রূপ। যার সমরিত অর্থ শিল্প সংক্রান্ত বিপ্লব। এর সূচনা হয় ইংল্যান্ডে এবং পরে তা অতি দ্রুত পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এক কথায় বলা যায়, অস্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উন্নবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ড ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে, তার প্রভাবে একটি নতুন যুগের সূচনা হয় এতিথাসিকগণ একে 'শিল্পবিপ্লব' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের 'একতা' সংস্থাটির সাথে যুক্তরাষ্ট্রের দান সংগঠন সমিতির মিল রয়েছে।

১৮৭৩ সালের অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে আমেরিকায় দান সংগঠন আন্দোলন শুরু হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্রতার কারণ নির্ণয়পূর্বক এবং বৈজ্ঞানিক সমাধান দান। পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশে এ সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' দেশে ১৮৭৩ সালে অধিনেতিক মন্দা দেখা দেওয়ার পর মন্দাবস্থা মোকাবিলায় অনেক সংস্থা গড়ে উঠে। এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য জন্ম জন্মাব সজীব 'খ' দেশের অনুকরণে ১৮৭৭ সালে 'একতা' নামক একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। এটি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের দান সংগঠন সমিতিকে নির্দেশ করে। ১৮৭৩ সালে আমেরিকায় দান সংগঠন আন্দোলন প্রথম শুরু হয়েছিল। পরবর্তী ১৮৭৭ সালে আর এই গাটিনের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের অনুকরণে নিউইয়র্ক শহরে সর্বপ্রথম দান সংগঠন সমিতি (COS) গঠিত হয়। এ সমিতি দরিদ্রদের সহায়তা দানের পাশাপাশি দারিদ্র্যের কারণ উদঘাটনে নানামূলী প্রচেষ্টা চালায় এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বাস্তবমূলী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে সমাজকল্যাণ ও সেবামূলক কাজ সুসংগঠিত আকারে প্রকাশিত হয়। এতে সমাজকর্ম পেশা বিকাশ লাভ করে। এসব কারণে উদ্দীপকের 'একতা' সংস্থাটির সাথে দান সংগঠন সমিতি'র হুবহু মিল রয়েছে।

গ সমাজকল্যাণমূলক কাজের সমন্বয় এবং দরিদ্রদের সাহায্যদানের নতুন কৌশল চালুর মাধ্যমে দান সংগঠন সমিতি সমাজকর্ম পেশার বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত প্রেক্ষাপটের ন্যায় এক জটিল পরিস্থিতিতে সৃষ্টি ইংল্যান্ডের দান সংগঠন সমিতি দরিদ্রদের কার্যকর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নানা রকম কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর ফলে সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রম সুসংগঠিত রূপ লাভ করে। আর সমাজকল্যাণের সুসংগঠিত রূপই হলো সমাজকর্ম পেশা।

দান সংগঠন সমিতির কর্মতৎপরতায় ইংল্যান্ডে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে উঠে। সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী কাজের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দরিদ্র ত্রাপ এবং বেসরকারি দানের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি ভূয়া সাহায্য সংস্থা ও পেশাদার ভিক্তুকদের মুখোশ উন্মোচিত হয়। দান সংগঠন সমিতির কার্যক্রমের ফলে দরিদ্রদের নেতৃত্ব মনোবল শক্তিশালী হতে থাকে। ফলে তারা আঞ্চনিকরশীলতা অর্জনে সক্রিয় হয়ে উঠে। ইংল্যান্ডের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৭৭ সালে দান সংগঠন সমিতি গড়ে উঠে। এ সমিতি দরিদ্রদের সহায়তা দানের সাথে দারিদ্র্যের কারণ উদঘাটন করে এবং সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়। এদের কর্মসূচি ধীরে ধীরে সমাজকর্ম পেশায় রূপ নেয়। শিশুশ্রম আইন ও কিশোর যুবকদের জন্য আদালত প্রতিষ্ঠা, সমাজসেবা শিক্ষা কোর্স চালু, নিউইয়র্ক স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক, Charities Review পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি কার্যক্রম সমাজকর্ম পেশার বিকাশে নতুন পথের সন্ধান দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, ইংল্যান্ডের জটিল পরিস্থিতিতে সৃষ্টি দান সংগঠন সমিতি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হয়ে অধিকতর সুসংগঠিত হয়। এ সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচি এবং কৌশল সমাজকর্ম পেশার বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

গুরু ▶ ১১ ইংল্যান্ডে ১৮৩৪ সালে প্রায় আড়াইশত বছরের পুরোনো দরিদ্র আইন সংস্কারের করা হয়। এ আইন সংস্কারের ফলে নতুন নতুন দরিদ্রাগার-শ্রমাগার নির্মাণ ও সংস্কারসহ দরিদ্র হ্রাস, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ব্রিন্ডারতা অর্জন ও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়। আর অন্যদিকে এ আইনের ফলে দরিদ্রদের সামাজিক মর্যাদা হ্রাস, পারিবারিক ভাঙ্গন, স্বাস্থ্যহীনতা ও পৃষ্ঠাহীনতাসহ নানামাত্রিক সামাজিক সমস্যার উত্তৰ হয়।

নিচের তেজ কলম চাকা / গুরু নং ১/

ক. কোন মনীষীর উদ্যোগে আমেরিকায় দান সংগঠন সমিতি গঠিত হয়?

১

খ. ১৬০১ সালে দরিদ্র আইনের পটভূমি আলোচনা কর।

২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন সংস্কারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. উদ্দীপকে উক্ত আইনের যেসব সীমাবন্ধন ফুটে উঠেছে সেগুলো বিশ্লেষণ করো।

৪

ক ১৯৭৭ সালে আর এই গাটিনের নেতৃত্বে আমেরিকায় দান সংগঠন সমিতি (COS) গঠিত হয়।

ৰ ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ভবঘূরে সমস্যা মোকাবিলায় রানি প্রথম এলিজাবেথের সময় ১৬০১ সালের দারিদ্র আইনটি প্রণয়ন করা হয়। প্রাকশিল্প যুগে ইংল্যান্ড বিভিন্ন ধরণের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও দারিদ্র্যের ক্ষাণাঘাতে জরুরিত ছিল। সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এ ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সমস্যা মোকাবিলার চেষ্টা করলেও ঘোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত শান্তি ও দমনমূলক সকল আইনই অকার্যকর হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষিতে ১৩৪৯ সালে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড প্রণীত প্রথম দরিদ্র আইন হতে ১৫৯৭ সালের দরিদ্রাগার সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন পর্যন্ত সমস্ত আইনের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রণয়ন করা হয়। এই আইনকে ৪৩তম এলিজাবেথীয় আইনও বলা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে ১৮৩৪ সালের দরিদ্র সংস্কার আইনের ইঙ্গিত রয়েছে এবং এ আইনের সংস্কার তাৎপর্যপূর্ণ।

১৬০১ শ্রিষ্টাব্দের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন প্রণয়নের পর ইংল্যান্ডের সমাজজীবীবনে বিভিন্ন ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফলে বঙ্গিত ও অসহায় দরিদ্রদের সভ্যিকার কল্যাণ প্রদানের উদ্দেশ্যে দরিদ্র সংস্কার আইনটি প্রণীত হয়। অধিনেতিক বিচারে দেখা যায়, ১৮৩৪ সালে দরিদ্র সংস্কার আইনের বাস্তবায়ন সরকারের ব্যয় হার অনেকাংশে হ্রাস করতে সক্ষম হয়। তিনি বছরের মধ্যে দরিদ্র সাহায্য ব্যয় এক-তৃতীয়াংশ কমে গিয়েছিল।

১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন সংস্কারের মাধ্যমে সক্ষম দরিদ্রদের নিজেদের পরিবারের প্রয়োজন পূরণে আঞ্চনিকরশীল হওয়ার জন্য কাজে বাধ্য করা হয়, যা প্রাথমিকভাবে সমাজকর্ম পেশার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এছাড়া সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৮৪৭ সালে Poor law Board গঠন করা হয়। এ আইনের প্রেক্ষিতে ১৮৪৮ শ্রিষ্টাব্দে জনস্বাস্থ্য আইন প্রণয়নের মাধ্যমে 'General Board of Health' গঠন করা হয়। এ বোর্ডের মাধ্যমে বস্তি এলাকার বাসস্থান উন্নয়ন, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, মহামারি ও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সামাজিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ আইনটি নানাভাবে সমালোচিত হলেও ইংল্যান্ডের উন্নয়ন ও সমাজকর্ম পেশার প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান ও বিকাশে এ আইনের ভূমিকা অপরিসীম। উদ্দীপকে উক্ত বিষয়গুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে দরিদ্র আইন সংস্কার ১৮৩৪ আইনটিতে দরিদ্রদের সামাজিক মর্যাদা হ্রাস, পারিবারিক ভাঙ্গন, স্বাস্থ্য ও পৃষ্ঠাহীনতা প্রভৃতি সীমাবন্ধন ফুটে উঠেছে।

মূলত অসহায় দরিদ্রদের কল্যাণ ও সাহায্যাথীদের জন্য পরিচালিত ত্রাপ ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৮৩৪ সালে দরিদ্র আইন সংস্কার প্রণীত হয়। কিন্তু আইনটির মাধ্যমে ইংল্যান্ডে দরিদ্র সাহায্যের ব্যবস্থা কমলেও, ভিক্তুক ও দরিদ্রদের সামাজিকভাবে মর্যাদাহানি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রভাবে স্বাস্থ্যহীনতা, পারিবারিক বন্ধন ভাঙ্গনসহ নির্যাতন, সংক্রামক রোগের বিস্তার, পৃষ্ঠাহীনতা প্রভৃতি সমস্যা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

উদ্দীপকে নির্দেশিত ১৮৩৪ সালের সংস্কার আইনে রাজকীয় কমিশন খুঁটি সুপারিশ প্রদান করে। এতে ১৭৯৫ সালের স্পেন, হ্যামল্যান্ডে এ্যাট অনুযায়ী প্রচলিত আংশিক সাহায্য দান প্রথমের বিলোপ করা হয়। ফলে দরিদ্রদের জন্য সাহায্য করে যায়। মূলত দরিদ্র্য সমস্যা সমাধানের জন্য কড়াকড়ি আরোপ, আর্থ-সামাজিক নির্যাতন এবং কাজ করায় বাধ্য করা হয় এই সংস্কার আইনে। দরিদ্রদের কাজের জন্য যে শ্রমাগার নির্মাণ হয়েছিল তাকে অনেকে 'দরিদ্রদের জেলখানা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ত্রাপ কার্যক্রমে বিশৃঙ্খলা, শ্রমাগারের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সাহায্য

ব্যবহার লাঘব, উচ্চ হারে দরিদ্র কর ধার্যের দরুণ দরিদ্রদের পারিবারিক ভাস্তন, স্বাস্থ্যহীনতা প্রভৃতি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। সর্বাধিক বেতনভুক্ত কর্মচারীদের তুলনায় সাহায্য গ্রাহিতাদের অবস্থান নিচে রাখা হয়। উদ্দীপকে উচ্চ বিষয়গুলো প্রতীয়মান হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, ১৮৩৪ সালের সংস্কার আইন রাষ্ট্রের ব্যবহার লাঘব করলেও, এটি ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের কড়াকড়ি ও নির্যাতনমূলক সংস্করণ।

প্রশ্ন ▶ ১২ কদম আলী ঢাকা শহরের একটি ছোট ভিকুক দলের সদস্য। তার ভিকুক দলে রয়েছে শারীরিক এবং বাকপ্রতিবন্ধী চারজন সদস্য। এছাড়া রয়েছে দিপু নামের এক অনাথ শিশু। এরা সকলেই নানা অঙ্গভঙ্গ মাধ্যমে পথচারীদের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে ডিক্ষা আদায় করে।

/বিএএফ পাঠ্যনির্দেশ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ২/

- ক. প্যারিশ কী? ১
খ. শিল্প দুর্ঘটনা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের দিপু ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন অনুযায়ী কোন শ্রেণির দরিদ্র বলে বিবেচিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দিপু ছাড়াও অপর দরিদ্রদের জন্য ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি যে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তরাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্গত স্থানীয় প্রশাসনভিত্তিক কাউন্টি অঞ্চল হলো প্যারিশ।

খ শিল্পকারখানায় কর্মরত অবস্থায় যে সব দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলোই শিল্প দুর্ঘটনা।

শিল্পকারখানায় যাত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে শ্রমিকদের বুকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হতে হয়। এতে পেশাগত দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। পেশাগত দুর্ঘটনার কারণে অনেক সময় শ্রমিক শ্রেণির অকাল মৃত্যু, বিকলাঙ্গতা ও কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। শিল্প-কারখানায় ঘটে যাওয়া এসব পেশাগত দুর্ঘটনাই শিল্প দুর্ঘটনার অন্তর্ভুক্ত।

গ সূজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সূজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৩ অলসপুর এলাকায় চাষিরা এখন হলচাষের জন্য লাজগাল বলদের পরিবর্তে ট্রাইটির ব্যবহার করে। আগে ছোট ছোট যন্ত্র ব্যবহার করে ঘরে বসে শিল্পদ্রব্য তৈরি করত। এখন বৃহৎ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কলকারখানায় বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করা হয়।

/আজিমপুর গভর্নর প্রার্থনা স্কুল এচ কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩/

- ক. এলিজাবেথীয় আইন কোনটি? ১
খ. NASW গঠন করা হয়েছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকটির বর্ণিত এলাকায় কোন ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উচ্চ ঘটনা এলাকার জনগণের জন্য আশীর্বাদ ব্রূপ— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এলিজাবেথীয় আইন হলো ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন।

খ সমাজকর্মীদের ব্রার্থ সংরক্ষণ এবং সমাজকর্ম পেশার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে NASW (National Association of Social Workers) গড়ে তোলা হয়।

সমাজকর্ম পেশায় দক্ষ কর্মী নিয়োগ, সামাজিক অবস্থা এবং পেশা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ছাড়াও সমাজকর্ম ও প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি দিকের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে NASW সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ উদ্দীপকটির বর্ণিত এলাকায় শিল্প বিপ্লবের প্রতিফলন ঘটেছে। শিল্প বিপ্লব হচ্ছে কৃষিভিত্তিক, হস্তশিল্প নির্ভর কুস্তায়তন উৎপাদন ও অধৰ্মীতি থেকে শিল্প ও যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া। এটি অস্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে শুরু হয় এবং সেখান থেকে বিশ্বের অন্যান্য অংশে বিস্তার লাভ করে। এর ফলে যোগাযোগ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। শিল্প বিপ্লব আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত অলসপুর এলাকার চাষিরা বর্তমানে চাষের ক্ষেত্রে লাজগাল, বলদের পরিবর্তে ট্রাইটির ব্যবহার করে অর্থাৎ তারা কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। আগে তারা ছোট ছোট যন্ত্র ব্যবহার করে ঘরে বসে শিল্প দ্রব্য তৈরি করত। কিন্তু এখন তারা বৃহৎ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কলকারখানায় বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করছে। অলসপুর গ্রামের এসকল পরিবর্তন শিল্প বিপ্লবের সুকলকে নির্দেশ করছে। কারণ শিল্প বিপ্লবের ফলে কৃষি নির্ভর সামন্ততাত্ত্বিক উৎপাদন ব্যবস্থা শিল্পনির্ভর অধৰ্মীতিতে বৃপ্তাত্ত্বাত্ত্বিক হয়। উৎপাদন ব্যবস্থাসহ সব ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহারের সূত্রপাত ঘটে। যার প্রতিফলন আমরা অলসপুর এলাকায় দেখতে পাই।

ঘ শিল্প বিপ্লব অলসপুর এলাকার জনগণের জন্য আশীর্বাদ ব্রূপ— উক্তিটি যথার্থ।

শিল্প বিপ্লবের সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মানুষের অধৰ্মীতিক, সামাজিক এবং চিন্তাধারার জগতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। এর ফলে প্রণালীতে এসেছে বিরাট পরিবর্তন।

শিল্প বিপ্লবের আগে উৎপাদন ক্ষেত্রে তেমন কোনো যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছিল না। ফলে উৎপাদনের হার ছিল সীমিত। শিল্প বিপ্লবের ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক হারে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। কৃটির শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে শক্তি ও প্রযুক্তি চালিত যাত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। অলসপুর এলাকার জনগণ আগে ছোট ছোট যন্ত্র ব্যবহার করে ঘরে বসে শিল্প দ্রব্য তৈরি করতো। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে তারা এখন বৃহৎ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কলকারখানায় বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করছে। এর ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে। এছাড়া বিভিন্ন কলকারখানা গড়ে ওঠায় অনেক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে। যা বেকারত দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে কৃষিক্ষেত্রে উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে অলসপুর এলাকায় কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন জনগণের জন্য আশীর্বাদ।

ঘ ▶ ১৪ রাসেল অনার্স পড়াকালীন সময়ে খারাপ সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডসহ মাদকাসন্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তার বাবা একজন সমাজকর্মীর শরণাপন হন। সমাজকর্মী রাসেলের চিকিৎসক, বন্ধুবান্ধব, পরিবারের সদস্যগণ বন্ধুবান্ধবের সাথে যোগাযোগ করে সুস্থিতার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন।

/আজিমপুর গভর্নর প্রার্থনা স্কুল এচ কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪/

ক. ইংল্যান্ডে প্রথম দরিদ্র আইন কে প্রণয়ন করেন? ১
খ. দরিদ্র আইন কমিশন বলতে কী বুঝা? ২
গ. উদ্দীপকটির গৃহীত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের কোন সংগঠনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইংল্যান্ডের সমাজকর্ম বিকাশের প্রেক্ষিতে উচ্চ সংগঠনটির পটভূমি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংল্যান্ডের প্রথম দরিদ্র আইন প্রণয়ন করেন রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড।

৩ ইংল্যান্ডে প্রচলিত দরিদ্র আইন সংস্কার ও বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯০৫ সালে লর্ড জর্জ হ্যামিল্টনকে সভাপতি করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট যে কমিশন গঠিত হয় তাকেই দরিদ্র আইন কমিশন বলা হয়।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের উন্নত প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ইংল্যান্ডের অনেক ক্যালাখনি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক বেকারত্বের শিকার হয়ে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানায়। এ অবস্থায় শ্রমাগার ও বেসরকারি দান সংগঠনগুলোও সাহায্য দানে অপরাগ হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে দরিদ্র আইনগুলোর সংস্কার ও বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯০৫ সালে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠিত হয় যা দরিদ্র আইন কমিশন গঠিত হয়।

৪ উদ্দীপকের গৃহীত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের CSWE সংগঠনের সাদৃশ্য রয়েছে।

CSWE সংগঠনটি সমাজকর্মীদের পেশাগত শিক্ষা ও দক্ষতার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন সমাজকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও এর অন্যতম লক্ষ্য। এ সংগঠনটি সমাজকর্ম শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক, সময় উপযোগী ও তত্ত্ব নির্ভর করে। এছাড়া সমাজকর্ম অনুশীলনের পথ্থা সম্পর্কেও নির্দেশনা প্রদান করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত রাসেল অনার্স পড়াকালীন সময় খারাপ সঙ্গের কারণে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে এবং মাদকাস্তু হয়ে পড়ে। এ অবস্থা উত্তরণে তার বাবা একজন সমাজকর্মীর শরণাপন হন। সমাজকর্মী রাসেলের চিকিৎসক, বন্ধুবান্ধব, পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সমাজকর্মীর এসব পদক্ষেপ ও প্রক্রিয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে CSWE সংগঠনের ভূমিকা রয়েছে। কারণ সংগঠনটি সমাজকর্মীর পেশাগত শিক্ষা ও দক্ষতার মান উন্নয়নে কাজ করে। এছাড়াও সংগঠনটি সমাজকর্ম অনুশীলনের পথ্থা ও নির্দেশ করে দেয়। তাই বলা যায়, সমাজকর্মী CSWE সংগঠনের ভিত্তিতেই রাসেলের সুস্থিতার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

৫ ইংল্যান্ডের সমাজকর্ম বিকশিত হলে বিশ্বব্যাপী সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজকর্ম শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে CSWE সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশ ও প্রসার এবং যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ সমাজকর্মী তৈরির লক্ষ্যে ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় CSWE। এটি আমেরিকার একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যা সমাজকর্ম পেশাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

আমেরিকায় ১৯২৭ সালে AASSW এবং ১৯৪২ সালে NASSA নামক দুটি সংগঠন গড়ে উঠে। এই দুটি সংগঠনের মধ্যে কিছুটা মতভেদ ছিল। এ মতভেদ দূর করার লক্ষ্যে ১৯৫১ সালে এ দুটি সংগঠন একত্রিত হয়ে CSWE নামধারণ করে। উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজকর্মী রাসেলের সমস্যা সমাধানে CSWE সংগঠনের নির্দেশিত পথ্থা অনুসরণ করে। সংগঠনটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশেষ সহায়তা প্রদান করে। এ সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য সমাজকর্ম শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়ন এবং দক্ষ ও যোগ্য সমাজকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজকর্ম শিক্ষার মান উন্নয়ন। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি, সমাজকর্ম স্কুল সংগঠনের পাঠ্যসূচির মান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করে। সমাজকর্ম শিক্ষা কারিকুলামে যে বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে তা নির্ধারণে নেতৃত্ব প্রদানকারী কোরাম হিসেবে এ কাউন্সিল কাজ করছে।

সার্বিক আলোচনার শেষে বলা যায়, ইংল্যান্ডে সমাজকর্ম পেশার বিকাশই CSWE সংগঠনটি গড়ে উঠার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রশ্ন ১৫ ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে সমুদ্র উপকূলে প্রলয়ংকরী জলোচ্ছাসে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। বিপুল অভেক্ষণ সম্পদ বিনষ্ট হয়। দুর্ঘত এলাকার ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অসংখ্য সাহায্য সংস্থা কার্যক্রম গ্রহণ করে। সরকারি - বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমে সমন্বয় না থাকায় ত্রাণ কার্যক্রমে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি দেখা দেয়। দুর্ঘত লোকজন প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে একাধিক সংস্থা থেকে ত্রাণ গ্রহণ করে বাজারে বিক্রি করে। এসব নিয়ন্ত্রণ করার আইন না থাকায় ত্রাণকার্যে দুর্নীতি বৃদ্ধি পেতে পারে।

বীরপ্রের্ণ নূর মোহাম্মদ গবেষিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৫/ক, দরিদ্র আইন কী?

১
খ. NASW গঠন করা হয়েছিল কেন?

২
গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠার পটভূমির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

৩
ঘ. 'সমাজকর্ম পেশার বিকাশে এ সংগঠনের অবদান ছিল 'অপরিসীম'।'— মূল্যায়ন করো।

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দরিদ্রদের মজাল এবং কল্যাণার্থে প্রগতি আইনই দরিদ্র আইন।

খ সমাজকর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সমাজকর্ম পেশার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে NASW (National Association of Social Workers) গড়ে তোলা হয়।

সমাজকর্ম পেশায় দক্ষ কর্মী নিয়োগ, সামাজিক অবস্থা এবং পেশা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ছাড়াও সমাজকর্ম ও প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি দিকের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে NASW সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইংল্যান্ডের দান সংগঠন সমিতি বা 'Charity Organisation Society' প্রতিষ্ঠার পটভূমিগত সাদৃশ্য রয়েছে।

বোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে দারিদ্র্য এবং ভবঘূরে সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করে। এ অবস্থার উত্তরণে সরকার আইন প্রণয়ন করে এ সমস্যার সমাধানে বাধ্য হয়। এ সময় সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে। কিন্তু কাজের সমন্বয়হীনতার কারণে তাদের উদ্যোগ ফলপ্রসূ না-হওয়ার প্রেক্ষিতে গড়ে উঠে COS বা দান সংগঠন সমিতি, যেটি উদ্দীপকের ঘটনার ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে হাজার হাজার মানুষ নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে পড়লে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে যায়। সাহায্যদান প্রক্রিয়ায় কোনো সমন্বয় বা তদারকি না থাকায় এটি তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। দুর্নীতি ও অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে ত্রাণ গ্রহণকারীরা নানা জটিলতা সৃষ্টি করে। উদ্দীপকের এ প্রেক্ষাপটটি ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন তৎপরতা লক্ষ করা যায়। তবে কাজের কোনো সমন্বয় না থাকায় সাহায্যদান প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। অনিয়ম আর দুর্নীতির কারণে সমস্যাগ্রন্থরা সাহায্য গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এ প্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং দরিদ্রদের কার্যকরভাবে সহায়তা দেওয়া, সম্পদের অপচয় রোধ করা এবং সমস্যাগ্রন্থদের সক্ষম করে তোলার প্রত্যয় নিয়ে ১৮৬৯ সালে ইংল্যান্ডে COS বা 'দান সংগঠন সমিতি' যাত্রা শুরু করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ন্যায় পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ডে দান সংগঠন সমিতিরই উত্তর ঘটেছিল।

ঘ সমাজকল্যাণমূলক কাজের সমন্বয় এবং দরিদ্রদের সাহায্যদানের নতুন কৌশল চালুর মাধ্যমে দান সংগঠন সমিতি সমাজকর্ম পেশার বিকাশকে তুরান্বিত করেছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত প্রেক্ষাপটের ন্যায় এক জটিল পরিস্থিতিতে সৃষ্টি ইংল্যান্ডের দান সংগঠন সমিতি দরিদ্রদের কার্যকর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নানা রকম কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর ফলে সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রম সুসংগঠিত রূপ লাভ করে। আর সমাজকল্যাণের সুসংগঠিত রূপই হলো সমাজকর্ম পেশা।

দান সংগঠন সমিতির কর্মতৎপরতায় ইংল্যান্ডে বহু ব্রেঙ্গাসেবী সংগঠন গড়ে উঠে। সরকারি ও ব্রেঙ্গাসেবী কাজের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দরিদ্র ত্রাণ এবং বেসরকারি দানের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি ভূয়া সাহায্য সংস্থা ও পেশাদার ভিকুন্দের মুখোশ উন্মোচিত হয়। দান সংগঠন সমিতির কার্যক্রমের ফলে দরিদ্রদের নেতৃত্ব মনোবল শক্তিশালী হতে থাকে। ফলে তারা আঞ্চনিকরশীলতা অর্জনে সক্রিয় হয়ে উঠে। ইংল্যান্ডের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৭৭ সালে দান সংগঠন সমিতি গড়ে উঠে। এ সমিতি দরিদ্রদের সহায়তা দানের সাথে দারিদ্রের কারণ উদ্ঘাটন করে এবং সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য নেয়। এদের কর্মসূচি ধীরে ধীরে সমাজকর্ম পেশায় রূপ নেয়। শিশুগ্রাম আইন ও কিশোর যুবকদের জন্য আদালত প্রতিষ্ঠা, সমাজসেবা শিক্ষা কোর্স চালু, নিউইয়র্ক স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক, Charitis Review পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি কার্যক্রম সমাজকর্ম পেশার বিকাশে নতুন পথের সন্ধান দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, ইংল্যান্ডের জটিল পরিস্থিতিতে সৃষ্টি দান সংগঠন সমিতি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হয়ে অধিকতর সুসংগঠিত হয়। এ সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচি এবং কৌশল সমাজকর্ম পেশার বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

প্রশ্ন ১৬ শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও স্থানান্তর এ তিনটি বিষয়ই একটি যুগান্তকারী ঘটনার প্রভাব। এই যুগান্তকারী ঘটনা মানব সভ্যতাকে সরাসরি সীমাবেষ্টি টেনে দুটো ভাগে বিভক্ত করেছে। এ ঘটনা একটি নির্দিষ্ট সময়ে সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘসময়ব্যাপী সামাজিক পরিবর্তন এনে উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং সার্বিক চিন্তাধারায় আয়ুল পরিবর্তন আনে। এ পরিবর্তন মানুষকে বেগের মধ্যে রেখে আবেগ কেড়ে দিয়েছে। ফলেই মানব জীবনে এ পরিবর্তন অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়।

/গাজীপুর ক্লাস্টারমেট কলেজ/ প্রশ্ন নং ৩/

- ক. কে "শিল্পবিপ্লব" প্রত্যয়টির নামকরণ করেন? ১
- খ. যাত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ বলতে কী বুঝায়? বুঝিয়ে বল। ২
- গ. উদ্দীপকের যুগান্তকারী ঘটনা কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মানব জীবনে এ পরিবর্তন অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়-উদ্দীপকের এ উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরনন্দ জে টয়েনবি "শিল্প বিপ্লব" প্রত্যয়টির নামকরণ করেন।

খ যাত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ বলতে উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রের ব্যবহারকে বোঝায়।

অস্ট্রিয়াশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ডে এবং পরবর্তীতে অন্যান্য দেশে কৃষিভিত্তিক হস্তনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। একেই যাত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ বলা হয়। যাত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

গ উদ্দীপকের যুগান্তকারী ঘটনা শিল্প বিপ্লবকে নির্দেশ করে।

শিল্প বিপ্লব হচ্ছে কৃষিভিত্তিক, হস্তশিল্পনির্ভর ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ও অর্থনীতি থেকে শিল্প ও যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া। এটি অস্ট্রিয়াশ শতকে ইংল্যান্ডে শুরু হয় এবং দেখান থেকে বিশ্বের অন্যান্য অংশে বিস্তার লাভ করে। এর ফলে যোগাযোগ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে

সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। শিল্প বিপ্লবের ফলে বিশ্বে ব্যাপক হারে শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও শহরমুঢ়ী নগরের মানুষের জনস্তোত্র শুরু হয়। উদ্দীপকে এই বিষয়টিকেই ইঞ্জিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে একটি বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যার একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা অর্থনীতি, রাজনীতি সংস্কৃতিসহ সর্বক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। এর প্রভাবে শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও স্থানান্তর শুরু হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত এই বিষয়টি উপরে বর্ণিত শিল্পবিপ্লবের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের যুগান্তকারী ঘটনাটি শিল্প বিপ্লব।

ঘ মানবজীবনে এ পরিবর্তন অর্থাৎ শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয় – এ উক্তিটির সাথে আমি একমত।

শিল্পবিপ্লব এমন একটি পরিবর্তন প্রক্রিয়া, যা উৎপাদন ক্ষেত্রে আয়ুল পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এনেছে পরিবর্তন। এ পরিবর্তন যেমন ইতিবাচক, পাশাপাশি সমাজে বেশকিছু ক্ষতিকর প্রভাব বয়ে এনেছে। শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে একদিকে গতিশীলতা সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি বেকারত্বের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ যন্ত্রচালিত উৎপাদনে শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা কমে যাওয়ায় ছন্দবেশী বেকারত্বের সৃষ্টি হয়েছে। এটি একদিকে মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিলেও মানুষের মধ্যে আঞ্চলিকভাবে জন্ম দিয়েছে। শিল্পবিপ্লবের ফল হিসেবে সৃষ্টি হওয়া নগরায়ণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানী সৃষ্টি করেছে। পারিবারিক ভাঙ্গন, বন্তি সমস্যা, মাদকাস্তি, দাম্পত্য কলহ এগুলো সবই শিল্পবিপ্লবের নেতৃবাচক প্রভাব। তাছাড়া কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক অসন্তোষ, শিল্প দুর্ঘটনা প্রভৃতি সমস্যাও শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দীপকেও বলা হয়েছে যে শিল্পবিপ্লব সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতিসহ সার্বিক চিন্তাধারায় আয়ুল পরিবর্তন আনলেও এ পরিবর্তন মানুষের আবেগ কেড়ে নিয়েছে। এতে বোঝা যায় শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজে ইতিবাচক ও নেতৃবাচক দুই ধরনের প্রভাবই পড়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলতে পারি, উদ্দীপকে ইঞ্জিতকৃত ঘটনা শিল্পবিপ্লব মানবজীবনে অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়।

প্রশ্ন ১৭ ১৯৪১ সাল। সংঘটিত হয় ব্রিটায়ি বিশ্বযুদ্ধ। এর প্রভাবে ভেঙ্গে পড়ে 'ক' দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা। সৃষ্টি হয় নতুন নতুন সমস্যার। ফলে 'ক' দেশের সমাজসেবা কর্মসূচির আয়ুল সংস্কার সাধন জরুরী হয়ে পড়ে। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪২ সাল উক্ত দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অভাব ও দারিদ্র্য হতে 'ক' দেশের জীবনকে মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪২ সালে একটি রিপোর্ট পেশ করা হয় যেখানে জনগণের অগ্রগতির পাঁচটি অন্তরায়ের কথা বিশেষ নামে ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তীতে এ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই 'ক' দেশ কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে এবং উক্ত দেশের সামাজিক নিরাপত্তা মূল কাঠামো গড়ে উঠেছে।

/গাজীপুর ক্লাস্টারমেট কলেজ/ প্রশ্ন নং ২/

- ক. ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশনের সভাপতি কে ছিলেন? ১
- খ. "ইংল্যান্ড দরিদ্র হয়ে জন্ম নেয়া পাপ" — বুঝিয়ে বল। ২
- গ. উদ্দীপকে পাঁচটি অন্তরায়ের কথা যে বিশেষ নামে ব্যবহার করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের 'রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই 'ক' দেশ কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে এবং উক্ত দেশের সামাজিক নিরাপত্তা মূল কাঠামো গড়ে উঠেছে'-একমত থাকলে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশনের সভাপতি ছিলেন লর্ড জর্জ হ্যামিল্টন।

খ প্রাক শিল্প যুগে ইংল্যান্ড বিভিন্ন ধরনের আর্থ সামাজিক সমস্যা ও দারিদ্র্যের কঠাধাতে জড়িত ছিল। এ সময় সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে।

কিন্তু এসব আইনের বেশির ভাগই ছিল দরিদ্রের জন্য শাস্তি ও দমনমূলক। ফলে এক পর্যায়ে এই আইনগুলো দরিদ্রদের জন্য হুমকি হয়ে দাঢ়ায়। এগুলোর মাধ্যমে তারা নিয়ন্ত্রিত, নিপীড়িত হতে থাকে। একদিকে দারিদ্র্য আর অন্যদিকে নিপীড়নমূলক আইন দরিদ্রদের জীবনকে অভীষ্ট করে তোলে। এজন্য প্রাক শিরাঘুণে ইংল্যান্ডে দরিদ্র হয়ে জন্ম নেওয়াকে পাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৮ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত পাঁচটি অন্তরায়ের কথা যে বিশেষ নামে ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো পঞ্চদৈত্য।

ইংল্যান্ডের সমাজকে দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে স্যার উইলিয়াম বিভারিজ ১৯৪২ সালে তার প্রতিবেদনে ইংল্যান্ডের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী প্রধান পাঁচটি নিয়ামককে ‘পঞ্চদৈত্য’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বিভারিজ রিপোর্টে উল্লিখিত পঞ্চদৈত্য হলো— অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, মলিনতা ও অলসতা। বিভারিজ রিপোর্টে উল্লিখিত পাঁচটি অন্তরায় শুধু ইংল্যান্ডের সামাজিক অগ্রগতিতে দুর্বিচ্ছেদের মতো বাধার সৃষ্টি করেছিল তা নয় বরং সমগ্র বিশ্বের সমাজব্যবস্থাতে এর নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়েছিল। অভাবযুক্ত ইংল্যান্ডের সমাজজীবনকে যে দৈন্যতা অঙ্গোপাসের মতো জড়িয়ে রেখেছে অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম বিভারিজ তাদেরকে মানবসমাজের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতার কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। উদ্দীপকে এই বিষয়টিকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে অভাব ও দারিদ্র্য থেকে ‘ক’ দেশের সমাজজীবনকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৪২ সালে একটি রিপোর্টে পেশ করা হয় যেখানে জনগণের অগ্রগতির পাঁচটি অন্তরায়ের কথা বিশেষ নামে ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দীপকের এই প্রতিবেদনটি পাঠ্যবইয়ের বিভারিজ রিপোর্টের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর বিভারিজ রিপোর্ট ইংল্যান্ডের উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত পাঁচটি নিয়ামককে ‘পঞ্চদৈত্য’ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

৯ উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত বিভারিজ রিপোর্ট এর উপর ভিত্তি করেই ‘ক’ দেশ অর্থাৎ ইংল্যান্ড কল্যাণমূখী রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে এবং উক্ত দেশের সামাজিক নিরাপত্তার মূল কাঠামো গড়ে উঠে – উক্তিটির সাথে আমি একমত।

ছত্তীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ইংল্যান্ডে আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এ সমস্যা মোকাবিলার লক্ষ্যে তৎকালীন সরকার স্যার উইলিয়াম বিভারিজকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করে। সার্বিক বিশেষণে এ কমিটি ১৯৪২ সালে সরকারের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ কর, যা বিভারিজ রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৪২ সালে ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তায় সামাজিক বিমা, পারিবারিক ভাতা, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বা শির দুর্ঘটনা বিমা, সরকারি সাহায্য, জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি প্রভৃতি প্রয়োগ করা হয়। এসব কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য, বার্ধক্য ও পঙ্গু বিমা; শিশু জন্ম-মৃত্যুর জন্য ভাতা, শির দুর্ঘটনায় আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ, দরিদ্রদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি কাজের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এভাবে বিভারিজ রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রণীত কর্মসূচিগুলো জনগণের কল্যাণ সাধনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে ‘ক’ দেশের সমাজজীবনকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে ১৯৪২ সালে জনগণের অগ্রগতির অন্তরায় হিসেবে পাঁচটি নিয়ামককে চিহ্নিত করা হয়েছে যা ১৯৪২ সালে ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রণীত বিভারিজ রিপোর্টকে নির্দেশ করছে। আর এ রিপোর্টের ভিত্তিতে উপরোক্তভাবে ইংল্যান্ডে সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে উঠেছিল। সুতরাং উপরের আলোচনা বিশেষণপূর্বক বলা যায়, বিভারিজ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই ইংল্যান্ড কল্যাণমূখী রাষ্ট্রের মর্যাদায় উন্নীত হয় এবং দেশে সামাজিক নিরাপত্তার মূলভিত্তি স্থাপিত হয়।

প্রমাণ **১৮** বর্তমান বাংলাদেশে সরকার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অগ্রন্তিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য “একটি বাড়ি, একটি খামার”, “ঘরে ফেরা” “ভিজিডি”, “ভিজিএফ”, “বয়স্ক ভাতা”, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ইত্যাদির প্রচলন করেন। যা মূলত পেশাগত সমাজকর্মের সূত্রিকাগার ত্রিটেনিং এবং একই রূপ পদ্ধতি ব্যবহার করে সামাজিক সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে।

/অসম বোর্ড অফিস/ মতলবসিংহ/ পৃষ্ঠা নং ২/

ক. NASW এর পূর্ণরূপ কী?

১. বিভারিজ রিপোর্টের পঞ্চদৈত্যগুলো লিখ।

২. ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য নির্মূল করতে ত্রিটিশ সরকারের ১৮৩৪ সালের

দারিদ্র্য আইনের ইতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে লিখ।

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য নির্মূলের ক্ষেত্রে দানসংগঠন

সমিতির ভূমিকা কেমন ছিল? -তোমার অভিয়ত প্রকাশ কর।

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NASW-এর পূর্ণরূপ হলো National Association of Social Workers.

ব পঞ্চদৈত্য বলতে ১৯৪২ সালে পেশকৃত বিভারিজ রিপোর্টে উল্লিখিত পাঁচটি সমস্যা- অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, মলিনতা ও অলসতা কে বোঝায়।

ছত্তীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা মোকাবিলার লক্ষ্যে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ স্যার উইলিয়াম বিভারিজ একটি সামাজিক নিরাপত্তা রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে তিনি উপর্যুক্ত পাঁচটি সমস্যা চিহ্নিত করেন। তার মতে, তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত ইংল্যান্ডের সমাজজীবনকে এই পাঁচটি সমস্যা অঙ্গোপাসের মতো আঁকড়ে রেখেছিল। এই সমস্যাগুলোই পঞ্চদৈত্য নামে পরিচিতি পায়।

গ ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য নির্মূল করতে ত্রিটিশ সরকারের ১৮৩৪ সালের দারিদ্র্য আইন ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল।

১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দারিদ্র্য আইন ইংল্যান্ডের সমাজজীবনে বিভিন্ন ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে অসহায় দারিদ্র্যদের কল্যাণ ও সাহায্যায়ীদের জন্য পরিচালিত ত্রাণ ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৮৩৪ সালে দারিদ্র্য আইন সংস্কার প্রণীত হয়। এ আইন প্রণয়নের তিন বছরের মধ্যে সরকারের দারিদ্র্য সাহায্য ব্যয় এক তৃতীয়াংশ করে যায়। এ আইনে সক্রম দারিদ্র্যদের নিজেদের পর তাদের পরিবারের চাহিদা পূরণকালে আন্তর্নির্ভরশীল হওয়ার জন্য কর্মশিল্পের কাজ করতে বাধ্য করা হয়, যা প্রাথমিকভাবে সমাজকর্ম পেশার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

সমাজকল্যাণ সংস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘Royal Poor Law Commission’ কে ‘Poor Law Board’ এ বৃপ্তির করা হয়। পরবর্তীতে এ আইনের আলোকে General Board of Health গঠন করে বন্ধি এলাকার বাসস্থান উন্নয়ন, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া দারিদ্র্যের কারণ উদয়াটনসহ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বাস্তবধৰ্মী পদক্ষেপ গ্রহণ তৎকালীন দারিদ্র্যদের ব্যাপকভাবে সাহায্য করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য নির্মূলের ক্ষেত্রে দান সংগঠন সমিতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর ছত্তীয়ার্ধে ইংল্যান্ডে সমাজসেবার ক্ষেত্রে দান সংগঠন সমিতির উন্নৰ্তব ঘটে। মূলত শিল্প বিপ্লব পূর্ববর্তী সময়ে যে সমাজকল্যাণ বা সমাজসেবামূলক প্রচেষ্টা চালানো হতো তা ছিল বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত। এসব সমাজকল্যাণ বা সমাজসেবামূলক কার্যক্রমকে সৃষ্টিভাবের পরিচালনার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ১৮৬৯ সালে ইংল্যান্ডের লন্ডনে দান সংগঠন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংল্যান্ডের সমাজকর্ম বিকাশের ইতিহাসে দানসংগঠন সমিতি দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সমিতির সঙ্গে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ জড়িত ছিলেন। এদের মধ্যে মনীষী ধমাস চার্লসমার্স

উন্নেবযোগ্য। তিনি দারিদ্র্যের সামাজিক ব্যাখ্যার উপর একটি তত্ত্ব উত্তীবন করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ব্যক্তি নিজেই তার দরিদ্রতার জন্য দায়ী, সরকারি ত্রাণ প্রহণ ব্যক্তির আভাসমৰ্যাদাবোধ ধ্বংস করে এবং তাকে সাহায্যপ্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল করে তোলে"। মূলত এ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই COS এর নীতি গড়ে উঠেছিল।

দান সংগঠন সমিতির লক্ষ্যার্জন ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য একটি অনুসন্ধান বিভাগ খোলা হয়। প্রশাসনিক কার্যের সুবিধার জন্য COS জার্মানির "এলবার ফিল্ড" ব্যবস্থার সাহায্যে লন্ডন শহরকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করে। লন্ডন দান সংগঠন সমিতির অনুকরণে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের বড় বড় শহরে COS গঠন করা হয়। দান সংগঠন সমিতি যে সব ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য লাভ করে তাহলো—সরকারি পর্যায়ে ত্রাণ কার্যক্রমের ব্যয় হ্রাস; সরকারি বেসরকারি সাহায্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন; সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি রোধ; ভূয়া সাহায্য সংগঠনের উজ্জেব; দরিদ্রদের পুনর্বাসন সম্পর্কিত ধারণা সুন্দর করা এবং সমাজকর্ম ও সমষ্টি সংগঠনের ভিত্তি রচনা প্রার্থী।

প্রশ্ন ▶ ১৯ কুটির শিল্পের উপর নির্ভরশীল হাতে বুনম করা টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি ছিল বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অন্যতম ঘোণানদাতা। কিন্তু বর্তমানে ইংল্যান্ডও একটি বিপ্লবের ফলে গামেন্টস শিল্পের ব্যাপক বিস্তার বাংলাদেশে। এসব গামেন্টসে কর্মরত শ্রমিকরা ব্যস্ততা ও কাজের চাপে হারিয়ে বসেছে পারিবারিক বন্ধন, বৃন্দি পাছে পারিবারিক কলহ ও অস্থিরতা।

/জ্বালন মোহন কলেজ, মহামনসিহে/ প্রশ্ন নং ৩/

ক. শিল্প বিপ্লবের শুরু কোন দশকে?

১

খ. ১৬০১ সালে দরিদ্র আইনের দুইটি বৈশিষ্ট্য লিখ।

২

গ. উদ্দীপকে উন্নিখিত বিপ্লবের ফলে সমাজকর্ম পেশার পরিবর্তন কেমন হয়েছে? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

৩

ঘ. উদ্দীপকে উন্নিখিত বিপ্লবের ফলে পারিবারিক পরিবর্তন কেমন হয়েছে? তোমার মতামত প্রকাশ কর।

৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিল্প বিপ্লবের শুরু অস্তিদশ শতকে।

খ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দরিদ্রদের সঠিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রণীত হয়।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো সেই সব দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তি তালিকাভূত হতে পারবে না, তাদের পরিবার ও আঞ্চলিক জনগনে দায়িত্ব নিতে বাধা। এ আইনে দরিদ্রদের সকল দরিদ্র, অক্ষম দরিদ্র ও নির্ভরশীল শিশু এ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়।

গ উদ্দীপকে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবকে নির্দেশ করা হয়েছে। যার ফলে সমাজকর্ম পেশার আবির্ভাব ও বিকাশ লাভ করে।

শিল্প বিপ্লব মানবসম্ভ্যতায় এক আকস্মিক ও ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। এ পরিবর্তন মানুষকে বন্ধুগত ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দিলেও সমাজজীবনে বহুমুখী জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এ সকল সমস্যার সমাধানে বাস্তবসম্ভাব ও বিজ্ঞান ভিত্তিক পদক্ষেপ প্রাহ্লাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়। বিজ্ঞান ভিত্তিক ও বাস্তবসম্ভাব এ সেবা কার্যক্রম থেকেই জন্ম হয় আধুনিক পেশাদার সমাজকর্মের।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একসময় কুটির শিল্পে উৎপাদিত পোশাক বাংলাদেশে পোশাকের চাহিদা পূরণ করত। কিন্তু একটি বিপ্লবের ফলে বৃহৎ কলকারখানা স্থাপিত হয়। নগরমুখী মানুষের চল পারিবারিক কলহ ও অস্থিরতা বৃন্দি করে এবং পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে। এটি শিল্পবিপ্লব এবং এর ফলে সৃষ্টি বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্ম পেশার উত্তব ও বিকাশ ঘটে। শিল্প বিপ্লবের ফলে উচ্চত বহুমুখী ও জটিল সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে সমাজকর্মীরা উপলব্ধি করেন যে সমস্যা তিনি পর্যায়ে প্রভাব

বিস্তার করে। যথা ব্যক্তিগত পর্যায়ে, দলীয় পর্যায়ে এবং সমষ্টি পর্যায়ে। বাস্তবমূখী ও স্থায়ী সমাধানের জন্য এ তিনটি পর্যায়েই সমস্যা মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। এর প্রেক্ষিতে সমাজকর্মের তিনটি মৌলিক পদ্ধতি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম উভাবিত হয়। আবার এ সকল মৌলিক পদ্ধতিসমূহকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করার জন্য আরো তিনটি সহায়ক পদ্ধতি উভাবন করা হয়। এগুলো হলো— সামাজিক প্রশাসন, সামাজিক গবেষণা এবং সামাজিক কার্যক্রম। শিল্প বিপ্লবের ফলে পেশাদার সমাজকর্মের আর্দ্ধাবাব ঘটে। এর জন্য প্রয়োজন হয় আধুনিক সমাজকর্ম শিক্ষার। সমাজকর্ম পেশার জন্য এই শিক্ষা উন্নিখণ্ড শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শুরু হয়। তাই বলা যায়, সমাজকর্ম পেশার ইতিহাসে শিল্প বিপ্লব একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

ঘ উদ্দীপকে উন্নিখিত শিল্পবিপ্লব পারিবারিক ক্ষেত্রে গঠন ও কার্যাবলিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে।

শিল্পবিপ্লবের সুদূরপ্রসারী ও নীর্ধমেয়াদি প্রভাব মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং চিন্তাধারার জগতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। পারিবারিক জীবন ও শিল্প বিপ্লবের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, এ বিপ্লবের প্রভাবে শিল্পায়ন দ্রুত হয়। এতে শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। কর্মসংস্থানের আশায় শ্রমজীবী মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে বা শিল্পাঞ্চলে গমন করে। উদ্দীপকে বাংলাদেশের গামেন্টস শিল্পের ব্যাপক বিস্তারের ফলে এখানে কর্মরত শ্রমিকদের ব্যস্ততা ও কাজের চাপ পারিবারিক কলহ ও অস্থিরতা এবং বন্ধন ভাঙ্গতে শুরু করেছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন শিল্পবিপ্লবেই নেতৃত্বাচক প্রভাব। বাসস্থানের স্বল্পতা, স্বল্প মজুরি এবং নির্দিষ্ট আয় ইত্যাদি কারণে পরিবারের সব সদস্যদের নিয়ে শহরে বসবাস করা সম্ভব হয় না। ফলে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার সৃষ্টি হয়। একক পরিবারে বৃন্দ, অক্ষম, শিশুদের নিরাপত্তাধীনতা দেখা দেয়। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে পরিবারের ভূমিকা ও কার্যাবলির পরিবর্তন হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একক পরিবারে স্বামী-স্ত্রী, উভয়েই উপর্যুক্ত সদস্য হওয়ায় তাদের মধ্যে ক্ষমতা, ভূমিকা ও ধর্মাদার স্বল্প দেখা দেয়। এর ফলে দাম্পত্য কলহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ দেখা দেয়। এসকল কারণে পরিবারের শাস্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। পারিবারিক বিশৃঙ্খলার কারণে সন্তানরা নিরাপত্তাধীনতায় ভোগে। তাদের সুস্থ সামাজিকীকৰণ ব্যাহত হয়। এছাড়াও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য বিশেষ করে প্রবীণ, এতিম, বিধবা, বেকার, প্রতিবন্ধী ও অক্ষম ব্যক্তিদের জীবনধারণ চরম ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শিল্প বিপ্লব পরিবারের গঠন কাঠামোতে পরিবর্তন এনেছে। পারিবারিক ভূমিকা ও কার্যাবলিতে এর নেতৃত্বাচক প্রভাব স্বাভাবিক জীবন প্রণালিকে বাধাগ্রস্ত করছে।

প্রশ্ন ▶ ২০ ফজল তার বাবা-মা, ভাই-বোন নিয়ে কুমিরায় বসবাস করে। সম্প্রতি তাকে কুড়িগ্রাম বদলি করা হয়। ফলে তিনি তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে কুড়িগ্রামে চলে যান। তার বাবা-মা কুমিরায় বাসায় নিরাপত্তাধীনভাবে বসবাস করেন। /শহু মগন্তুর কলেজ, গজুলাহার্ব/ প্রশ্ন নং ৩/

ক. নগরায়ণ কী?

১

খ. শিল্পবিপ্লবের ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। -ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকে শিল্পবিপ্লবের কোন নেতৃত্বাচক দিকের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

৩

-ঘ. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান কীভাবে প্রয়োগ করা যায়? বিশ্লেষণ কর।

৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নগরায়ণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক পেশা বা জীবনব্যবস্থা হতে মানুষ অকৃষিভিত্তিক পেশা বা জীবন পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত হয়।

৩ শিল্পবিপ্লবের ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নয়ন সাধিত হওয়ায় মানুষের মৃত্যুহার হ্রাস হয়েছে।

শিল্পবিপ্লবের পরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। বিশেষ করে সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতির স্থান দখল করে নেয় আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি। বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগের টীকা আবিষ্কৃত হয় এবং অঙ্গেপচার ও ঔষধশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এছাড়া স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মানুষের সচেতনতাও বৃদ্ধি পায়। এসব কারণে শিল্প-বিপ্লবোত্তর সময়ে মানুষের মৃত্যুহার হ্রাস পায়।

৪ উদ্দীপকে সামাজিক ক্ষেত্রে শিল্পবিপ্লবের নেতৃত্বাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজজীবনে যে প্রভৃতি উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, তার সাথে নানা অবাস্থিত ও অস্থিতিকর অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে গিয়ে সামাজিক দূরত্বের সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি সমাজজীবনে নানা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দীপকে একটি যৌথ পরিবারের ভাঙনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ফজল বাবা-মা, ডাই-বোন নিয়ে কুমিল্লায় বসবাস করতেন। কিন্তু বর্তমানে চাকরির কারণে তিনি স্বী-স্বাতন্ত্র্যের নিয়ে কুড়িগ্রামে বাস করছেন। ফলস্বরূপ বর্তমানে তার বাবা-মা কুমিল্লার বাসায় নিরাপত্তাইনভাবে বসবাস করছেন। এ ধরনের ঘটনা বর্তমানে সারাবিশ্বেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শিল্পবিপ্লব প্রবর্তী সময় থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত এ ধরনের পরিবর্তন সৃষ্টি হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও উন্নত জীবনের আকর্ষণে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহর ও শিল্পাঞ্চলে গমন করছে। এর ফলে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আঞ্চলিক সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। ফলে যৌথ পরিবারের বৃদ্ধি, অক্ষম, বিধবা ও এতিমদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং তারা নিরাপত্তাইনভায় ভুগছেন। উদ্দীপকের ঘটনাটিই তার বাস্তব প্রমাণ।

৫ উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে পেশাগত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করা যায়।

শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্টি নানা ধরনের জাতিল সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার প্রয়োজনেই পেশাদার সমাজকর্মের উত্তৃব হয়। পেশাদার সমাজকর্মীরা সমাজকর্মের জ্ঞান ও পদ্ধতিসমূহ কাজে লাগিয়ে নানা সমস্যা সমাধান করেন। উদ্দীপকে নির্দেশিত শিল্পবিপ্লবের নেতৃত্বাচক সামাজিক প্রভাব থেকে সৃষ্টি সমস্যা সমাধানেও তাই সমাজকর্মের বিকল্প নেই।

উদ্দীপকে ফজলের বাবা-মা এক ধরনের নিরাপত্তাইনভায় বসবাস করছেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে পেশাদার সমাজকর্ম বিশ্বাস করে যে, ব্যক্তি নিজের সমস্যা নিজেই সমাধানের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম পেশায় নিয়োজিত সমাজকর্মীগণ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। শিল্পবিপ্লব প্রবর্তী সময়ে প্রযুক্তির বিকাশ এবং নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে পরিবার কাঠামোর পরিবর্তন, পারিবারিক দূরত্ব বৃদ্ধি, পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের নিরাপত্তাইনতা ও সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে উঠে। আর এ প্রেক্ষিতেই পেশাদার সমাজকর্মের উত্তৃব ও বিকাশ হয়েছে। তাই এ সকল সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ পদ্ধতি বলা যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, পেশাদার সমাজকর্মের তত্ত্ব ও পদ্ধতির সমন্বয়ে উদ্দীপকে নির্দেশিত সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব।

প্রয় ২১ রহিম শেখ একজন পেশাদার ভিক্ষুক। বয়স তার ৫৫। সে ঢাকা শহরের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়ায়। সে নিজেই শুধু ভিক্ষা করে না পাশাপাশি সে ভিক্ষুকদের একটি দলও ঢালায়। তার এ দলে অন্ধ, পজুর মত অক্ষম ভিক্ষুক যেমন আছে, তেমন আছে সুস্থ সবল ভিক্ষুকও। এছাড়াও পিতৃমাতৃহীন অসহায় ছেলে মেয়েরাও তার দলে ভিক্ষা করে।

/কান্দিরাবাদ ক্যাটলাইট শ্যাম্পার কলেজ, নাটোর/ এপ্র নং ৩/

ক. কত সলে ইংল্যান্ডে দান সংগঠন সমিতি (COS) গড়ে উঠেছিল? ১

খ. দরিদ্র আইন বলতে কি বোঝা? ২

গ. উদ্দীপকের রহিম শেখের ভিক্ষুক দলটি ইংল্যান্ডের দরিদ্র দূরীকরণের কোন আইনের প্রতি ইঙ্গিত করে? উক্ত আইনের বৈশিষ্ট্যসহ আইনের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজকর্ম পেশার ক্ষেত্রে উক্ত আইনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৬৯ সালে ইংল্যান্ডে দান সংগঠন সমিতি (COS) গড়ে উঠেছিল।

খ মূলত দরিদ্র দূরীকরণ ও ভিক্ষাবৃত্তি মোকাবিলায় চর্তুদশ শতাব্দী থেকে বিশেষ শতাব্দী পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতে সরকার কর্তৃক যে সব আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয় সেগুলোকেই দরিদ্র আইন বলা হয়।

দরিদ্র আইন একটি সামগ্রিক ও সাধারণ পরিভাষা। দরিদ্র আইনের ভিত্তিভূমি হিসেবে ইংল্যান্ডকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। দরিদ্র আইনগুলোর মধ্যে রাজা অষ্টম হেনরি প্রণীত দরিদ্র আইন-১৩৪৯, এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন-১৬০১, শ্রমিক আইন, দরিদ্র আইন সংস্কার ১৮৩৪ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ উদ্দীপকের রহিম শেখের ভিক্ষুক দলটি ইংল্যান্ডের ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনকে ইঙ্গিত করে, যা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

প্রাক-শিল্প যুগে ইংল্যান্ড বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জড়িয়ে ছিল। ঘোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এসব সমস্যা মোকাবিলায় গৃহীত সরকারি কার্যক্রমের বেশির ভাগ ছিল শাস্তি ও দমনমূলক। তাই দরিদ্র দূরীকরণ এবং দরিদ্রদের সঠিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রণয়ন করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রহিম শেখ একজন পেশাদার ভিক্ষুক, যিনি নিজে ভিক্ষা করেন এবং অক্ষম ও সক্ষম ভিক্ষুকদের দল পরিচালনা করে। এছাড়া তার দলে পরিত্যক্ত শিশুরাও রয়েছে। এ অবস্থা মোকাবিলায় ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি কার্যকরী হবে। কারণ উক্ত আইনে প্রকৃত ভিক্ষুকদের চিহ্নিত করে তাদের সাহায্যদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। পাশাপাশি কর্মকর্ম ভিক্ষুকদের সংশোধনাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। এ আইনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডের ইতিহাসে দরিদ্র ও ভবঘূরেদের দায়িত্ব সরকারিভাবে গ্রহণ করা হয়। ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে দরিদ্রদের তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা— সক্ষম দরিদ্র, অক্ষম দরিদ্র ও নির্ভরশীল শিশু। শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী তাদের কাজ ও সাহায্য দেওয়া হয়। পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম ব্যক্তিদের দায়িত্ব ও কর্তৃব্য পালনের বিধান, এ আইনে রাখা হয়। এ আইন অনুযায়ী দরিদ্রদের আর্থীয়-স্বজনরা তাদের সাহায্য করবে। দরিদ্রদের সচেল কোনো আর্থীয়-স্বজন না থাকলে তাদের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করতো। সক্ষম দরিদ্রদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা হতো। এ আইনে ভিক্ষাবৃত্তি মনোভাব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। এ আইনের অধীনে দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন করারোপের ব্যবস্থা করা হয়।

ঘ সমাজকর্ম পেশায় উদ্দীপকের ঘটনায় নির্দেশিত আইন বা ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইন দরিদ্র জনগণের তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক ও বাসস্থানজনিত সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এ আইনের অধীনে সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দরিদ্রদের সাহায্য ও পুনর্বাসনে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ে অসহায় ও ভবঘূরে ব্যক্তিদের সাহায্যদানে সরকারিভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়, যাতে স্থানীয় লোকেরাও দরিদ্রদের সেবায় এগিয়ে আসতে পারে। তাণ সহায়তা, পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থা এবং দরিদ্র কর আরোপের মাধ্যমে এ আইনে দরিদ্রদের উন্নত জীবনযাপন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিশেষ করে বেকার, শিশু ও অক্ষম দরিদ্রদের জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে এ আইনে দরিদ্রদের সাহায্য ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ফসল হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইনকে বর্তমান বিশ্বের আধুনিক ও পেশাদার সমাজকর্মের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পাশাপাশি আধুনিক সমাজকর্মের পেশাগত মান অর্জনে এ দরিদ্র আইনের জ্ঞান বিশেষভাবে সহায়তা করে। দরিদ্রদের জন্য গৃহীত কর্মসূচিগুলো পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে অনুশীলন করা হয় এবং এই সেবা পেশাগত আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে, যা বিশ্বজুড়ে বিচ্ছিন্ন ও দরিদ্র শ্রেণির কল্যাণে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক সমাজকর্ম পেশার উৎপত্তি, বিকাশ ও জনপ্রিয়তা লাভে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের ধারাগুলো বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

প্রশ্ন ▶ ২২ ২য় বিশ্বযুদ্ধে 'ক' নামক রাষ্ট্রে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দেয়। সে সমস্যাগুলো দূর করার জন্য রাষ্ট্রটি প্রফেসর আনু মোহাম্মদ নামে একজন অর্থনৈতিকদের নেতৃত্বে সামাজিক বীমা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির একটি আন্তঃ বিভাগীয় কমিটি গঠন করে। কমিটি প্রায় ২ বছর পর যে রিপোর্ট দেয় সেখানে বিছু সুপারিশ উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রটি বেশ কিছু সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন প্রণয়ন করে এবং অন্যান্য রাষ্ট্র তাদের দেশে এরূপ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উক্ত রিপোর্টকে আদর্শ বা মডেল হিসেবে মনে করে। /কাসিনোবাদ জ্যানসিসেট স্যাপ্ট কলেজ, নাটোর/ প্রশ্ন নং ২/

ক. CSWE কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১

খ. শিল্প বিপ্লব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রে যে রিপোর্টের কথা বলা হয়েছে তার সাথে তোমার পাঠ্য পুস্তকের যে বিষয়টির মিল রয়েছে তা সুপারিশসহ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত রিপোর্ট অন্যান্য দেশের জন্য আদর্শ বা মডেল-কথাটি ব্যাখ্যা কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CSWE ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ যেসব প্রচেষ্টা ও পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে শিল্প যুগের সূচনা হয় তাদের সমষ্টিই হলো শিল্পবিপ্লব।

শিল্পবিপ্লব শব্দটি 'শিল্প' ও 'বিপ্লব' এ দুটি শব্দের সমন্বিত রূপ। যার সমন্বিত অর্থ শিল্প সত্ত্বাত্মক বিপ্লব। এর সূচনা হয় ইংল্যান্ডে এবং পরে তা অতি দ্রুত পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এক কথায় বলা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ড ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় যে মুগাক্তকারী পরিবর্তন আসে, তার প্রভাবে একটি নতুন যুগের সূচনা হয় ঐতিহাসিকগণ একে 'শিল্পবিপ্লব' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

গ উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রে বিভারিজ রিপোর্ট এর কথা বলা হয়েছে।

বিভারিজ রিপোর্ট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন সত্ত্বাত্মক একটি প্রতিবেদন। যা শুধু ইংল্যান্ডের জন্য নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ মডেল হিসেবে বিবেচিত। একের পর এক দরিদ্র আইনগুলো বার্তাতায় পর্যবেক্ষণ হওয়ায় এবং বিভারিজ বিশ্বযুদ্ধের তাঙ্গবলীলায় ইংল্যান্ডের জনজীবন হথন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ঠিক সে সময়ে সময় উপযোগী এ রিপোর্ট পেশ করেন স্যার উইলিয়াম বিভারিজ। বিভারিজ রিপোর্ট এর সুপারিশগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অভিযন্তা সামগ্রিক ও পর্যাপ্ত সামাজিক বীমা কর্মসূচি প্রবর্তন; সামাজিক বীমার আওতাবহিন্তু জনগণের জন্য জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করা হিল অন্যতম, সেই সাথে প্রথম শিল্পুর পর অন্য শিল্পদের জন্য সাম্প্রতিক শিল্পু ভাতার ব্যবস্থা করা; সর্বস্তরের জনগণের স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচির মাধ্যমে পূর্ণতম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় ব্যাপক বেকারত রোধকর্ত্ত্বে সরকারি কর্মসূচি গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়।

মূলত ১৯৪৫ সালে হতে বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশমালাগুলো গৃহীত হয়।

ঘ উদ্দীপকে 'ক' দেশকে কল্যাণ রাষ্ট্রের মর্যাদা প্রদানে যে রিপোর্ট অবদান রাখে তা হলো বিভারিজ রিপোর্ট।

বিভারিজ রিপোর্ট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সত্ত্বাত্মক একটি প্রতিবেদন। একের পর এক দরিদ্র আইনগুলো ব্যর্থতায় পর্যবেক্ষণ হওয়ায় এবং পরবর্তীতে ছিটায় বিশ্বযুদ্ধের তাঙ্গবলীলায় ইংল্যান্ডের জনজীবন হথন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত তখন সময় উপযোগী এ রিপোর্ট পেশ করেন স্যার উইলিয়াম বিভারিজ।

বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশমালার মধ্যে অন্যতম ছিল সামাজিক বিমা প্রবর্তন করে এর বহির্ভূত জনগণের জন্য জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে সরকারি কর্মসূচি গ্রহণ করা। সাম্প্রতিক শিল্পুভাতাসহ বেকারত রোধকর্ত্ত্বে সরকারি কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এ সুপারিশগুলোর আলোকে পড়ে ওঠে বিভিন্ন আইন তথা নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি। যেমন:

ক. পারিবারিক ভাতা চালু হয় ১৯৪৫ সালে। প্রতিটি শিল্পকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে প্রত্যেক পরিবারের দুই বা ততোধিক সন্তান যাদের বয়স ১৬-এর কম তাদের জন্য নির্দিষ্ট হাবে ভাতার ব্যবস্থা করা হয়।

খ. সামাজিক বিমা ১৯৪৬ সালে প্রণীত হয়। স্বাস্থ্য বিমা, বেকারত বিমা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয় এর মাধ্যমে।

গ. সরকারি স্বাস্থ্য ১৯৪৮ সালে প্রণীত হয়। অর্থনৈতিকভাবে যারা দুর্বল তাদের সাহায্য প্রদানসহ সরকারি সাহায্যব্যবস্থা সমাজকর্ম পেশার বিকাশকে উৎসাহিত করে।

ঘ. ১৯৪৬ সালে শিল্প দুষ্টিনা বিমা গ্রহণ করা হয়। এ বিমার আওতায় কোনো শ্রমিক আহত হলে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করা হতো। মূলত বিভারিজ রিপোর্টেই সর্বপ্রথম সর্বশ্রেণির জনগণের জন্য সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মূল কাঠামো গঠন করা হয়। ফলে ইংল্যান্ড কল্যাণমূখী রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ জনাব জব্বার বাংলাদেশ সমাজকর্ম সমিতির সভাপতি। তিনি NASW নামের একটি আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্য। তিনি একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আন্তর্জাতিক সমিতির সভাবেশে যোগদানের জন্য নিউইয়র্ক যান। /নিউজপ্রেস সরকারি মহিলা কলেজ/ প্রশ্ন নং ২/

ক. COS কী? ১

খ. COS -এর ২টি নীতিমালা লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব জব্বার যে আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্য এর পরিচিত ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, সমাজকর্ম পেশার বিকাশে উক্ত আন্তর্জাতিক সমিতির ভূমিকা অপরিসীম? মতামত দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক COS হচ্ছে Charity Organization society বা দান সংগঠন সমিতি।

খ বিভিন্ন ও অসংগঠিত সমাজকল্যান বা সেবামূলক কার্যক্রমকে সুস্থিতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে COS গঠিত হয়।

COS এর দুইটি নীতিমালা হলো—

১. স্থানীয় দান সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করে এগুলোর মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করা।

২. কেন্দ্রীয়ভাবে দরিদ্রদের গোপন তালিকা প্রস্তুত করা।

ঘ উদ্দীপকে জনাব জব্বার NASW নামক আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমাজকর্ম পেশার মানোন্নয়নে NASW গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজকর্ম পেশার পেশাগত সংগঠন হিসেবে ১৯৫৫ সালের ১ অক্টোবর 'National Association of

Social Workers'- NASW গঠিত হয়। মূলত আমেরিকার ৭টি পেশাগত সংগঠনের সমন্বয়ে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাজকর্মীদের পেশাগত শানোন্নয়ন, সমাজকর্ম অনুশীলনের আদর্শিক মান বজায় রাখা, বাস্তব উপযোগী নীতি প্রণয়ন ও বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে পেশাদারিত অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে NASW। এছাড়া সমাজকর্ম অনুশীলনে সাধারণ ও বিশেষায়িত নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারণেও NASW এর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এই সমিতি পেশাগত সম্মেলন এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজকর্ম পেশার মানোন্নয়নে তৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রতি তিনি বছর পর পর NASW এর প্রতিনিধি সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে সমিতির নীতিমালা ও বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত হয়।

উদ্দীপকের জনাব জব্বার বাংলাদেশ সমাজকর্ম সমিতির সভাপতি। তিনি সমাজকর্মের আন্তর্জাতিক সংস্থা NASW-এর সদস্য। তিনি এ সমিতির সমাবেশে যাওয়ার জন্য নিউইয়র্ক যান। তাই বলা যায়, জনাব জব্বার NASW-এর সদস্য।

■ যাঁ আমি মনে করি সমাজকর্ম পেশার বিকাশে NASW-এর ভূমিকা অপরিসীম।

যেকোনো পেশায় পেশাগত সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক। একারণে সমাজকর্ম পেশার পেশাগত সংগঠন হিসেবে NASW প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত সমাজকর্মকে পেশা হিসেবে গড়ে তোলাই এ প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য। উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব জব্বার সাহেবের আন্তর্জাতিক NASW সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটি সমাজকর্মকে পেশার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্মেই গঠিত হয়েছে।

সমাজকর্মীদের যোগ্যতা নির্ধারণ করে এ সংগঠনটি সমাজকর্মীদের পেশাগত দিক বিবেচনায় সমাজকর্ম পেশার নৈতিক মানদণ্ড ও ব্যবহারিক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। যার ওপর ভিত্তি করে সমাজকর্ম বর্তমানে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া সমাজকর্ম গবেষণার মাধ্যমে এ পেশাকে একটি সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ সংগঠনের মাধ্যমে পেশাদার সমাজকর্মীদের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদান করা হয়। সেই সাথে সমাজকর্ম সেবা সংক্লিষ্ট প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতি বিশেষত কর্মীদের বেতন-ভাতা ও কর্ম পরিবেশ উন্নতকরণে এ সংগঠন অঙ্গীকৃত ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি সমাজকর্ম শিক্ষা ও পেশাকে গ্রহণযোগ্য ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে এ সংগঠন নিয়মিতভাবে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছে। এ সকল গ্রন্থ সমাজকর্ম শিক্ষাকে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, NASW প্রতিষ্ঠিত না হলে হয়তো উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে পেশা হিসেবে সমাজকর্ম এত মুক্ত আবশ্যিক করতে পারতো না। তাই NASW-কে আধুনিক পেশাদার সমাজকর্মের 'Platform' হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

► ২৪ আমজাদ আলী একজন অবস্থাপন্ন কৃষক। তার ছেলে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত এবং শহরে একজন নামকরা শিল্পপতি। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে সারাক্ষণ ব্যন্ত। আমজাদ আলীর পুত্রবধু ও নাতি-নাতনিরা দেশের বাইরে অবস্থান করেন। শিল্পপতি সন্তানের সাথে আমজাদ আলীর কালে ভদ্র সাক্ষাৎ ঘটে।

ক. NASW গঠিত হয় কত সালে? ১

খ. COS-এর উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আমজাদ আলীর সন্তানের উন্নতিতে শিল্প বিপ্লব কীভাবে সাহায্য করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'শিল্প বিপ্লব অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়' — উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটে মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

■ NASW গঠিত হয় ১৯৫৫ সালের ১ অক্টোবর।

■ বিজ্ঞান ও অসংগঠিত সমাজসেবা কার্যক্রমকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে COS গঠিত হয়।

COS গঠনের কতিপয় উদ্দেশ্য বিদ্যমান। এগুলো হলো- দরিদ্রদের কার্যকর সহায়তা দেওয়া সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনগুলোর কাজে সহিত পরিহার করা, বিভিন্ন জাতি সংগঠনের মধ্যে অধীনে প্রতিযোগিতা বন্ধ করা, সম্পদের অপচয় রোধ করা, বিভিন্ন রকম জাতি কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি রোধ করা প্রভৃতি।

■ আমজাদ আলীর সন্তানের উন্নতিতে অর্ধাংশ শিল্পপতি হওয়ার পেছনে শিল্পবিপ্লবের আমূল পরিবর্তনের প্রভাব সাহায্য করেছে।

যেসব প্রচেষ্টা ও পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে শিল্প যুগের সূচনা হয় তাদের সমষ্টিকেই শিল্পবিপ্লব বলা হয়। এ বিপ্লবের ফলে কার্যক শ্রমনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন পদ্ধতির প্রচলন ঘটে। ফলে বিষ্঵ব্যাপী গড়ে ওঠে শিল্প কারখানা, শিক্ষা ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হয়। যোগাযোগ বিজ্ঞান প্রযুক্তিসহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কৃষক আমজাদ আলীর ছেলে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হন এবং একজন শিল্পপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে তার সারাক্ষণ ব্যন্ত। ১৯৮০ সালের পূর্বে অর্ধাংশ শিল্পবিপ্লবের পূর্বে হস্ত ও কার্যক নির্ভর উৎপাদন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায়, এমন কৃষি নির্ভরতা অধিক ছিল। মানুষ সহজে পেশা পরিবর্তন করতে পারত না। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে উৎপাদন ব্যবস্থায় যান্ত্রিকতার ব্যাপক ব্যবহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে। জন্ম হয়েছে পুরুষবাদের। আবার, সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যাপক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্দীপকের আমজাদ আলীর ছেলের শিল্পপতি হওয়ার পেছনে মূলত শিল্পবিপ্লবের ফলে যত্নের ব্যবহার বৃদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে বিকাশ সেটিই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

■ উদ্দীপকে শিল্পবিপ্লবের সামাজিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বাচক প্রভাবকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়।

শিল্পবিপ্লবের ফলে শিল্পযুগের সূচনা হয়। এ বিপ্লব সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মনন্ত্বাত্মিক প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও নেতৃত্বাচক প্রভাব বিস্তার করে। শিল্প বিপ্লব ভৌগোলিক দূরত্বকে হ্রাস করলেও সামাজিক দূরত্বকে বৃদ্ধি করেছে। সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক বিজ্ঞানতা, যা শিল্পাঞ্চলের লোকদের অধীনে জীবনযাপনে বাধ্য করেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ ও সাধলীল হওয়ায় মানুষ উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় উন্নত দেশগুলোর দিকে ঝুঁকেছে।

উদ্দীপকে আমজাদ আলীর ছেলে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিল্পপতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমজাদ আলী গ্রামে বসবাস করেন। ছেলে শহরে এবং পুত্রবধু ও নাতি-নাতনিরা বিদেশে অবস্থান করে। এ ধরনের পারিবারিক বিজ্ঞানতা শিল্পবিপ্লবেই কুফল। শিল্পাঞ্চল ও নগরায়নের প্রভাবে মানুষ নগরে ছুটে আসে কর্মসংস্থান ও উন্নত জীবনের আশায়। ফলে গ্রামে যে যৌথ পরিবার ছিল, এ বিজ্ঞানতা তা একক পরিবারে পরিণত করে। একক পরিবার ব্যবস্থার কারণে যৌথ পরিবারের বৃদ্ধি, বুন্দ ও নির্ভরশীল সদস্যরা নিরাপত্তায়ন তোলে। সন্তানের সঠিক সামাজিকীকরণ সম্ভব হয় না। এভাবে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা অপরাধ, কিশোর অপরাধ, মাদকাস্তি, ইত্যাদি জীবনের প্রভৃতি বিকশিত হয়। উদ্দীপকের আমজাদ আলীর সাথে ছেলের কালে-ভাদ্রে, সাক্ষাৎ হওয়া পারিবারিক বন্ধনের বিচ্যুতিকে নির্দেশ করে।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সামাজিক ও পারিবারিক বিজ্ঞানতা, কলহ ও দূরত্ব তৈরি করেছে তা সমাজজীবনের জন্য অভিশাপ।

প্রশ্ন ▶ ২৫ টুমচর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তার এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করেছেন। এজন্য তিনি অক্ষম ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। আর অসহায় এতিম শিশুদের জন্য এতিমখানা ও বিভিন্ন স্বচ্ছ পরিবারে প্রেরণ করেন। এভাবে তিনি ইউনিয়নকে দারিদ্র্যমুক্ত করার প্রয়াস চালান।

/দলীপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৩/

- ক. দারিদ্র্য শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. শিল্পবিপ্লব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে চেয়ারম্যানের কার্যক্রম তোমার পঠিত কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? বিষয়টি উপস্থাপন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে চেয়ারম্যানের কার্যক্রমের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়টি ত্রুটিমুক্ত নয়-বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দারিদ্র্য শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ— Poverty.

খ. যেসব প্রচেষ্টা ও পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে শিল্প যুগের সূচনা হয় তাদের সমন্বিত হলো শিল্পবিপ্লব।

শিল্পবিপ্লব শব্দটি ‘শিল্প’ ও ‘বিপ্লব’ এ দুটি শব্দের সমন্বিত রূপ। যার সমন্বিত অর্থ শিল্প সংক্রান্ত বিপ্লব। এর সূচনা হয় ইংল্যান্ডে এবং পরে তা অতি দ্রুত পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এক কথায় বলা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ড ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় যে মুগান্তকারী পরিবর্তন আসে, তার প্রভাবে একটি নতুন যুগের সূচনা হয় এতিহাসিকগণ একে ‘শিল্পবিপ্লব’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

গ. উদ্দীপকে চেয়ারম্যান সাহেবের পদক্ষেপটি ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইন দরিদ্র জনগণের তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক ও আবাসন বাসস্থানজনিত সমস্যা সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এই আইনে দরিদ্র ব্যক্তিদের সংক্ষম দরিদ্র, অক্ষম দরিদ্র ও নির্ভরশীল বালক-বালিকা এ তিনটি প্রেক্ষিতে ভাগ করে সাহায্যদানের চেষ্টা করা হয়। সবল ও কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের শ্রমাগারে অথবা সংশোধনাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। এই আইনানুসারে কাজ করতে অনিচ্ছুকদের কারাগারে পাঠিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করা হতো। তাছাড়া যারা অক্ষম দরিদ্র অর্থাৎ বৃন্দ, শিশু ও অসুস্থ, তাদের কোনো গৃহে রেখে কম খরচে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হতো। তাদের চাহিদানুযায়ী খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি বাহ্যিক সাহায্যের মাধ্যমে দেয়া হতো। এছাড়া প্যারিশে শুধু সেসব দরিদ্রের সাহায্য দেয়া হতো, যারা প্যারিশের বাসিন্দা অথবা কমপক্ষে তিন বছর ধরে সংঘর্ষে প্যারিশে বসবাস করছে। আবার নির্ভরশীল বালক-বালিকাদের ভরণপোষণের জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে চেয়ারম্যান সাহেব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করেন এবং ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন করেন। শিশুদের এতিমখানা ও স্বচ্ছ পরিবারে প্রেরণ করেন। এই কাজগুলো ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনেও দৃশ্যমান। সুতরাং তার এই পদক্ষেপ ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. উদ্দীপকে চেয়ারম্যানের কার্যক্রম ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা ত্রুটিমুক্ত ছিল না।

১৩৪৯ সালে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড প্রণীত ইংল্যান্ডের প্রথম দরিদ্র আইন থেকে ১৫৭১ সাল পর্যন্ত প্রণীত আইনগুলো বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে ১৬০১ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে একটি নতুন আইন পাস হয়। এটি ‘এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন’ ১৬০১ নামে পরিচিত। এই আইনে দরিদ্রদের শ্রেণিবিভাগের মাধ্যমে সাহায্যদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সরকার যেমন অক্ষম ও অসহায়দের দায়িত্ব গ্রহণ করে তেমনি বেকার, শিশু ও সংক্ষমদের জীবিকা লাভের ব্যবস্থা করে। ভিক্ষুকের হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করে।

উদ্দীপকের টুমচর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানও ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের মতোই এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করেছেন এবং অক্ষম ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। আর অসহায় এতিম শিশুদের জন্য এতিমখানা ও বিভিন্ন স্বচ্ছ পরিবারে প্রেরণ করেন। তবে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন উপরোক্তিত কল্যাণের পাশাপাশি বিভিন্ন অকল্যাণও বয়ে আনে। এ আইনের প্রয়োগে দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়। ফলে অতিরিক্ত দরিদ্র জনগণের মধ্যে ভাসতুষ্টি, আংশিক ও বাহ্যিক সাহায্যদানের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সমস্যা প্রবল হয়। এ আইন ইংল্যান্ডের সমাজজীবনে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সূচি করে। পরবর্তীতে এ সকল সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যেই এ আইনকে সংস্কার করে তৈরি করা হয় ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি দরিদ্রদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, যা এ আইনের ত্রুটির ফল।

প্রশ্ন ▶ ২৬ চিকিৎসকদের এক সময় পেশাগত সংগঠন ছিল না। এ কারণে তারা বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়তো। তারা পেশাগত সংগঠন গড়ে তোলার জন্য তাগিদ অনুভব করেন এবং সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠনের সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা রয়েছে। নির্ধারিত যোগ্যতা অনুযায়ী তা ব্যাপক ভূমিকা রাখতে বলে এ পেশার কর্মীরা সামাজিকভাবে স্বীকৃত।

/দলীপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১০/

- ক. COS এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. COS গড়ে ওঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত গড়ে তোলা সংগঠনের সাথে তোমার পঠিত কোন সংগঠনের উদ্দেশ্যগত মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পেশার মানোন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক স্বীকৃতির দিক দিয়ে তোমার পঠিত সংগঠনটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংগঠনটির মতো তুমি কি এ বক্তব্যকে স্বীকার কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. COS-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Charity Organization Society বা দান সংগঠন সমিতি।

খ. COS গড়ে ওঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য দূরীকরণ বা দরিদ্রদের সেবা প্রদান করা।

যোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে দারিদ্র্যের মাত্রা এত অসহনীয় পর্যায়ে পৌছে যে, সরকার আইন করেও এ সমস্যার সমাধান করতে পারছিল না। এ প্রেক্ষিতে কতিপয় সমাজকর্মী মনে করেন সরকারি সাহায্য নয়, বরং দরিদ্রদের সংক্ষম করে গড়ে তোলার মাধ্যমেই এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এ মনোভাব থেকে COS গড়ে তোলা হয়। এটি দরিদ্রদের আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুসন্ধান করে দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্য নেয়।

ঘ. অনুচ্ছেদে চিকিৎসকদের গড়ে তোলা সংগঠনটির সাথে NASW বা জাতীয় সমাজকর্মী সমিতির উদ্দেশ্যগত মিল রয়েছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি সমাজকর্মীদের স্বীকৃত প্রশংসন ও পেশার মান উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। উদ্দীপকে বর্ণিত চিকিৎসকদের গড়ে তোলা সংগঠনের ন্যায় জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি সমাজকর্ম পেশার মান উন্নয়নে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালায়। এ সমিতি সমাজকর্ম কর্মসূচি পরিচালনার জন্য প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিবেশগার উন্নয়ন, ব্যবহারিক উন্নয়ন, সমাজকর্ম শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রভৃতি উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে থাকে।

এছাড়া সমাজকর্ম পেশার নিয়োগ দান, বেতন ও কর্ম পরিবেশের উন্নয়ন, সমাজকর্ম সম্পর্কে প্রচারণা, সমাজকর্মের নৈতিক মানদণ্ডের উন্নয়ন, সমাজকর্মীদের যোগ্যতা যাচাই প্রভৃতি কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকের চিকিৎসকদের সংগঠনটিও জাতীয় সমাজকর্মী সমিতির ন্যায় পেশাগত দায়িত্ব পালন, পেশার যোগ্যতা অর্জন, পেশার মান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন প্রভৃতি উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সংগঠনটির উদ্দেশ্যের সাথে জাতীয় সমাজকর্মী সমিতির উদ্দেশ্যগত মিল রয়েছে।

বি পেশার মান উন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক স্বীকৃতির দিক দিয়ে জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) চিকিৎসকদের গড়ে তোলা সংগঠনটির মতো— কথাটি যৌক্তিক।

জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) এর নিজ নিজ পেশা সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে জড়িত। এ সংগঠন তাদের সংশ্লিষ্ট পেশার সার্বিক মান উন্নয়নে কাজ করছে। পেশার মান উন্নয়ন, কর্মসূচীর দক্ষতা বৃদ্ধি, সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে উভয় সংগঠন ভূমিকা রাখছে।

উদ্দীপকে চিকিৎসকদের গড়ে তোলা সংগঠনটি চিকিৎসকদের পেশাগত দায়িত্ব পালন, যোগ্যতাসম্পর্ক চিকিৎসক সূচি করা, চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা, সংখ্যালঘুদের সেবা সর্বোপরি জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সার্বিক কর্মতৎপরতা চালাচ্ছে। তেমনি আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) সমাজকর্মীদের পেশাগত শিক্ষা ও দক্ষতার মান উন্নয়ন, সাধারণ নাগরিক, সমাজকর্মীর এজেন্সি পরিচালনা এবং যোগ্যতাসম্পর্ক সমাজকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যাবলি সম্পাদন করছে। এছাড়া বিভিন্ন স্কুল ও এজেন্সিকে শিক্ষার মান উপর্যোগী সাম্প্রতিক জ্ঞান ও তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে প্রকাশনা ব্যবস্থা, উন্নয়ন গবেষণা, সংখ্যালঘুদের সেবা, ফেলোশিপ প্রদান, পরামর্শ সেবা, বার্ষিক সভা অনুষ্ঠান প্রভৃতি কার্যাবলি তত্ত্বাবধান করছে জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি চিকিৎসকদের গড়ে তোলা সংগঠনের মতোই পেশার নেতৃত্ব মানদণ্ড সূচি, পেশাগত মান ও জৰাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সাহায্যার্থীর সাথে পেশাগত আচরণ করা, সেবাপ্রার্থীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তাই প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

প্ৰশ্না > ২৭ ইতিহাসবিদদের কাছে ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সময় একটি বিশেষ ঘটনার কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সময় ইউরোপ জুড়ে মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা জগতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে।

/সমীক্ষার সরকারি কলেজ/ প্রশ্ন নং ২/

- ক. আরন্ত টয়েনবি কে? ১
- খ. শিল্পায়ন কীভাবে পারিবারিক ভাঙ্গন ঘটায়? ২
- গ. উদ্দীপকের ১৭৬০-১৮৫০ সালের ঘটনাটি কী? উক্ত ঘটনার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. উক্ত ঘটনা কীভাবে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা ধারায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে তার যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. আরন্ত টয়েনবি ছিলেন একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক।
- খ. শিল্পায়নের প্রভাবে কর্মসংস্থান ও উন্নত জীবনের আকর্ষণে মানুষের ব্যাপক নগরমুখিতা পারিবারিক ভাঙ্গন ঘটায়।

শিল্পায়নের ফলে শ্রমের যে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে তার প্রেক্ষিতে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহর ও শিল্পাল্যানে গমন করে। কিন্তু বাসস্থানের স্থানতা, শরীর মজুরি এবং অপর্যাপ্ত আয় ইত্যাদি কারণে পরিবারের সব সদস্যকে নিয়ে শহরে বাস করা সম্ভব হয় না। ফলে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার গঠিত হচ্ছে। এভাবে শিল্পায়ন পারিবারিক ভাঙ্গন ঘটাচ্ছে।

গি উদ্দীপকে বর্ণিত ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের বৈপ্লবিক ঘটনাটি হলো শিল্পবিপ্লব। যার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংল্যান্ড এবং পরে অন্যান্য দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে, তাতে একটা গোটা শুগের অবস্থান হয় এবং নতুন শুগের আবির্ভাব ঘটে। ঐতিহাসিক টয়েনবি একে শিল্পবিপ্লব নামে আখ্যায়িত করেছেন। এই বিপ্লবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শিল্পবিপ্লবের ফলে পেশি ও পশু শক্তির স্থালে যান্ত্রিক শক্তি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে বৃহদায়তন শিল্প গড়ে তুলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। নতুন নতুন ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রভৃতি উন্নয়ন সাধন করে বৈচিত্র্যময় জীবনের স্বাদ গ্রহণ জনগণের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে গেলদেনের সুবিধার্থে ব্যাংক ও বিমা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। ফলে ব্যবসার প্রসার ঘটেছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিকাশ লাভ করেছে।

উদ্দীপকে ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সময়কালকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে। এ সময় ইউরোপের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই ঘটনাটি মূলত শিল্পবিপ্লবের প্রতিফলন। ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিবর্তন আসে।

ঘি উদ্দীপকের ঘটনা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বিপ্লবের চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন সাধন করে। পাশাপাশি শিল্পবিপ্লবের সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পৃথিবীর বাহ্যিক চেহারাকে বদলে দেয়ার পাশাপাশি ভিন্নতাও এনেছে কথাটি যথার্থ। ইতিবাচক ধারার মাধ্যমে সভ্যতার চরম উৎকর্ষের পাশাপাশি শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্বাচক প্রভাব নানারকম অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্টি আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যাপক মন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। বিশ্ব অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যেও অবাধ নীতির প্রচলন ঘটে। এর ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকের স্থানান্তর, বহুমুখী পেশা ও নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। তবে উৎপাদন মাধ্যমগুলোতে ব্যাপক পেশাগত দুর্ঘটনা ও পেশাগত সংক্রান্ত ব্যাধির প্রাদুর্ভাবসহ নানাবিধ অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়। সেই সাথে শিল্পবিপ্লব দেশীয় সংস্কৃতি ও বিশ্ব সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে। শিল্পবিপ্লব পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটায়। এর ফলে শ্রমিক শোষণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সময়কালের ঘটনা বলতে শিল্পবিপ্লবকে নির্দেশ করা হয়েছে। এ বিপ্লব আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নয়ন সাধন এবং রাজনৈতিকে পুঁজিবাদ এবং পণ্ডত্বকে বিকশিত করেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, শিল্পবিপ্লবের নেতৃত্বাচক প্রভাব থাকলেও যুগ পরিবর্তনের ধারায় এটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা রাখে।

গি > ২৮ স্ক্রিয়ার গ্রুপের একটি উৎপাদিত পণ্য রাধুনী গুড়া মসলা। পৃথিবীদের রান্নার কাজে নিত্য প্রয়োজনীয় এ পণ্যটি উৎপাদিত হয় কারখানায়। সম্পূর্ণ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং হাতের কোল স্পর্শ ছাড়াই এ পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। তারা হলুদ মরিচ ইত্যাদি গুড়া মসলা তৈরি করে গ্রাহকদের স্বার্থান্তে পৌছে দিচ্ছে। তাদের আরো অনেক ধরণের পণ্য রয়েছে এবং এর সাথে যুক্ত হয়ে অসংখ্য মানুষ নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে।

/জলজ্বাবাদ কলেজ, সিলেট/ প্রশ্ন নং ৪/

- ক. ‘শিল্প বিপ্লব’ শব্দসময়ের ইংরেজী প্রতিশব্দ কী? ১
- খ. শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের মসলা প্রস্তুতের প্রগালীতে শিল্প বিপ্লবের সুফল কীভাবে পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট শিল্প বিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাবেরই প্রতিফলন— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

- a** 'শিল্প বিপ্লব' শব্দসমূহের ইংরেজি প্রতিশব্দ— Industrial Revolution.
- b** উৎপাদন ব্যবস্থায় হস্ত ও কার্যক্ষমনির্ভরতার পরিবর্তে যত্নের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়।

শিল্পবিপ্লবের ফলে শিল্প সংক্রান্ত বিপ্লব। ১৭৮০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এই সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক বিপ্লব বিশ্বের অধনীতি, রাজনীতি এবং চিন্তাধারার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করে। পূর্বের হস্ত ও কার্যক-নির্ভরতা, কৃষি উৎপাদন ভিত্তিক ব্যবস্থা ও অধনীতি থেকে যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হওয়ায় যোগাযোগ 'বিজ্ঞান' প্রযুক্তিসহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন হয়। ফলে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়।

- c** উদ্দীপকে নির্দেশিত মসলা প্রস্তুতের প্রণালীতে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার ব্যাপক সুফল বয়ে এনেছে যা শিল্পবিপ্লবের ফল।

শিল্পবিপ্লবের প্রভাব আধুনিক সভ্যতার দ্বারা উন্মেচন করেছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ কৌশল এবং যত্নের উভাবন ঘটে, যা শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে ড্রাইভ করে। ফলে ব্যাপকভাবে শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়। শিল্পবিপ্লবের ফলপ্রস্তুতিতে বিদ্যুৎ চালিত আধুনিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কারে গৃহকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে বৃহৎ আকৃতির কারখানা স্থাপিত হয়।

উদ্দীপকে নির্দেশিত মসলা প্রস্তুত প্রণালীতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন হয়েছে। বর্তমানে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার ও হাতের স্পর্শ ছাড়াই মসলা প্রস্তুত হচ্ছে। অর্থে পূর্বে গৃহেই অবৈজ্ঞানিক ও অস্বাস্থ্যকরভাবে মসলা প্রস্তুত করা হতো। শিল্পের ব্যাপক উৎকর্ষতা লাভের পর উৎপাদিত মসলা যেমন স্বাস্থ্যকর উপায়ে প্রস্তুত হচ্ছে, তেমনি শ্রমিক খরচ ও উৎপাদন প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্যাপকভাবে শিল্পকারখানা গড়ে উঠায়, মানুষের নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এ কারণে শিল্পবিপ্লব মনুষ্য সমাজের জন্য আশীর্বাদ।

- d** উদ্দীপকে নির্দেশিত যান্ত্রিক পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন শিল্প বিপ্লবের ইতিবাচক পদ্ধতির প্রতিফলন।

শিল্পবিপ্লব হচ্ছে কার্যক শ্রমনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার আবির্ভাব। শিল্প বিপ্লবের আগে উৎপাদন ক্ষেত্রে তেমন যন্ত্রপাতি ছিল না, উৎপাদনের হার ছিল কম। শিল্প বিপ্লবের ফলে কুটির শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে শক্তি ও প্রযুক্তিচালিত যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মসলা উৎপাদন হচ্ছে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং কোন রুক্ম হাতের স্পর্শ ছাড়াই। এতে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যকর উপায়ে প্রস্তুত হচ্ছে এবং মানুষ এর সুফল ভোগ করছে, অন্যদিকে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে। যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের জীবনযাত্রা এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে সহজ ও সাবলীল করে তুলেছে। যন্ত্র আবিষ্কারের দ্রুণ হস্তশিল্পনির্ভর খুন্দায়তন উৎপাদন ও অধনীতি শিল্প ও যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে অধনীতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, যান্ত্রিক পদ্ধতির উভাবন ও প্রযোগ শিল্প বিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাবকে নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ২৯ আমান পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সন্তান। প্রথমে তাকে এবং তার মাকে তার বাবা ক্ষেত্রে অন্যত্র চলে যায়। পরে তার মাও আরেক জায়গা বিয়ে করে। বর্তমানে আমান ছিমুল শিশুদের সাথে সদলবলে ঘুরে বেড়ায় এবং মানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

/জালালাবাদ জেলা, সিলেট/ গ্রন্থ নং ২/

ক. অক্ষম দরিদ্র কাদেরকে বলা হয়?

গ. আমানদের মতো শিশুদের জন্য ১৬০১ সালে দরিদ্র আইন কল্যাণকর ছিল কেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আমানদের জন্য উক্ত আইন কল্যাণকর হলেও ত্রুটিমুক্ত নয়।

৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

a বুঝ, বৃক্ষ, পঙ্গু, বধির, অন্ধ এবং সন্তানাদিসহ বিধবা এবং যারা কাজ করতে সক্ষম নয়, তাদেরকে অক্ষম দরিদ্র বলা হয়।

b ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন বাস্তবায়নে পরিদর্শকগণ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দরিদ্রদের সহায়তা করতেন।

পরিদর্শকগণ ১৬০১ সালের আইনের বিধান কার্যকরীকরণ পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতেন। এরা সাহায্যপ্রার্থী দরিদ্রদের নিকট থেকে দরখাস্ত গ্রহণ এবং যথার্থতা যাচাই করতেন। সাহায্যপ্রার্থীদের শ্রেণিকরণ এবং সাহায্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করে সংশোধনাগার বা দরিদ্রাগারে পাঠাতেন অথবা বহিঃসাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

c ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে উদ্দীপকের আমানদের মতো পরিত্যক্ত শিশুদের লালন-পালনের ব্যবস্থা করা হতো বলে এ আইন এদের জন্য বেশ কল্যাণকর ছিল।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইন দরিদ্রদের দায়িত্ব গ্রহণে সরকারি দায়িত্বশীলতার প্রবর্তক। এ আইনে সাহায্য প্রার্থীদের তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। এদের মধ্যে যেসব বালক-বালিকা তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল তারা নির্ভরশীল বালক-বালিকা নামে পরিচিত। পরিত্যক্ত, এতিম, অবাঞ্ছিত ও পিতামাতা কর্তৃক ভরণপোষণে অক্ষমরা এই শ্রেণিভুক্ত। এদের ভরণপোষণের জন্য সরকারিভাবে দায়িত্ব গ্রহণ বা এদের লালন-পালনের জন্য ব্যবস্থা করে দেয়া হতো।

উদ্দীপকের আমান পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হলে বাঁচার তাগিদে ছিমুল শিশুদের সাথে ঘুরে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। এ রুক্ম পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে ব্যবস্থা রাখা হয়। এদেরকে কোনো নাগরিকের কাছে বিনা খরচে দস্তক বা কম খরচে লালন-পালনের জন্য দেওয়া হতো। এক্ষেত্রে হেলেদের ২৪ বছর এবং মেয়েদেরকে ২১ বছর পর্যন্ত বা বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত মনিবের বাড়িতে থাকতে হতো। যাতে নিজেদেরকে পরিচালনা করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। উদ্দীপকের আমান ও তার মতো শিশুরা এই আইনে ভরণপোষণের সুযোগ পেত। এ কারণে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনকে এদের জন্য কল্যাণকর বলা যায়।

d উদ্দীপকের আমানদের জন্য ১৬০১ সালের দরিদ্র আকদিকে যেমন কল্যাণকর ছিল পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যাও পরিলক্ষিত হয়।

দরিদ্রদের সাহায্যদানে সর্বপ্রথম সরকারি দায়িত্বশীলতার প্রতিফলন ঘটে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে। কিন্তু কিন্তু সীমাবদ্ধতা এ আইনকে ত্রুটিমুক্ত করেছে। এ আইনে দরিদ্রদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। এদের মধ্যে নির্ভরশীল বালক-বালিকা অর্ধাং এতিম, অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত শিশুদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হলেও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য স্থায়ী পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থাই রাখা হয়নি। ফলে এ আইন দরিদ্রদেরকে স্থায়ীভাবে দরিদ্র থাকতেই সহায়তা করেছে।

উদ্দীপকের আমানদের মত পরিত্যক্ত শিশুদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সরকারি দায়িত্বে। যাতে এরা ভিক্ষাবৃত্তি বা অন্যান্য অপরাধ করতে না পারে। এদের মতো ছিমুল শিশুদের সাহায্য করার জন্য আইন কার্যকর থাকলেও পরিত্যক্ত বা অবাঞ্ছিত হওয়ার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এদের জন্য পরিচালিত সাহায্য কার্যক্রমের মধ্যেও প্রকৃত সমন্বয় সাধনের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটিতে পরিত্যক্ত, অবাঞ্ছিত, এতিম শিশুদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্পাদিত হলেও, কিন্তু ত্রুটি বিদ্যমান ছিল।

১

খ. দরিদ্রদের সহায়তায় তাদের পরিদর্শকগণ কীভাবে ভূমিকা রাখতেন? ২

প্রশ্ন ৩০ অমিত একজন নির্মাণ শ্রমিক। আর্থিক অবস্থার পালনেও বৃদ্ধি বাবা-মা ও জী-সন্তান নিয়ে বেশ সুযোগ ছিল তার সৎসার। বেশী রোজগারের আশায় একদিন রফিক জী-সন্তান নিয়ে ঢাকা শহরে চলে আসে। কাজ নেয় আশুলিয়ায় একটি প্লাস কারখানায়। বর্তমানে তার আয় রোজগার বেশি হলেও বাসাভাড়াসহ সৎসারের ব্যয় নির্বাহের পর বৃদ্ধি বাবা-মাকে ঢাকা পাঠাতে পারে না। অমিতের বৃদ্ধি বাবা এখন গ্রামে ডিঙ্কা করে।

/ক্লাইমেন্ট কলেজ, যশোর। গ্রন্থ নং ৩/

- ক. COS-এর পূর্ণবৃত্ত সেবা। ১
- খ. দরিদ্র আইন বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে অমিতের জীবনে শিল্প বিপ্লবের কোন ইতিবাচক দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে অমিতের জীবনে শিল্প বিপ্লবের কী কী নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়তে পারে? যুক্তি দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

COS-এর পূর্ণবৃত্ত হলো— Charity Organization Society.

১ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ভিক্ষাবৃত্তি মোকাবিলায় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে বিশ্ব শতাব্দী পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকার কর্তৃক যে সব আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয় সেগুলোকেই দরিদ্র আইন বলা হয়। দরিদ্র আইন একটি সামাজিক ও সাধারণ পরিভাষা। দরিদ্র আইনের ভিত্তিভূমি হিসেবে ইংল্যান্ডকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। দরিদ্র আইনগুলোর মধ্যে ১৫৩১ সালের রাজা অষ্টম হেনরি প্রণীত দরিদ্র আইন, ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন, শ্রমিক আইন, দরিদ্র সংস্কার আইন-১৮৩৪ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২ উদ্দীপকে অমিত শিল্প বিপ্লবের ফলে যন্ত্রনির্ভর কলকারখানায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির কারণে যে সুযোগ ও সুফল পেয়েছে তা ফুটে উঠেছে।

শিল্প বিপ্লবের সুদূরপ্রসারী এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং চিতার জগতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে যন্ত্রের যে বিপ্লব এসেছে তার সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি ও পরিবর্তিত হয়েছে। এর প্রভাবে সমাজের সকল স্তরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ঘটে। যা মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্ববহু। উদ্দীপকেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনজনিত কিছু ইতিবাচক দিক লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে অমিত একজন নির্মাণ শ্রমিক। বেশী রোজগারের আশায় জী-সন্তান নিয়ে শহরে চলে আসে। বর্তমানে ভালো রোজগার করে। যা মূলত শিল্প বিপ্লবের ইতিবাচক দিককেই নির্দেশ করে। শিল্প বিপ্লবের উৎপাদন ব্যবস্থাকে সহজ করে তুলেছে। মানবতার আমলের উৎপাদন ব্যবস্থায় যে জটিলতা ও অধিক কায়িক শ্রমের প্রয়োজন হতো, তা যান্ত্রিকভাবে প্রভাবে কমে গেছে। সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন কাজের সুযোগ। ফলে উদ্দীপকের অমিতও নতুন কাজের সুযোগ পেয়েছে। যা তার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

৩ উদ্দীপকে সামাজিক ক্ষেত্রে শিল্প বিপ্লবের ফলে নেতৃত্বাচক প্রভাব সামাজিক ক্ষেত্রে পরিস্কৃত হয়। যা উদ্দীপকের অমিতের ঘটনায় লক্ষ করা যায়।

শিল্প বিপ্লবের ফলে সমাজজীবনে যে প্রভৃতি উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, তার সাথে নানা অবাঞ্ছিত ও অস্বাক্ষর অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে গিয়ে সামাজিক দূরত্বের সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি সমাজজীবনে নানা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দীপকে একটি যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অমিত বাবা-মা, ডাই-বোন নিয়ে গ্রামে বসবাস করতেন। কিন্তু বর্তমানে ঢাকরির কারণে সে জী-সন্তানদের নিয়ে আশুলিয়ায় বাস করছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে তার বাবা-মা গ্রামে নিরাপত্তাইন্তাবে বসবাস করছে। এ ধরনের

ঘটনা বর্তমানে সারাবিশ্বেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে এ ধরনের পরিবর্তন সৃষ্টি হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও উন্নত জীবনের আকর্ষণে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহর ও শিল্পাঞ্চলে গমন করে। এর ফলে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আর্থিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ফলে যৌথ পরিবারের বৃদ্ধি, অক্ষম, বিধবা ও এতিমদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং তারা নিরাপত্তাইন্তায় ভুগছেন। উদ্দীপকের ঘটনাটিই তার বাস্তব প্রমাণ।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের অমিতের জীবনে শিল্প বিপ্লবের ফলে পারিবারিক ভাঙ্গন, মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়ে।

প্রশ্ন ৩১ ‘ক’ রাষ্ট্রের সরকার দেশের উচ্চত সমস্যা সমাধানের জন্য বিষ্যাত অর্থনৈতিক জনাব হ্যারীকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি দীর্ঘদিন কাজ করে সমাজে সমস্যা সৃষ্টির জন্য কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেন। কমিটি দেশের সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপকভাবে সামাজিক সাহায্য ও বীমা প্রবর্তনের সুপারিশ পেশ করে। বর্তমানে দেশটি বিশ্বের অন্যতম একটি কল্যাণ রাষ্ট্র।

/ক্লাইমেন্ট কলেজ, যশোর। গ্রন্থ নং ১/

- ক. কাকে সমাজকর্ম শিক্ষার বৃপ্তকার বলা হয়? ১
- খ. ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনকে ৪৩তম এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রিপোর্টের সাথে তোমার পঠিত কোন রিপোর্টের উদ্দেশ্যগত মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূল্যায়ন কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

১ ম্যারি রিচমন্ডকে সমাজকর্ম শিক্ষার বৃপ্তকার বলা হয়।

২ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও তবদুরে সমস্যা মোকাবিলায় ৪৩তম প্রয়াস হিসেবে ইংল্যান্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথ-এর সময় দরিদ্র আইন-১৬০১ প্রণীত হয় বলে এটিকে ৪৩তম এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন বলা হয়।

১৩৪৯ থেকে ১৬০১ সালের পূর্ব পর্যন্ত মোট ৪২টি আইন ইংল্যান্ডে দারিদ্র্য সমস্যা নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করে। কিন্তু এ আইনগুলো বেশির ভাগই ছিল শাস্তি ও দমনমূলক। তাই পূর্বের সকল আইনের অভিজ্ঞতার আলোকে ১৬০১ সালে ৪৩তম এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন প্রণয়ন করা হয়। এজন্য ইতিহাসে ১৬০১ সালের আইনকে ৪৩তম এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন বলা হয়।

৩ উদ্দীপকে উল্লিখিত রিপোর্টের সাথে বিভারিজ রিপোর্টের উদ্দেশ্যগত মিল রয়েছে।

আধুনিক ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তনে ১৯৪২ সালের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। স্যার উইলিয়াম বিভারিজের সামাজিক নিরাপত্তা রিপোর্ট অনুযায়ী এই কর্মসূচি গৃহীত হয়। উদ্দীপকটিতেও অনুরূপ একটি রিপোর্টের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকের জনাব হ্যারী ‘ক’ রাষ্ট্রের সমস্যা চিহ্নিত করে একটি রিপোর্ট প্রদান করেছেন। তাই এ রিপোর্টে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টিকারী পাঁচটি প্রতিবন্ধকের নাম উল্লেখ করা হয়। বিভারিজের রিপোর্ট অনুসারে তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত ইংল্যান্ডের সমাজজীবনকে পঞ্চদিত্য অক্টোপাসের ন্যায় জড়িয়ে রেখেছিল। এই পঞ্চদিত্য হলো- অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, মলিনতা ও অলসতা। বিভারিজের মতে, এই পঞ্চদিত্য বা পাঁচটি সমস্যাই ছিল ইংল্যান্ডের সার্বিক অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক। এই সমস্যা সমাজের উদ্দেশ্যে সামাজিক সাহায্য ও বিমা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়, যা উদ্দীপকের জনাব হ্যারির সুপারিশেও লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকে আলোচিত রিপোর্ট এবং বিভারিজ রিপোর্টের মাঝে উদ্দেশ্যগত সাদৃশ্য বিদ্যমান।

৪ উদ্দীপকে ইঞ্জিতকৃত বিভারিজ রিপোর্ট ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হয়ে আছে।

বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশগুলো ইংল্যান্ডের সমাজসেবার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এবং বাস্তবমূর্তী নতুন ধারা প্রবর্তন করে। এ সুপারিশ অনুসরেই যুক্তরাজ্যের সামাজিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং এ পরিকল্পনার মেরুদণ্ড হিসেবে স্থানীয় সামাজিক বিমা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এভাবে রিপোর্টটি ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তাকে সুসংহত করেছে।

বিভারিজ রিপোর্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি সর্বশেষ সকল স্তরের জনগণের জন্য সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তনের সুপারিশ করে। এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী পারিবারিক ভাতা আইন ১৯৪৫, বিমা আইন-১৯৪৬, জাতীয় সাহায্য আইন-১৯৪৮, জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা আইন-১৯৪৬ প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন প্রণীত হয়েছিল। এ আইনগুলো সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিশেষ কার্যকর ছিল। বিশেষত সামাজিক বিমা কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাজ্যের জনগণের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য বিমা, বার্ধক্য ও পজু বিমা, বেকার বিমা, বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যুর জন্য বিশেষ বিমা, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি সুবিধা প্রদান করা হয়। এককথায় বলা যায়, বিভারিজ রিপোর্ট যুক্তরাজ্যে আধুনিক সমাজকল্যাণমূলক আইনের ভিত্তি রচনা করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বিভারিজ রিপোর্ট ইংল্যান্ডেও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে।

প্রশ্ন ৩২ ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে 'ক' দেশে নানা সমস্যা দেখা দেয়। উক্ত সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে দেশটি প্রথ্যাত অর্থনীতিবিদ আসাদুল্লাহ কবিরের নেতৃত্বে একটি আন্তর্বিভাগীয় কমিটি গঠন করে। প্রায় দুই বছর পর কমিটি তাদের রিপোর্টে কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করে। এ সুপারিশের আলোকে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়। যেগুলো 'ক' দেশটিকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের মর্যাদা এনে দেয়।

/জ. আকুর রাজ্বক মিটিনিসিপ্যাল কলেজ, ঘোষণা/ প্রশ্ন নং ৩/

ক. শিল্পবিপ্লব প্রত্যয়টি নামকরণ করেন কে? ১

খ. সক্ষম দরিদ্র বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন রিপোর্টের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' দেশকে কল্যাণ রাষ্ট্রের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে বর্ণিত রিপোর্টের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিল্প বিপ্লব প্রত্যয়টি নামকরণ করেন আরুন্ত জে টয়েনবি।

খ সবল বা কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের সক্ষম দরিদ্র বলা হতো।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে সাহায্য দানের সুবিধার্থে দরিদ্রদের তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়। এগুলো হলো সক্ষম, অক্ষম দরিদ্র এবং নির্ভরশীল শিশু। যে সকল ভিক্ষুক কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকত তাদের সক্ষম দরিদ্র বলা হতো। এদের ভিক্ষা দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। সংশোধনাগারে এ সকল ভিক্ষুকদের কাজ করতে বাধ্য করা হতো। কেউ অনিষ্ট প্রকাশ করল তাকে কারাগারে নিষেপ করার পাশাপাশি কঠোর শাস্তি প্রদান করা হতো।

গ উদ্দীপকে ১৯৪২ সালের বিভারিজ রিপোর্টের কথা বলা হয়েছে।

ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত কারণে সৃষ্টি সমস্যা ইংল্যান্ডের আর্থ-সামাজিক জীবনে বেশ জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। এ সমস্যা মোকাবিলা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। তাই পুনর্গঠন মন্ত্রী আর্থৰ গ্রিনউড পার্সামেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রক্ষেপের উইলিয়াম বিভারিজের নেতৃত্বে সামাজিক বিমা ও সাহায্য সম্পর্কিত বিষয়ের উপর একটি আন্তর্বিভাগীয় কমিটি গঠন করে। প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ ও তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে কমিটি একটি রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টটি ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তার ইতিহাসে বিভারিজ রিপোর্ট নামে

পরিচিত। প্রতিবেদনে উইলিয়াম বিভারিজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী প্রধান পাঁচটি নিয়ামককে পঞ্চদিত্য হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এগুলো হলো— অভাব, রোগ-ব্যাধি, মশিনতা, অলসতা ও অজ্ঞতা। এসব অন্তরায়সমূহ উত্তরণের জন্য বিভারিজ রিপোর্টে পাঁচটি সুপারিশ পেশ করা হয়। সুপারিশগুলা বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য খুটি নীতির উল্লেখ করা হয়। ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশগুলা ও নীতিসমূহ গৃহীত হয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশে বিভারিজ রিপোর্টের অনুবৃপ্ত রিপোর্টের প্রতিফলন দেখা যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত রিপোর্টটি হচ্ছে বিভারিজ রিপোর্ট।

৪ ইংল্যান্ডকে কল্যাণ রাষ্ট্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে বিভারিজ রিপোর্টের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪২ সালে ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কাঠামো মূলত স্বার উইলিয়াম বিভারিজের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়। বিভারিজ রিপোর্ট মূলত ইংল্যান্ডে আধুনিক সমাজকল্যাণমূলক আইনের ভিত্তি রচনা করে।

বিভারিজ রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৪২ সালে ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তায় সামাজিক বিমা, পারিবারিক ভাতা, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বা শিশু দুর্ঘটনা বিমা, সরকারি সাহায্য, জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি প্রভৃতি প্রণয়ন করা হয়। এসব কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য, বার্ধক্য ও পজু বিমা; শিশু জন্ম মৃত্যুর জন্য বিশেষ ভাতা, পরিবারে দুইয়ের অধিক ১৮ বছরের কমবয়সী স্তনান্তের জন্য ভাতা, শিশু দুর্ঘটনায় আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ, দরিদ্রদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি কাজের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ইংল্যান্ডে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়নের ফলে সমাজের দুর্মৃত্যু, অসহায় ও দরিদ্ররা সরকারিভাবে আর্থিক সাহায্য পেতে থাকে। অনেকের কাজের ব্যবস্থা হওয়ায় পরিবারে সচলতা ফিরে আসে। সরকারিভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করায় জনগণের চিকিৎসার চাহিদাও পূরণ হয়। এভাবে বিভারিজ রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রণীত কর্মসূচিগুলো জনগণের কল্যাণ সাধনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এর ফলে ইংল্যান্ড কল্যাণ রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে।

উদ্দীপকে 'ক' দেশ দ্বারা ইংল্যান্ডকে বোঝানো হয়েছে। ইংল্যান্ডে ১৯৪২ সালে বিভারিজ রিপোর্টের আলোকে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, ইংল্যান্ড কল্যাণ রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জনে বিভারিজ রিপোর্ট ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। তাই এর অবদান অনুরীকার্য।

প্রশ্ন ৩৩ সময়টা ছিল শিল্প বিপ্লবের পূর্ববর্তী ঘোড়শ শতাব্দীর কোন একটা সময়। উইলসনের দাদু তৎকালীন ইংল্যান্ডের একটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। সেখানে তার প্রতিবেশি মি. জনসন ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তৎকালীন ইংল্যান্ডের অনেক মানুষই মি. জনসনের ঘৰতো জীবন ধারণ করতেন। দেশটির সরকার একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করে ভিক্ষুকদের ভৱণপোষণের ব্যবস্থা করাই তারা সবাই ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

/জ. আকুর রাজ্বক মিটিনিসিপ্যাল কলেজ, ঘোষণা/ প্রশ্ন নং ১০/

ক. পঞ্চদিত্য কী? ১

খ. শিল্প বিপ্লবের ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন ইংল্যান্ডে কোন আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো বর্ণনা কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পঞ্চদিত্য হলো উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী প্রধান পাঁচটি নিয়ামক।

বি যেসব প্রচেষ্টা ও পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে শিল্প যুগের সূচনা হয় তাদের সমষ্টিই হলো শিল্পবিপ্লব।

শিল্পবিপ্লব শব্দটি 'শিল্প' ও 'বিপ্লব' এ দুটি শব্দের সমন্বিত রূপ। যার সমন্বিত অর্থ শিল্প সংক্রান্ত বিপ্লব। এর সূচনা হয় ইংল্যান্ডে এবং পরে তা অতি দৃঢ় পূরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এক কথায় বলা যায়, অক্টোবর শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ড ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে, তার প্রভাবে একটি নতুন যুগের সূচনা হয় ঐতিহাসিকগণ একে 'শিল্পবিপ্লব' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

গ উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন ইংল্যান্ডে দরিদ্র আইন ১৬০১ সালে প্রণয়ন করা হয়েছিল।

প্রাক-শিল্প যুগে ইংল্যান্ডে বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক ও দারিদ্র্য সমস্যা ডয়ারহ রূপ ধারণ করেছিল। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দারিদ্র্যের সঠিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি উন্নেব্যোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে সাহায্য প্রদানের সুবিধার্থে দারিদ্র্যের সবল, অক্ষম ও নির্ভরশীল শিশু এ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। সবল বা কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের সক্ষম দারিদ্র্য বলা হতো এদের ভিক্ষা দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। সংশোধনাগারে এদের কাজ করতে বাধ্য করা হতো। কেউ অনিচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে কারাগারে নিষেপ করার পাশাপাশি কঠোর শাস্তি প্রদান করা হতো।

উদ্দীপকে শিল্প বিপ্লব পূর্ববর্তী ঘোড়শ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের ঘটনা উন্নেব্য করা হয়েছে। উইলসনের দাদুর প্রতিবেশি ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তৎকালীন ইংল্যান্ডের অনেক মানুষই ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। তখন সে দেশের সরকার একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করে ভিক্ষুকদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে। এর ফলে ভিক্ষুকরা ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। এক্ষেত্রে সরকার যে আইনটি প্রণয়ন করেছিল তা ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন নামে পরিচিত।

ঘ উদ্দীপকে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের উন্নেব্য করা হয়েছে। এ আইনের বেশ কয়েকটি গুরুতপূর্ণ বিধান ছিল।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইন সেবাদানের ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি দারিদ্র্যের আঙীয়স্থজন ও পরিবারের কর্তব্য নিশ্চিত করা হয়। এছাড়াও এ আইনে দারিদ্র্যের শ্রেণিবিভাগ এবং আইন প্রয়োগের কঠোরতার উপর গুরুত্বারূপ করা হয়।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইন অনুযায়ী, যেসব দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের সাহায্যদান করা হতো না যাদের পরিবার ও সম্পদশালী আঙীয়স্থজন ছিল। প্যারিশ শুধু সেখানে জন্মগত বাসিন্দা অথবা কমপক্ষে তিন বছর ধরে বসবাসকারী এবং যাদের পরিবার ও আঙীয়স্থজন সাহায্যদানে অক্ষম তাদেও দায়িত্ব প্রদত্ত করবে। সক্ষম ভিক্ষুক ও সচল আঙীয়স্থজনসম্পর্ক ভিক্ষুকদের সাহায্য দেওয়া ও নেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। অক্ষম দারিদ্র্যের দারিদ্র্যাগারে রেখে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা হতো। কারো যদি আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকতো এবং সেখানে ভরণপোষণের খরচ কম হতো তাদেরকে সেখানে রেখে ওভারসিয়ার এর মাধ্যমে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হতো। এতিম, পরিত্যক্ত ও অক্ষম পিতামাতার সত্তানের এ পর্যায়ভূক্ত। এদেরকে কোনো নাগরিকের কাছে বিনা খরচে দক্ষক অথবা কম খরচে লালন-পালনের জন্য দেওয়া হতো।

সুতরাং বলা যায়, ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের অধীনে দারিদ্র্যের সাহায্য ও পুনর্বাসনে বিভিন্ন কর্মসূচি সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, যা দরিদ্র আইনের ক্ষেত্রে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঞ ১৭৮০ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে। এ সময়ে পুরো ইউরোপব্যাপী বিশেষ করে ইংল্যান্ডে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে। এর ফলে মানুষের আর্থ-সামাজিক, মানবিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়।

বালকান্তি সরকারি মহিলা অঙ্গন। গ্রন্থ নং ২/

ক. NASW এর পূর্ণরূপ কী?

১
খ. দান সংগঠন সমিতি কেন গঠিত হয়?

২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ১৭৮০ সালের বৈপ্লবিক ঘটনাটি কী? উক্ত ঘটনার বৈশিষ্ট্য পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর।

৩
ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাটি শুধু আশীর্বাদ নয়-বিশ্লেষণ কর।

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NASW এর পূর্ণরূপ— National Association of Social Workers.

ব শিল্পবিপ্লব প্রবর্তী সময়ে সমাজের অসহায়, দৃঢ়স্থদের সহায়তা দান এবং বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেসব অলাভজনক সংগঠন গড়ে উঠেছিল সেগুলোকে দান সংগঠন সমিতি বলা হয়।

শিল্পবিপ্লবের ফলে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামগ্র্য রেখে অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন সমাজসেবা কার্যক্রমকে সংগঠিতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে দান সংগঠন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও দান সংগঠন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশে এ সমিতি গুরুতপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ উদ্দীপকে উন্নিখিত আমূল পরিবর্তনকে শিল্পবিপ্লব নামে আখ্যায়িত করা হয়।

শিল্পবিপ্লবের হচ্ছে কৃষিভিত্তিক, হস্তশিল্পনির্ভর সুদ্ধার্যতন উৎপাদন ও অর্থনৈতি থেকে শিল্প ও যন্ত্রচালিত বৃদ্ধায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া; যা অক্টোবর শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে শুরু হয়। এর প্রভাবে সমাজের সকল স্তরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ঘটে এবং এর প্রভাব মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্ববহু।

উদ্দীপকে ১৭৮০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ ও তার সূত্র ধরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উৎপাদন, প্রযুক্তি, যাতায়াত ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সৃচিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল ইংল্যান্ড থেকে। এ থেকে বোৱা যায়, উদ্দীপকে শিল্পবিপ্লবের প্রতি ইঞ্জিত দেওয়া হয়েছে। উদ্দীপকে এর ফলাফলও তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, শিল্পবিপ্লব আর্থ-সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এর ফলে অর্থব্যবস্থা দ্রুত সমৃদ্ধি হওয়ার পাশাপাশি নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পায়ন শিল্পবিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর শিল্পায়নের ফলে শহরায়ণ প্রক্রিয়া গড়ে উঠে, যার ফসল আজকের শহরকেন্দ্রিক সভ্যতা। তবে এর ফলে মানবজীবনে কিছু নতুন সমস্যারও উত্তৃব ঘটে, যা উদ্দীপকে উন্নিখিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে শিল্পবিপ্লবের ফলে স্বীকৃত আমূল পরিবর্তনের কথাই বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত শিল্পবিপ্লব শুধুই আশীর্বাদ নয় বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বাচক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে অনেকক্ষেত্রে অভিশাপুরূপে প্রতীয়মান হয়েছে।

শিল্পবিপ্লব হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তন সাধন যা অক্টোবর শতাব্দীর মধ্যাত্ত্বে কারখানা ব্যবস্থা দ্বারা শুরু হয়েছে। এ পরিবর্তন একদিকে যেমন আধুনিক সভ্যতার দ্বারা উন্মোচন করে, অন্যদিকে উৎপাদন ব্যবস্থা যন্ত্রনির্ভর ও কারিগরি দক্ষতাভিত্তিক হওয়ায় বহু শাখিক কর্মসূচী হয়ে পড়ে। এ বিপ্লবের ফলে সামাজিক ও পরিবারিক বন্ধনের ভাঙনে যান্ত্রিক ও একক পরিবার সৃষ্টি হচ্ছে।

উদ্দীপকে নির্দেশিত ১৭৮০ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডে যে শিল্পবিপ্লব ঘটে, তা নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটালেও কৃতিপায় নেতৃত্বাচক প্রভাবও ফেলে। শিল্পবিপ্লব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের জন্য দিয়েছে। ফলে মালিপক্ষ শ্রমিকদের শোষণ করে সকল সম্পত্তি কুক্ষিগত করছে। ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন সমাজের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা শৃঙ্খলা, বন্ধন ও সুসম্পর্কের অবনতির পাশাপাশি নানা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার হওয়ায় অক্ষম, পঞ্জু, বৃন্দ-বৃন্দা ও অন্যান্য নির্ভরশীল গৃহকেন্দ্রিক সদস্যরা নিরাপত্তাহনি হয়ে পড়ছে। কৃত ও কুটির শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থার চাহিদা হ্রাসের কারণে বহু মানুষ বেকার হয়ে পড়ছে।

সুতরাং, উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, শিল্পবিপ্লব যেমন আশীর্বাদ আবার অভিশাপভূত।

প্রশ্ন ▶ ৩৫. ববির দাদু তৎকালীন ইংল্যান্ডের একটি কোম্পানিতে ঢাকির করতেন। সেখানে তার প্রতিবেশী মি. মিল্টন ডিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তৎকালীন ইংল্যান্ডেও অনেক মানুষই মি. মিল্টনের মতো জীবনধারণ করতেন। তবে শেষ পর্যন্ত তারা ডিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। দেশের সরকার একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করে এ আইনের অধীনে দারিদ্র্য ডিক্ষুকদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

(সরকারি সরকারি মালিক কলেজ) / গ্রন্থ নং ৮/

- ক. উদ্দীপকে কোন আইনের কথা বলা হয়েছে? ১
- খ. উক্ত আইনের দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. মি. মিল্টনের মত ছদ্মবেশী ডিক্ষুকদের জন্য উক্ত আইনের ব্যবস্থাগুলো কী কী? ৩
- ঘ. বাংলাদেশে ডিক্ষাবৃত্তি রোধে উক্ত আইনের প্রয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উদ্দীপকে ১৬০১ সালের দারিদ্র্য আইনের কথা বলা হয়েছে।

খ উদ্দীপকে নির্দেশিত ১৬০১ সালের দারিদ্র্য আইন দারিদ্র্যদের দায়িত্ব গ্রহণে সরকারি দায়িত্বশীলতার প্রবর্তক।

ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য ও ভবসুরে সমস্যা নিরসনে দারিদ্র্য আইন ১৬০১ প্রণীত হয়। এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রথমত, সচল আঞ্চলিক সমস্যার দারিদ্র্যদের ডিক্ষা প্রাপ্তির অযোগ্য ঘোষণা করা হয় এবং তাদের দায়িত্ব গ্রহণে আঞ্চলিক সরকারি কাজ করার জন্য শ্রমাগার এবং ব্যবস্থা করা হয়। ছিতীয়ত, সকল ডিক্ষুকদের সংশোধনাগার এবং কাজ করানোর জন্য শ্রমাগার এবং ব্যবস্থা করা হয়।

গ ববির দাদুর দেখা ডিক্ষুকদের জন্য ইংল্যান্ডের ১৬০১ সালের দারিদ্র্য আইনটি প্রযোজ্য।

প্রাক-শিল্প যুগে ইংল্যান্ড বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও দারিদ্র্যের কথাঘাতে জর্জরিত ছিল। ঘোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এসব সমস্যা মোকাবিলায় গৃহীত সরকারি কার্যক্রমের বেশির ভাগ ছিল শান্তি ও দমনমূলক। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দারিদ্র্যের সঠিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৬০১ সালের দারিদ্র্য আইনটি প্রণয়ন করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় ইংল্যান্ডের বাসিন্দা মি. মিল্টন এবং তার মতো অনেক মানুষই ডিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। এ অবস্থা মোকাবিলায় ১৬০১ সালের দারিদ্র্য আইনটি কার্যকরী করা হয়। কারণ উক্ত আইনে প্রকৃত ডিক্ষুকদের চিহ্নিত করে তাদের সাহায্যদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। পাশাপাশি কর্মসূচি ডিক্ষুকদের সংশোধনাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। এ আইনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডের ইতিহাসে দারিদ্র্য ও ভবসুরেদের দায়িত্ব সরকারিভাবে গ্রহণ করা হয়।

১৬০১ সালের দারিদ্র্য আইনে দারিদ্র্যদের তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা— সকল দারিদ্র্য, অক্ষম দারিদ্র্য ও নির্ভরশীল শিশু। শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী তাদের কাজ ও সাহায্য দেওয়া হয়। পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সকল ব্যক্তিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিধান এ আইনে রাখা হয়।

এ আইন অনুযায়ী দারিদ্র্যদের আঞ্চলিক-স্বজনরা তাদের সাহায্য করবে। দারিদ্র্যদের সচল কোনো আঞ্চলিক-স্বজন না থাকলে তাদের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করতো। সকল দারিদ্র্যদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা হতো। এ আইনে ডিক্ষাবৃত্তির ঘনোভাব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। সচল জনগণের ওপর দারিদ্র্যদের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন করারোপের ব্যবস্থা করা হয়।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য মোকাবিলায় এ ধরনের আইন অর্থাৎ ১৬০১ সালের দারিদ্র্য আইনটি অত্যন্ত কার্যকরী হবে। প্রাক-শিল্প যুগে ইংল্যান্ডে দারিদ্র্যের কথাঘাতে জর্জরিত ছিল। এ সময় সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের চেষ্টা করেও আশানুবৃত্ত সাফল্য পায়নি। অবশেষে পূর্বের বিভিন্ন আইনের অভিজ্ঞতার আলোকে ১৬০১ সালের দারিদ্র্য আইনটি প্রণীত হয় যা দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

উদ্দীপকে ইংল্যান্ডে মি. মিল্টন এবং তার মতো অনেক মানুষ ডিক্ষাবৃত্তি করে জীবনযাপন করত। কিন্তু ইংল্যান্ডের সরকার একটি আইন করে ডিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে এবং ডিক্ষুকদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ আইনটি হলো ১৬০১ সালের দারিদ্র্য আইন। আমাদের দেশেও দারিদ্র্য দিনে দিনে চরম আকার ধারণ করছে। এ সমস্যা সমাধানে ১৬০১ সালের দারিদ্র্য আইন প্রয়োগ করা যায়। এ আইন অনুযায়ী দারিদ্র্যদের চিহ্নিত করা হতো। প্রকৃত দারিদ্র্যদের যথাযথভাবে সাহায্য করার জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদক্ষেপ। আমাদের দেশের দারিদ্র্যদের সাহায্য করার জন্য এ বিধান প্রয়োগ করা যায়। দারিদ্র্য আইনে দারিদ্র্যবস্থা ও ডিক্ষাবৃত্তি দূর করতে সরকারের দায়িত্ব নিশ্চিত করা হয়। আমাদের দেশের সরকারও দারিদ্র্য বিমোচনে এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। ১৬০১ সালের দারিদ্র্য আইন অনুযায়ী আমাদের দেশেও দারিদ্র্যদের শ্রেণিবিভাগ করে সাহায্যদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এক্ষেত্রে অক্ষম দারিদ্র্য সাহায্য পাবে। আর ছদ্মবেশী সকল দারিদ্র্যদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে। আমাদের দেশের সরকার দারিদ্র্যদের সাহায্য করার জন্য তাদের সচল আঞ্চলিক-স্বজনদের বাধ্য করতে পারে। যেসব দারিদ্র্যের সচল আঞ্চলিক-স্বজন থাকবে না তাদের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া আমাদের দেশের সরকারকে আইনের মাধ্যমে ডিক্ষাবৃত্তি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং ডিক্ষুকদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ কর্মসূচি আমাদের দেশের ডিক্ষাবৃত্তি দূর করতে সহায় করবে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আমাদের দেশের দারিদ্র্যবস্থা ও ডিক্ষাবৃত্তি দূর করার জন্য ১৬০১ সালের দারিদ্র্য আইনটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

ঘ ▶ ৩৬. অস্টিনশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইউরোপে বিশেষত ইংল্যান্ডে কলকারখানা ও উৎপাদন কেতো আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তন সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। শিল্পায়ন, শহরায়ন, গড় আয় বৃন্দি, দক্ষতা বৃন্দি, কর্মসংস্থান, মাথাপিছু আয় বৃন্দি, প্রযুক্তি, টিকিঙ্গা, উত্তোলন প্রভৃতি হচ্ছে এই পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফল। বৈশিক প্রয়োজন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার এর ব্যাপ্তি বিশেষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে অদৃশ শ্রমিক বেকার, ভ্রোগ জীবাণু পরিবেশ দৃশ্য, পারিবারিক দূরত্ব তৈরিসহ নানা সমস্যা ও সৃষ্টি করে। (সরকারি বিপ্লব কলেজ) / গ্রন্থ নং ১/

- ক. বিপ্লব শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. উদ্দীপকে উনিষিত আমূল পরিবর্তন মানব জীবনে কী কী সুফল বয়ে আনে? ২
- গ. উদ্দীপকে যে বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে উহার নেতৃত্বাচক দিকগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ইংল্যান্ডের আমূল পরিবর্তন কীভাবে সমগ্র বিশেষ ছড়িয়ে পড়ে? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিপ্লব শব্দের অর্থ মৌল বা সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন।

খ উদ্বীপকে উল্লিখিত আমূল পরিবর্তনটি হলো শিল্প বিপ্লব। শিল্প বিপ্লব মানব জীবনে নানা ধরনের সুফল বয়ে আনে।

শিল্পবিপ্লবের ফলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ কৌশল এবং যত্নের উন্নয়ন ঘটে। এর ফলে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ড্রাইভ হয়। আর শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে শহরায়ণ প্রক্রিয়া। বৃহৎ আকৃতির কল-কারখানা স্থাপিত হওয়ার কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটে যা মানবজীবনের জন্য আশীর্বাদ।

গ উদ্বীপকে শিল্প বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে। যার নেতৃত্বাচক প্রভাবও লক্ষণীয়।

যেসব প্রচেষ্টা ও পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে শিল্প যুগের সূচনা হয় তাদের সমষ্টিকেই শিল্প বিপ্লব বলে। এ বিপ্লবের ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মনন্ত্রাত্ত্বিক ক্ষেত্রেও এ পরিবর্তন ও প্রভাব লক্ষ করা যায়। শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে কৃত্রি শিল্পের পরিবর্তে যান্ত্রিক শিল্পের উন্নয়নের কারণে সমাজে বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। শিল্প কারখানাগুলোতে ব্যাপক পেশাগত দৃষ্টিনা ও সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের মাঝে বৃদ্ধি পায়। শিল্প বিপ্লব পুজিবাদের জন্ম দিয়েছে। ফলে শ্রমিক শোষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার গড়ে উঠেছে। যার কারণে পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যরা সামাজিক নিরাপত্তাইন্তায় ভুগছে। এছাড়া পরিবারের স্বামী-স্ত্রী উভয়ে চাকরি করায় সন্তানদের সুস্থ সামাজিকীকরণ ব্যাহত হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উপার্জন করায় অধিকার ও মর্যাদার হস্ত দেখা দিচ্ছে। যার কারণে তালাক, পৃথক বসবাস এবন্কি আস্থাহত্যার মতো ঘটনা ঘটে। শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থ, ধোয়া মারাত্মক পরিবেশ দূষণের সৃষ্টি করছে।

উদ্বীপকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের কলকারখানা ও উৎপাদন ক্ষেত্রের আমূল পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। এই পরিবর্তন সমাজ জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। উদ্বীপকের বিষয়টি শিল্প বিপ্লবকেই নির্দেশ করে। কারণ শিল্প বিপ্লবই অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে উৎপাদনসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল। এ বিপ্লবের নেতৃত্বাচক প্রভাব বিশেষ নানা সমস্যার জন্ম দিয়েছে।

ঘ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে ইংল্যান্ডের আমূল পরিবর্তন ইতিবাচকভাবে সমগ্র বিশেষ ছড়িয়ে পড়ে।

১৭৮০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে একটি সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘসময়ব্যাপী সামাজিক বিপ্লব বিশেষ অর্থনীতি, রাজনীতি এবং চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন আনে। এর ফলে বদলে গেছে পৃথিবীর বাণিজ্যিক চেহারা, মৌল কাঠামোতে এসেছে পরিবর্তন, মানুষের জীবনচরণ ও জীবনযাপন রীতিতে এসেছে বি঱াট এক ভিন্নতা। একমাত্র নবপ্রস্তরযুগীয় সামাজিক পরিবর্তন ছাড়া ইতিহাসে বিবৃত এই সময়ের পরিবর্তনই সবচেয়ে গুরুত্ববহু। ইতিহাস ও অর্থনীতির ভাষায় এই বিপ্লবকেই বলা হয় শিল্প বিপ্লব। এই বিপ্লবের শুরু হয়েছিল ইংল্যান্ডে, যা এ দেশের সামগ্রিক পরিবর্তন সাধন করেছিল। আর ইংল্যান্ডের এই আমূল পরিবর্তন বিশেষ বিভিন্ন দেশকে প্রভাবিত করে।

উদ্বীপকে বর্ণিত ইউরোপ বিশেষত ইংল্যান্ডে কলকারখানা ও উৎপাদন ক্ষেত্রে শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তনই সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব, শহরায়ন, গড় আয় বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি, চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নয়ন বিশেষ বিভিন্ন দেশকে আকর্ষণ করে। এ বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ড অতি অল্প সময়ে বিশেষ অগ্রিমত্বে

অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। ফলে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোও ইংল্যান্ডকে অনুসরণ করে শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যায়। এভাবে বেলজিয়াম, সুইজেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও রাশিয়ায় শিল্প ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে। এছাড়া শিল্পক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলো প্রভাবশালী হওয়ায় বিশেষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলোতে উপনিরবেশ বিস্তার করে। এ দেশগুলোতেও ধীরে ধীরে শিল্প বিপ্লবের ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডের আমূল পরিবর্তন বিশেষ একটি মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এতে শিল্পায়নের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ইংল্যান্ডের আমূল পরিবর্তন সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রভাবে সারাবিশেষে ছড়িয়ে পড়ে।

ত্রুটি ৩৭ দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উভয়ের বৃত্তেনের ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন একটি মাইলফলক। দরিদ্রদের শ্রেণীকরণ, পুনর্বাসন, সাহায্য, অসহায়দের দায়িত্ব প্রাঙ্গনসহ দারিদ্র্য নিরসনে এটি ছিল যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

/সরকারি বরিশাল কলেজ। এর নং ২/

ক. পঞ্জুদেত্যসমূহ কী কী?

১

খ. উল্লিখিত আইনে দরিদ্রদের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত আইনের বিশেষ বিশেষ দিকগুলো আলোচনা কর।

৩

ঘ. উদ্বীপকে উল্লিখিত আইন বাংলাদেশে একজন সমাজকর্মী কিভাবে প্রয়োগ করতে পারে? আলোচনা কর।

৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পঞ্জুদেত্যসমূহ হলো—অভাব, রোগ-ব্যাধি, মলিনতা, অলসতা ও অজ্ঞতা।

খ উদ্বীপকে উল্লিখিত আইনটি হচ্ছে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন, যাতে দরিদ্রদের তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে দরিদ্রদের সক্ষম, অক্ষম দরিদ্র এবং নির্ভরশীল শিশু এ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। সবল বা কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের সক্ষম দরিদ্র বলা হতো। বুঝ, বৃদ্ধ, পঞ্জু, বধির, অন্ধ এবং সন্তানদাসহ বিধবা যার কাজ করতে সক্ষম নয় তারাই অক্ষম দরিদ্রের পর্যায়ভূক্ত ছিল। আর নির্ভরশীল শিশুর অস্তর্ভুক্ত ছিল এতিম, পরিত্যক্ত ও অক্ষম পিতা-মাতার সন্তানরা।

ঘ উদ্বীপকে উল্লিখিত আইনটি ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের বিশেষ কিছু দিক বা ধাপ বিদ্যমান।

প্রাকশিল্প যুগে ইংল্যান্ডে দরিদ্রতা ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছিল। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দরিদ্রদের সঠিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি উন্নেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে ১৬০১ সালে দরিদ্র আইনটি প্রণয়ন করা হয়। আইন অনুযায়ী দরিদ্র ব্যক্তির ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম আঞ্চীয়-স্বজন থাকলে তাকে সাহায্যদানের তালিকাভুক্ত করা হতো না। প্যারিসের জন্মগত বাসিন্দা অথবা কমপক্ষে তিন বছর ধরে বসবাসরত দরিদ্রদেরই শুধুমাত্র সাহায্য করা হতো। সাহায্যদানের সুবিধার্থে দরিদ্রদের সক্ষম, অক্ষম এবং নির্ভরশীল শিশু এ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। সক্ষম ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। তাদের সংশোধনাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। অক্ষম দরিদ্রদের দরিদ্রাগারে রেখে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করানো হতো। নির্ভরশীল শিশুদের বিনা খরচে দক্ষ অথবা কম খরচে লালন-পালনের জন্য দেওয়া হতো।

উদ্বীপকে দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উভয়ের বিভিন্ন দেশকে প্রতিষ্ঠান করে তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে আইনটি অত্যন্ত কার্যকরী ছিল।

ব বাংলাদেশের দরিদ্রদের চিহ্নিকরণ ও শ্রেণিকরণের মাধ্যমে সমাজকর্মী ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রয়োগ করতে পারেন।

শিল্প যুগের পূর্বে ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য নিরসনে সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু এ সকল আইন দারিদ্র্য নিরসনে আশানুরূপ সাফল্য পায়নি। অবশেষে পূর্বের বিভিন্ন আইনের অভিজ্ঞতার আলোকে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রণীত হয় যা দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

উদ্দীপকে ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য নিরসনে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের দেশে দারিদ্র্য দিন দিন চরম আকার ধারণ করছে। এ সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন প্রয়োগ করতে পারেন। এ আইন অনুযায়ী দরিদ্রদের চিহ্নিত করা হতো। প্রকৃত দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদক্ষেপ। আমাদের দেশের দরিদ্রদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মী প্রকৃত দরিদ্রদের চিহ্নিত করতে পারেন। এ আইনে দরিদ্রদের শ্রেণিবিভাগ করে সাহায্যদান করা হয়। আমাদের দেশের দরিদ্রদের সাহায্য করার ক্ষেত্রেও একজন সমাজকর্মী এ পদ্ধতিটির আশ্রয় নিতে পারেন। এর ফলে অক্ষম দরিদ্ররা সাহায্য পাবে। আর যারা সক্ষম দরিদ্র সমাজকর্মী তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবেন। আইনের মাধ্যমে ডিক্ষান্তি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করার জন্যও তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ভূমিকা রাখতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের দেশের দরিদ্রাবস্থা ও ডিক্ষান্তি দূর করার জন্য একজন সমাজকর্মী তার জ্ঞান ও কৌশল অবলম্বনে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রয়োগ করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ জনাব রাকিব উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অক্ষরফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। তিনি লক্ষ করেন, এ দেশটিতে স্থায়ী নাগরিকের ক্ষেত্রে একটি শিশু জন্মদানের পর থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশেষ ভাতা প্রদান করা হয়। আবার বার্ধক্যে কিংবা মৃত্যুত্তেও সামাজিক বীমার আওতায় বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় সুবিধা দেওয়া হয়।

(সেক্টরেল টাইমেস কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩)

ক. প্যারিশ কী?

১

খ. কোন আইনে সক্ষম দরিদ্রদের চিহ্নিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব রাকিবের উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় গৃহীত নিরাপত্তা কর্মসূচীর সুপারিশগুলো বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আইনগত ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্যারিশ হচ্ছে যুক্তরাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্গত স্থানীয় প্রশাসনভিত্তিক কাউন্টি অঞ্চল।

খ ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে সক্ষম দরিদ্রদের চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য দরিদ্র ও ডরঘুরেদের ত্রৈ শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যথা: সক্ষম, অক্ষম ও নির্ভরশীল বালক-বালিকা। সবল ও কর্মক্ষম ডিক্ষুকদের সক্ষম দরিদ্র বা Sturdy beggars বলা হতো। এদের ডিক্ষান্দান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। সক্ষম দরিদ্রদের শ্রমাগারে অথবা সংশোধনাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। যেসব সক্ষম দরিদ্র শ্রমাগারে বা সংশোধনাগারে কাজ করতে অনিষ্ট প্রকাশ করত, তাদের কারাগারে পাঠিয়ে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হতো।

গ জনাব রাকিবের উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ ইংল্যান্ডে গৃহীত নিরাপত্তা কর্মসূচির সুপারিশ হলো বিভারিজ রিপোর্ট।

সমাজে যে সকল প্রতিবন্ধকর্তা সামাজিক নিরাপত্তার জন্য হুমকিরূপ সেগুলো দুরীভূত করে সুস্থ সমাজব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য বিভারিজ রিপোর্টে ৫টি সুপারিশ পেশ করা হয়। প্রথমত, একটি একীভূত, ব্যাপক

এবং পর্যাপ্ত সামাজিক বিমা কর্মসূচি প্রবর্তন করা। হিতীয়ত, সামাজিক বিমা সুবিধা বহির্ভূত জনগণের জন্য জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা। তৃতীয়ত; প্রথম শিশুর পরবর্তী প্রতিটি শিশুর জন্য সাম্প্রাহিক শিশু ভাতার ব্যবস্থা করা। চতুর্থত, সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূলে ব্যাপক স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা। পঞ্চমত, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় ব্যাপক বেকারত রোধকরে সরকারি কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

উদ্দীপকে ইংল্যান্ডে প্রতিটি শিশু জন্মদানের পর প্রতিটি স্থায়ী জনগণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশেষ ভাতা প্রদান করা হয়। আবার বার্ধক্য বা মৃত্যুত্তেও সামাজিক বিমার আওতায় বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় সুবিধা দেওয়া হয়।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আইনগত ৫টি মৌলিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে যে সব সামাজিক আইন প্রণীত হয় সেগুলো হলো ৫টি। এ পাঁচটি আইন বাস্তবায়নে ৫টি মৌলিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের পারিবারিক ভাতা চালু হয়। প্রতিটি ব্যক্তির যাদের ২টি সন্তান আছে তাদেরকে ১৬ বছর পর্যন্ত নির্দিষ্ট হারে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪৮ সালের জাতীয় সাহায্য অনুযায়ী সরকারি সাহায্য ব্যবস্থা চালু হয় যাতে ২ ধরনের সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা আইন অনুযায়ী শিশু দুষ্টিনা বীমা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ বিমার আওতায় কর্মরত অবস্থায় কোনো গ্রমিক আহত হলে রা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হলে দুষ্টিনা ও রোগের প্রকৃতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করা হতো।

উদ্দীপকে ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিকের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আইনগত ব্যবস্থাসমূহ চালু আছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিভারিজ রিপোর্ট সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে পথ প্রদর্শন করে, সেই পথ ধরেই পরবর্তী কালে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে ইংল্যান্ড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ জনাব মনসুর আলম তার এলাকায় জনগণের ভোটে সাংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য ৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। পরবর্তীতে কমিটির সুপারিশ ও সমস্যায় সমাধানের জন্য তিনি দরিদ্রদের জন্য বিনামূলে চিকিৎসা, বেকার ও অক্ষমদের জন্য মাসিক ভাতা, শিক্ষা ভাতাসহ বেশ কিছু সুবিধা দেওয়ার জন্য আরো কিছু সংসদ সদস্যকে সাথে নিয়ে সরকারের কাছে আবেদন করে। এর ফলে পরবর্তীতে জাতীয় বীমা আইন, খাদ্য আইনসহ কয়েকটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন প্রণীত হয়।

(ন্যাপসনল আইডিয়াল কলেজ, বিলার্ড, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১)

ক. প্যারিশ কী?

১

খ. বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশ লিখ।

২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইংল্যান্ডের কোন আইনের মিল রয়েছে? এর সুপারিশ লিখ।

৩

ঘ. উক্ত আইনকে কিভাবে মনসুর আলম বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন— ব্যাখ্যা কর।

৪

৩৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্যারিশ হলো ইংল্যান্ডের স্থানীয় প্রশাসনভিত্তিক কাউন্টি অঞ্চল।

খ বিভারিজ রিপোর্ট হলো ১৯৪২ সালে স্যার উইলিয়াম বিভারিজ প্রণীত ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক একটি রিপোর্ট।

১৯৪২ সালে প্রণীত, বিভারিজ রিপোর্টে মানব সমাজের অগ্রগতিতে বাধাদানকারী অন্তরায় গুলো দেখানো হয়েছে। অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, মলিনতা ও অলসতাকে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পাঁচটি সুপারিশ পেশ করা হয়েছিল।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশনের মিল রয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংল্যান্ডে ভয়াবহ বেকারত দেখা দিলে তা থেকে উত্তরণের জন্য জরুরি তহবিল গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এরকম পরিস্থিতিতে ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টি আইনগুলোর সংস্কার এবং বেকার সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হন। ফলে ১৯০৫ সালে লর্ড জর্জ হ্যামিল্টনকে সভাপতি করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠিত হয়। এ দরিদ্র আইন কমিশন সুপারিশমালা পেশ করে।

উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব মনসুর নির্বাচিত সাংসদ, যিনি এলাকার সমস্যা সমাধানে ৮ সদস্যের কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি কয়েকটি সুপারিশ করে। অনুরূপভাবে, ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশন কয়েকটি সুপারিশ করে। ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন ইউনিয়ন এবং অভিভাবক বোর্ডের পরিবর্তে কাউন্টি কাউন্সিল গঠনের সুপারিশ করা হয়। শাস্তিমূলক সাহায্য কর্মসূচির পরিবর্তে মানবিক ও কল্যাণমূলক সাহায্য কর্মসূচি প্রবর্তন করার সুপারিশ করা হয়। মিশ্র দরিদ্রাগার বিলোপ এবং পেনশন, দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা, বেকার ভাতা ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম, সরকারী বীমা কর্মসূচি প্রভৃতি সুবিধা প্রবর্তন করার জন্য সুপারিশ করা হয়। উদ্দীপকেও বিনামূল্যে চিকিৎসা, বেকার ও অক্ষমদের মাসিক ভাতা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। এ কারণে উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইংল্যান্ডের ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশন সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঝ উদ্দীপকে নির্দেশিত ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশনের সাদৃশ্যরূপ প্রয়োগের মাধ্যমে মনসুর আলম উক্ত আইনকে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংল্যান্ডে ভয়াবহ বেকার সমস্যা শুরু হয়েছিল, তা সমাধানের জন্য লিবারেল পার্টি দরিদ্র আইন কমিশন ১৯০৫ গঠন করেন। উক্ত কমিশন কিছু সুপারিশমালা পেশ করে। শাস্তিমূলক দরিদ্র আইনের পরিবর্তে কাউন্টি কাউন্সিল গঠন, কল্যাণমূল্য সাহায্য কর্মসূচি গ্রহণ, মিশ্র দরিদ্রাগার বিলোপ, বীমা কর্মসূচির প্রবর্তন প্রভৃতি সুপারিশ গৃহিত হলে ইংল্যান্ডে সমাজ কল্যাণ ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। ফলস্বরূপ ১৯০৬ সালের খাদ্য আইন, ১৯০৭ সালের শিক্ষা আইন, ১৯০৯ সালের শিক্ষা বিনিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব মনসুর আলম সাংসদ নির্বাচিত হয়ে কমিশন গঠন করে দরিদ্রদের জন্য কল্যাণমূলক সুবিধা দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানায়। ফলে সরকার কর্তৃক জাতীয় বীমা আইন, খাদ্য আইনসহ কয়েকটি আইন প্রণীত হয়। ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশন যেমন দরিদ্রদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার সুপারিশ করে তেমনি জনাব মনসুর আলম এরকম বিভিন্ন সুপারিশ সরকারের কাছে তুলে ধরেন। যা বাংলাদেশের মত উন্নয়নীল দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপরের আলোচনায় বলা যায়, ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইনের সাদৃশ্যরূপ আইন বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৪০ গোলাপশাহ মাজারের পাশে ডিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে মকবুল মিয়া। সে সুস্থ-স্বল হলেও ছেঁড়া ও নোংরা পোশাক পরে এবং গায়ে কালো রং মেঁথে এবং বুঝ চেহারা বানিয়ে মানুষের সাহায্য কামনা করে। সাধারণ মানুষও সরল বিশ্বাসে তাকে টাকা দান করে। এভাবে লোক ঠকিয়ে মকবুল মিয়া প্রতিদিন প্রায় ৫০০ টাকার মতো আয় করতে পারে।

/বেগম বদরুজ্জেনা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা/ প্রশ্ন নং ২/

ক. প্রথম দরিদ্র আইন প্রণয়ন করা হয় কত সালে?

গ. উদ্দীপকের মকবুল মিয়া ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন অনুযায়ী কোন শ্রেণির দরিদ্র? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঝ. মকবুল মিয়ার মতো দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়নে ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন কতটা কার্যকর ভূমিকা রেখেছে? বিশ্লেষণ করো।

৪

৪০নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম দরিদ্র আইন প্রণয়ন করা হয় ১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দে।

খ সাধারণত দারিদ্র্য বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যখন মানুষ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করতে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়।

দারিদ্র্য শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Poverty। এছাড়া দারিদ্র্য বলতে এমন এক সামাজিক বঞ্চনাকে বোঝায়, যার কারণে মানুষ মৌল মানবিক চাহিদা থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে অসমর্থ হয়।

গ উদ্দীপকের মকবুল মিয়া ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন অনুযায়ী সক্ষম দরিদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

১৬০১ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন অনুযায়ী সবল বা কর্মক্ষম ভিজুকদের সক্ষম দরিদ্র বলা হতো। সক্ষম দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত ভিজুকদেরকে সংশোধনাগারে বা কর্মশালায় কাজ করতে বাধ্য করা হতো। জনসাধারণকে নিষেধ করা হতো এদেরকে ভিজা দিতে। উদ্দীপকের মকবুল মিয়া সুস্থ-স্বল হওয়া সঙ্গেও অপরিজ্ঞ পোশাক পরিধান করে এবং কালো রং মেঁথে বুঝ চেহারা বানিয়ে মানুষের সাহায্য কামনা করে। মানুষও সরল বিশ্বাসে তাকে টাকা দান করে। এভাবে মকবুল মিয়া লোক ঠকিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ টাকার মতো আয় করে।

১৬০১ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইনানুযায়ী সাহেদের মতো কর্মক্ষম দরিদ্রদের ভিজাদানে সাধারণ মানুষকে নিষেধ করা হলেও বাংলাদেশে এমন কোনো বিধান না থাকায় মকবুল মিয়া সুবিধা ভোগ করে। তাই বৈশিষ্ট্যের বিচারে বলা যায়, ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইনানুযায়ী সাহেদ সক্ষম দরিদ্র শ্রেণিরই অন্তর্ভুক্ত।

ঝ উদ্দীপকের মকবুল মিয়ার মতো দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়নে ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

১৬০১ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন মকবুল মিয়ার মতো দরিদ্রদের সাহায্যের উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়েছিল, যা তাদের অবস্থার উন্নয়ন সাধনে নানা ধরনের কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করে। ফলে এ আইনের সহায়তায় দরিদ্র ব্যক্তিরা অনেক সুবিধা ভোগ করে। এ আইনে দরিদ্রদেরকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় এবং তিনটি ভিন্ন শ্রেণির প্রয়োজনানুযায়ীই তাদের সাহায্যার্থে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এ আইনের আওতায় বিভিন্ন এলাকায় দরিদ্রদের জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়। তারা সরেজমিনে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে দরিদ্র ব্যক্তিদের সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদেরকে সাহায্য করতেন।

১৬০১ খ্রিস্টাব্দের আইনটি ছিল মূলত উদ্দীপকের মকবুল মিয়ার মতো দরিদ্র নাগরিকদের প্রতি সরকারের দায়িত্বের প্রতিফলন। উক্ত আইনের আওতায় উদ্দীপকের সাহেদের মতো সক্ষম দরিদ্রদের কাজে বাধ্য করা হয় এবং তাদেরকে ভিজাদান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। আবার যারা মকবুল মিয়ার মতো দরিদ্র তবে অক্ষম, তাদের দায়িত্ব অপর্ণ করা হয়েছিল সেই অক্ষম দরিদ্রদের সঙ্গে আঞ্চলিকজনের ওপর। এ আইনের আওতায় সাহায্যার্থী ব্যক্তিকে সাহায্য পেতে আবেদনপত্র জমা দিতে হতো। এভাবে উক্ত আইন উদ্দীপকের মকবুল মিয়ার মতো দৃষ্টি ও অসহায় দরিদ্র মানুষদের উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনমান বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন বাস্তবিকভাবেই মকবুল মিয়ার মতো দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

খ. দারিদ্র্য বলতে কী বোঝায়?

২

প্রশ্ন > ৪১ বিশিষ্ট অধিনীতিবিদ মি. মাইকেলকে সরকার দেশের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসন ও সমাজের পুনর্গঠনে মতামত প্রদানের জন্য একটি কর্মসূচির প্রধান নিযুক্ত করেন। তিনি ও তার কমিটি দীর্ঘ ১৪ মাস জরিপ শেষে সমাজে বিরাজমান দৈত্যকার ৫টি সমস্যা চিহ্নিত করে তা নিরসনে কিছু সুপারিশ দেন। সরকার তার সুপারিশের আলোকে বেশ কিছু আইন প্রণয়ন ও কর্মসূচি গ্রহণ করেন যা ইংল্যান্ডে সামাজিক নিরাপত্তার একটি ভিত্তি রচনা করে।

(জ্ঞান সিটি কলেজ) প্রশ্ন নং ২/

ক. দরিদ্র আইনের সংস্কার কত সালে সাধিত হয়? ১

খ. ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে মি. মাইকেল প্রদত্ত রিপোর্টটির নাম কী? ব্যাখ্যা কর। এর সুপারিশমালা লেখ। ৩

ঘ. “উদ্দীপকে মি. মাইকেল প্রদত্ত রিপোর্টটি ইংল্যান্ডে সামাজিক নিরাপত্তার ভিত্তি রচনা করে”- বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দরিদ্র আইনের সংস্কার প্রণয়নের জন্য কোন শর্ত কাজ করেছে।

খ ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি হলো দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দরিদ্রদের সঠিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি উন্নেখন্যোগ্য পদক্ষেপ। ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ভবঘূরে সমস্যা মোকাবিলায় এটি ছিল ৪৩ তম প্রয়াস। ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন সেবাদানের ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি দরিদ্রদের আঞ্চলিক-স্বজন ও পরিবারের কর্তব্য চিহ্নিত করা ছাড়া ও দরিদ্রদের প্রেণিভিভাগ এবং আইন প্রয়োগের কঠোরতার ওপর গুরুত্বারূপ করা হয়।

গ সূজনশীল ৪ নং প্রশ্নের ‘গ’ এর উত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে মি. মাইকেল প্রদত্ত রিপোর্টটি ইংল্যান্ডে সামাজিক নিরাপত্তার ভিত্তি রচনা করে, উক্তিটি সঠিক ও যথোর্থ।

আধুনিক ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো মূলত ১৯৪২ সালে প্রণীত বিভারিজ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়। এক্ষেত্রে জাতীয় বিমা মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সমন্বয় সাধন করে। ইংল্যান্ডের সামগ্রিক সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনার মেরুদণ্ড হচ্ছে সামাজিক বিমা কর্মসূচি। এর আওতায় ইংল্যান্ডের জনগণের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য বিমা, বার্ধক্য ও পজু বিমা, বেকার বিমা, বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যুর জন্য বিশেষ বিমা, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি সুবিধা প্রদান করা হয়। এছাড়া ১৯৪৬ সালের শিল্প দুর্ঘটনা আইনে শিল্প দুর্ঘটনা বিমা কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা বলা হয়। এছাড়া আরো ভাতা কর্মসূচি হিসেবে যুদ্ধ পেনশন, প্রবীণদের ভাতা প্রভৃতি প্রদানের ব্যবস্থা ও করা হয়।

উদ্দীপকে মি. মাইকেলের সুপারিশের আলোকে সমাজে বিরাজমান দৈত্যকার ৫টি সমস্যা চিহ্নিত করে বেশ কিছু আইন প্রণয়ন ও কর্মসূচি গ্রহণ করেন। পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৪২ সালের বিভারিজ রিপোর্ট এবং এর মাধ্যমে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি এবং পরবর্তীতে প্রণীত বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন ইংল্যান্ড তথা বিশ্বব্যাপী সমাজকর্ম পেশার ভিত্তি গড়ে তোলে।

প্রশ্ন > ৪২ রহিম গ্রামের কলেজ থেকে ভাল রেজাল্ট করে উচ্চশিক্ষার জন্য রাজধানীতে আসে। এখানে সে চাচার বাড়িতে বাস করতে থাকে। কিন্তু পাশের কারখানার শব্দে তার পড়ায় মন বসে না ও রাতে ঘুম হয় না। প্রতিদিন কলেজে যাবার জন্য বাসে প্রচণ্ড ভীড় সহ্য করতে হয়। কোন কোন দিন সে সময়মতো কলেজে উপস্থিত হতে না পেলে অনিয়মিত পয়ে পড়ে।

(জ্ঞান কলক কলেজ কলেজে যাবার জন্য বাসে প্রচণ্ড ভীড় সহ্য করতে হয়। কোন কোন

দিন সে সময়মতো কলেজে উপস্থিত হতে না পেলে অনিয়মিত পয়ে পড়ে।

ক. কে, কোন গ্রন্থে শিল্প বিপ্লবের নামকরণ করেন? ১

খ. সমস্যা সমাধানে বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে গড়ে উঠে? ২

গ. রহিমের রাজধানীতে আসার জন্য কোন শর্ত কাজ করেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে কোন সমস্যা রহিমের কাছে প্রতিফলিত হয়েছে বলে তাম মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ত্রিটিশ ঐতিহাসিক আৱন্ত জে টয়েনবি Lectures on The Industrial Revolution of the 18th century in England-এ শিল্পবিপ্লবের নামকরণ করেন।

খ আধুনিক সমাজে যে বহুমুখী জটিলতা ও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা সমাধানের জন্য বহুমুখী জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে।

সমাজকর্মের সক্ষ্য মানব জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে অর্জিত জ্ঞান নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে প্রয়োগ করে পৃথিবীতে সৃষ্টি বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধানে প্রচেষ্টা চালানো। বর্তমানে বহুমুখী আর্থ-সামাজিক সমস্যা; যেমন- নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব, অপরাধ, উন্নতি ও কল্যাণের প্রতিবন্ধক হিসেবে সমাজে কাজ করে। আর, এ সকল বহুমুখী সমস্যা শুধু একক জ্ঞানের মাধ্যমে নয় বরং বহুমুখী জ্ঞান ও দৃষ্টি ভঙ্গির মাধ্যমে সমাধান করতে হয়। তাই এসব সমস্যা সমাধানের জন্য বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা পায়।

গ উদ্দীপকের রহিমের রাজধানীতে আসার ক্ষেত্রে শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্টি শহরায়নের প্রভাব কাজ করেছে।

যেসব প্রচেষ্টা ও পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে শিল্প যুগের সূচনা হয় তাদের সমাপ্তিকেই শিল্প বিপ্লব বলা হয়। এর ফলে কৃষি নির্ভর সামন্ততাত্ত্বিক উৎপাদন ব্যবস্থা শিল্পনির্ভর অর্থনীতিতে বুপন্তুরিত হয়েছে। ফলে গড়ে উঠেছে শিল্পাঞ্চল ও শহরায়নের প্রভাবে নগরাঞ্চল। নগরে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রভৃতি সুবিধা মানুষকে প্রতিনিয়ত গ্রাম থেকে শহরমুখী করেছে।

উদ্দীপকের রহিম গ্রাম থেকে উচ্চশিক্ষার্থে রাজধানীতে চলে এসেছে। নগরমুখী জনপ্রাতের নানা কারণ বিদ্যমান। মূলত শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় নগর গড়ে উঠেছে। নগর জীবনে একদিকে যেমন অসুবিধা রয়েছে, তেমনি নানা সুবিধা ও বিদ্যমান। নগরকেন্দ্রিক শিল্পকারখানা, উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নত ব্যবস্থা মানুষকে ব্যাপকভাবে নগরমুখী করেছে। শিল্পবিপ্লবের ফলে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছে এবং সামাজিক সম্পর্ক ও শ্রেণির নতুন বিন্যাস করেছে। এসব সার্বিক কারণে উদ্দীপকের রহিম উচ্চ শিক্ষার খাতিরে এবং উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় রাজধানীতে এসেছে।

ঘ উদ্দীপকে রহিমের কাছে শিল্পবিপ্লবের নেতৃত্বাচক প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে করি।

শিল্পবিপ্লবের ফলে যে শিল্পায়ন হয়েছে, সমাজে তার প্রভাব অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়। তা মানুষের সাথে মানুষের, মানুষের সাথে পরিবারের, পরিবারের সাথে সমাজের, শহরের সাথে গ্রামের নানা রকম মানবীয় পরিবর্তন সৃচনা করেছে। কুটির শিল্প ও কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে নগরায়নের উত্তর হয়েছে। গ্রামীণ মানুষ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও শিল্পাঞ্চলে কর্মসংস্থানের জন্য ছুটে আসে, যা শহরে অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে আসা রহিম কারখানার যাত্রিক শব্দে ঘুমাতে ও পড়তে পারছে না। যাতায়াতের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ভীড় সহ্য করতে হয়। এখানে নগরমুখী অত্যধিক জনপ্রাতের কারণে নগরে জনসংখ্যার আধিক্য এবং শিল্পাঞ্চলের প্রভাবে যাত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির সূচনা হয়। এসব যত্ন চালাতে গিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রভাবে

শ্রমিক শ্রেণি বিভিন্ন পেশাগত সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং ঝুকিপূর্ণ কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে থাকে। শিল্পের যাত্রিকতা, কালো ধোয়া, শব্দ দূষণ প্রভৃতি জনস্বাস্থ্যে ব্যাপক নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলছে। অন্যদিকে, শহরের উন্নত জীবনযাপন প্রণালীই মানুষকে গ্রাম থেকে শহরমুখী করে। ফলে শহরে গড়ে ওঠে বন্ধি এলাকা, অস্বাস্থ্যকর ও ঝুকিপূর্ণ পরিবেশ, তীব্র ধানজট প্রভৃতি। এছাড়া, শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে প্রকৃতপক্ষে বেকারত্ব সৃষ্টি, পরিবার ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ও নেতৃত্ব অবক্ষয়, শিশু শ্রম বৃদ্ধি, সামাজিক সম্পর্কের অবনতিসহ বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকে এরই একটি খণ্ডিত ফুটে উঠেছে।

উপরের আলোচনা বিশেষণপূর্বক বলা যায়, উদ্দীপকে শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্বাচক প্রতিফলনই স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম গ্রামে একটি আশ্রমকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। খোলাহাটী গ্রামের নিজ বাড়িতে তার প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র বৃদ্ধি, অন্ধ ও বিকলাঞ্চ ভিক্ষুকদের ভর্তি করে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন। তাদের দিয়ে সাধ্যমতো কাজ করানোর উদ্যোগ নেন। সুস্থি, সবল ভিক্ষুকদের তিনি তার কেন্দ্র ভর্তি করেন না এবং সবাইকে এ ধরনের ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দিতে নিষেধ করেন।

(সেৱা বেৰহস্তুকী পোষ্ট গ্রামেটি কলেজ, ঢাকা) প্রশ্ন নং ২/

ক. পেশাদার সমজাকর্মের ভিত্তিভূমি বলা হয় কোন দেশটিকে? ১

খ. 'দরিদ্র সংস্কার আইন-১৮৩৪' প্রণয়ন করা হয়ে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে শামসুল আলমের কাজে কীসের প্রতিফলন দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দারিদ্র্য মোকাবিলায় শামসুল আলমের কার্যক্রম ইতিবাচক ছিল-
পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তীটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংল্যান্ডকে পেশাদার সমাজকর্মের ভিত্তিভূমি বলা হয়।

খ ইংল্যান্ডের অসহায় দরিদ্রদের সত্যিকার কল্যাণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৮৩৪ সালে দরিদ্র সংস্কার আইন প্রণয়ন করা হয়।

১৬০১ সালে প্রণীত এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন ইংল্যান্ডের সমাজজীবনে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যেখন— দরিদ্রদের সরকারি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি, ত্রাণ কার্যক্রমে বিশৃঙ্খলা, শ্রমাগারের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রভৃতি। এসব সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবিলার লক্ষ্যে ১৮৩৪ সালে দরিদ্র সংস্কার আইন প্রণয়ন করা হয়।

গ উদ্দীপকে শামসুল আলমের কাজে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের প্রতিফলন দেখা যায়।

প্রাকশিল্প যুগে ইংল্যান্ড বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও দারিদ্র্যের ক্ষাপাতে জড়িয়িত ছিল। সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এ ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সমস্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিন্তু ধোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সমস্যা মোকাবিলায় গৃহীত সরকারি কার্যক্রমের বেশির ভাগই ছিল শাস্তি ও দমনমূলক। এ প্রক্রিয়াতে ১৩৪৯ থেকে ১৬০১ সালের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন আইনের অভিজ্ঞতার আলোকে ইংল্যান্ডের শাসকশ্রেণি দরিদ্রদের কার্যকর সাহায্য প্রদানের চিত্তভাবনা শুরু করে। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দরিদ্রদের সঠিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রণয়ন করা হয়। ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ভবঘূরে সমস্যা মোকাবিলায় এটি ছিল ৪৩তম প্রয়াস।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম একটি আশ্রমকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন, যাতে বৃদ্ধি, অন্ধ ও বিকলাঞ্চ ভিক্ষুকদের ভরণ পোষণের উদ্যোগ নেন। সুস্থি, সবল ভিক্ষুকদের তার কেন্দ্র ভর্তি করান না এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে নিরুৎসাহিত করেন। ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে বুঝ, বৃদ্ধি, পঞ্জু, অন্ধ এবং স্তোনাদিসহ কাজ করতে অক্ষম তাদেরকে দারিদ্র্যাগারে রেখে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে

বাধ্য করা হতো। আর, সবল বা কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল এবং সংশোধনাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। এভাবে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সমস্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। এজন্য উদ্দীপকের শামসুল আলমের উদ্যোগ ও ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন সামৃদ্ধ্যপূর্ণ।

খ উদ্দীপকের শামসুল আলমের ভিক্ষুকদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রের উদ্যোগ ও পরিচালিত কার্যক্রম দারিদ্র্য মোকাবিলায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

ইংল্যান্ডের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও দারিদ্র্য মোকাবিলার জন্য ১৬০১ সালে দারিদ্র্য আইন। প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে সরকারের পাশাপাশি দরিদ্রদের আর্থিয় জীবন ও পরিবারের কর্তব্য চিহ্নিত করা ছাড়াও দরিদ্রদের শ্রেণিবিভাগ এবং আইন প্রয়োগের কঠোরভাবে উপর গুরুত্বান্বোধ করা হয়। এ আইনে দরিদ্রদের সাহায্য ও পুনর্বাসন করা হয়। অক্ষম দরিদ্রদের দারিদ্র্যাগারে রেখে তাদের সাধ্যনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা এবং সক্ষম দরিদ্রদের সংশোধনাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। এভাবে তৎকালীন ইংল্যান্ড দারিদ্র্য মোকাবিলার চেষ্টা করেছিল। উদ্দীপকের শামসুল আলমের কর্মকাণ্ডের মধ্যেও এ ধরনের নীতি বা ব্যবস্থা লক্ষ্যনীয়।

উদ্দীপকের শামসুল আলম অক্ষম ভিক্ষুকদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা ও সবল ভিক্ষুকদেরকে ভিক্ষা প্রদানে নিরুৎসাহিত করেন। তার পরিচালিত কার্যক্রমটি সমাধানে বিশেষ ভূমিকার দাবিদার। তার কেন্দ্র বৃদ্ধি, অন্ধ দলগতভাবে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাকরণ দরিদ্রতা নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী কাজের সুযোগ পাওয়ায় অন্যদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। সক্ষম ভিক্ষুকদের জন্য ভিক্ষা প্রদানে নিষেধ করায়, যানুষ ভিক্ষা প্রদানে নিরুৎসাহিত হয়। এতে সক্ষম ভিক্ষুকরা ভিক্ষা না পেয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। ফলে সাহায্য নির্ভরতা হ্রাস পায় এবং অক্ষম ও সক্ষম উভয় শ্রেণির মানুষ সক্ষম হয়ে ওঠে।

সুতরাং, উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, শামসুল আলমের কার্যক্রম দারিদ্র্য মোকাবিলায় কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ মানব সভ্যতার ইতিহাসে ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সময় একটি বিশেষ ঘটনার কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় সমগ্র ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে নতুন যুগের সূচনা হয়। যার প্রেক্ষাপটে মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। এ পরিবর্তনের ফলে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেলেও মানব জীবনে নতুন-নতুন জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়।

(চাকা/সিটি কলেজ) প্রশ্ন নং ৩/

ক. COS -এর পূর্ণবূপ কী। ১

খ. সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবর্তনকে কী নামে আখ্যায়িত করা হয়? ৩

ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবর্তন মানবজীবনে অবিমিশ্র আশির্বাদ নয়"— বন্ধুব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক COS -এর পূর্ণবূপ হলো Charity Organization Society.

খ সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজবৃদ্ধি মানুষের জীবনধারার প্রচলিত বিভিন্ন বিষয়, ব্যবস্থা ও ক্রিয়ার পরিবর্তন।

পরিবর্তন হলো এক ধরনের বুপাত্তির উত্তোলন, সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন, বিবাহ-বিজ্ঞেন হারের হ্রাসবৃদ্ধি, সামাজিক মর্যাদা বা পেশাগত পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন বলা হয়। বৃহত্তর পরিসরে শিল্পায়ন, নগরায়ণ রাজনৈতিক স্থানীয়তা, সামাজিক বিন্যাসগত পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে গণ্য করা যায়।

৩ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবর্তনকে শিল্পবিপ্লব নামে আখ্যায়িত করা যায়।

শিল্পবিপ্লব হচ্ছে কৃষিভিত্তিক, হস্তশিল্পনির্ভর কুন্দায়তন উৎপাদন ও অর্থনীতি থেকে শিল্প ও যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া; যা অস্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে শুরু হয়। এর প্রভাবে সমাজের সকল স্তরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ঘটে এবং এর প্রভাব মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্ববহু।

উদ্দীপকে ১৭৬০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ ও তার সূত্র ধরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল ইংল্যান্ড। এতে বোৰা যায়, উদ্দীপকের ঘটনাটি শিল্পবিপ্লবকে নির্দেশ করছে। শিল্পবিপ্লব মানব সভ্যতার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক হারে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হওয়ায় উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে যায়। শিল্পবিপ্লবের ফলে বিশ্বে অসংখ্য শিল্পকারখানা গড়ে উঠে। এতে কর্মসংস্থানের বহু সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে সনাতন যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তে যান্ত্রিক যোগাযোগ পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ফলে ভৌগোলিক দূরত্ব ত্রাস পায়, জনজীবন সহজ, গতিশীল ও আরামপ্রদ হয়। শিল্পবিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল হলো শিল্পায়ন ও শহরায়ন, যা সমাজজীবনকে পর্যায়ক্রমে উন্নতি ও প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শিল্পবিপ্লব শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। এর ফলে মানুষ বিভিন্ন উৎস থেকে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাচ্ছে। এতে মানুষের মেধা ও সূজনশীলতা বিকশিত হচ্ছে, পাশাপাশি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হচ্ছে। এ কারণে সমাজের উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণের হার বাঢ়ে। মানুষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিদ্যাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অকল্পনীয় সাফল্য এসেছে।

৪ সূজনশীল ২৪ নং প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দেখো।

প্ৰশ্ন ৪০ ডাঙ্কার ও নার্সদের একসময় কোন পেশাদার সংগঠন ছিল না। এ কারণে তারা বিভিন্ন ধরনের অসুবিধায় পড়তেন। তারা একসময় পেশাগত সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং পেশাদার সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠনের সদস্যপদ লাভের নির্ধারিত যোগ্যতা রয়েছে। নির্ধারিত যোগ্যতা অনুযায়ী তারা এ সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করেন। এ পেশার মান নিয়ন্ত্রণ ও সেবার মান উন্নয়নে সংগঠন ব্যাপক ভূমিকা রাখছে বলে এ পেশার কর্মীরা সামাজিকভাবে মহীদার অধিকারী। /সরকারি সারদা সুল্লোচনা কলেজ, কারিমপুর। গ্রন্থ নং ৩/

ক. COS -এর পূর্ণরূপ কী।

১৬০১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রশীত এলিজাৰেথীয় দৱিদ্র আইনে দৱিদ্রদের শ্রেণিবিভাগ করে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হয়। এ আইন অনুযায়ী যারা অক্ষম দৱিদ্র ছিল, তাদেরকে দৱিদ্রাগারে রেখে সকলতা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা হতো। কারও যদি আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকত এবং সেখানে ভৱশপোষণের ব্যবস্থা করতে তবে তাদেরকে সেখানে রেখে ওভারসিয়ারের (Overseer) মাধ্যমে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হতো।

খ. অক্ষম দারিদ্র্য বৃঞ্চিয়ে লেখ।

৩ অনুছেদে চিকিৎসকদের গড়ে তোলা সংগঠনটির সাথে NASW বা জাতীয় সমাজকৰ্মী সমিতির বৈশিষ্ট্যগত মিল রয়েছে।

গ. উদ্দীপকে বৰ্ণিত চিকিৎসকের সংগঠনের সাথে কোন সংগঠনটির বৈশিষ্ট্যগত মিল আছে?

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জাতীয় সমাজকৰ্মী সমিতি সমাজকৰ্মীদের স্বৰ্ণ সংরক্ষণ ও পেশার মান উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। উদ্দীপকের চিকিৎসক ও নার্সদের গড়ে তোলা সংগঠনের মতো জাতীয় সমাজকৰ্মী সমিতি সমাজকৰ্ম পেশার মান উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এ সমিতি সমাজকৰ্ম কর্মসূচি পরিচালনার জন্য প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন, গবেষণার উন্নয়ন, ব্যবহারিক উন্নয়ন, সমাজকৰ্ম শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রভৃতি উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে থাকে।

ঘ. পেশার মান উন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক স্থীকৃতি প্রাপ্তির জন্য সমাজকৰ্মীদের জন্য গড়ে উঠা এরকম সংগঠনের ভূমিকা অপরিসীম।

উদ্দীপকের সংগঠনটির উদ্দেশ্য এবং জাতীয় সমাজকৰ্মী সমিতির (NASW) কার্যপ্রণালী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উভয় সংগঠনই তাদের নিজ নিজ পেশা সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে জড়িত। দূর্তি সংগঠনই তাদের সংশ্লিষ্ট পেশার সার্বিক মান উন্নয়নে কাজ করছে। পেশার মান উন্নয়ন, কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সামাজিক স্থীকৃতি অর্জন প্রভৃতি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উভয় সংগঠন ভূমিকা রাখছে।

ক. COS -এর পূর্ণরূপ কী।

উদ্দীপকে চিকিৎসকদের গড়ে তোলা সংগঠনটি চিকিৎসকদের পেশাগত দায়িত্ব পালন, যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক গড়ে তোলা, চিকিৎসা বিধয়ে গবেষণা, সংখ্যালঘুদের সেবা সর্বোপরি জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সার্বিক কর্মসূচৰতা চালাচ্ছে। অন্যদিকে আমেরিকার জাতীয় সমাজকৰ্মী সমিতি (NASW) সমাজকৰ্মীদের পেশাগত শিক্ষা ও দক্ষতার মান উন্নয়ন, সাধারণ নাগরিক, সমাজকর্মের এজেন্সি পরিচালনা এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সমাজকৰ্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যাবলি সম্পাদন করছে। এছাড়া বিভিন্ন স্কুল ও এজেন্সিকে শিক্ষার মান উপযোগী সাম্প্রতিক জ্ঞান ও তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে প্রকাশনা ব্যবস্থা, উন্নয়ন গবেষণা, সংখ্যালঘুদের সেবা, ফেলোশিপ প্রদান, পরামর্শ সেবা, বার্ষিক সভা অনুষ্ঠান প্রভৃতি কার্যাবলি তত্ত্বাবধান করছে জাতীয় সমাজকৰ্মী সমিতি।

খ. পেশার মান নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক স্থীকৃতি প্রাপ্তির জন্য সমাজকৰ্মীদের জন্য গড়ে উঠা এমন সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত্র কর।

সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতীয় সমাজকৰ্মী সমিতি চিকিৎসকদের গড়ে তোলা সংগঠনের মতোই পেশার নেতৃত্ব মানদণ্ড সৃষ্টি, পেশাগত মান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সাহায্যার্থীর সাথে পেশাগত আচরণ করা, সেবাপ্রার্থীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তাই প্রশ্নেক্ষণ মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক COS-এর পূর্ণরূপ Charity Organization Society.

খ রূপ, বৃন্দ, পক্ষ, বধির, অন্ধ এবং সন্তানসহ বিধবা প্রমুখ যারা কাজ করতে সক্ষম নয়, তারাই অক্ষম দৱিদ্রদের পর্যায়জুড়।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

★★ দরিদ্র আইনের ধারণা

১. কোন যুগের অবসান ঘটলে ভূমিদাস ও তাদের পরিবারের সদস্যরা কমহীন হয়ে পড়ে? [জন]
 - (ক) সামন্ত যুগ
 - (খ) পুঁজিবাদী যুগ
 - (গ) দাম যুগ
 - (ঘ) মধ্য যুগ
২. ইংল্যান্ডে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে কোন যুগে? [জন]
 - (ক) প্রাকশিল্প যুগে
 - (খ) শিল্প যুগে
 - (গ) আধুনিক যুগে
 - (ঘ) আদিম যুগে
৩. ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দের মহামারিতে ইংল্যান্ডের কত শতাংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়? [জন]
 - (ক) এক-তৃতীয়াংশ
 - (খ) দুই-তৃতীয়াংশ
 - (গ) এক-চতুর্থাংশ
 - (ঘ) এক-পঞ্চামাংশ
৪. দরিদ্র ও অসহায়দের জন্য ইংল্যান্ড সরকার কর্তৃক আইন স্বীকৃত হয় কীভাবে? [অনুধাবন]
 - (ক) দরিদ্র আইনের মাধ্যমে
 - (খ) শিশু আইনের মাধ্যমে
 - (গ) সামাজিক আইনের মাধ্যমে
 - (ঘ) মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনের মাধ্যমে
৫. ইংল্যান্ডে শ্রমিকদের কর্ম সময় ও মজুরি নিয়মিত করা এবং একটি শিক্ষানবিস ব্যবস্থায় কারিগরি দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কত খ্রিস্টাব্দে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়? [জন]
 - (ক) ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে
 - (খ) ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে
 - (গ) ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে
 - (ঘ) ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে
৬. ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে কোন দেশে প্রেগ রোগ 'ব্র্যাক ডেথ' নামে পরিচিতি লাভ করে? /ক্ষেত্রিক সরকার এবং জেল কর্মসূচি
 - (ক) ফ্রান্স
 - (খ) মার্টা
 - (গ) ইতালি
 - (ঘ) ইংল্যান্ড
৭. ১৩৪৯-১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রণীত আইনগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে কেন? [অনুধাবন]
 - (ক) সরকারের অবহেলায়
 - (খ) কাউন্সিল প্রেশার ঘৃণা দৃষ্টিভঙ্গির কারণে
 - (গ) প্রাকৃতিক দুর্ঘাগের কারণে
 - (ঘ) আইনের অপব্যবহারের ফলে
৮. দরিদ্র আইন বলতে বোঝায়— [অনুধাবন]
 - i. ভিকুক, ভবযুরে এবং দুঃস্থ কল্যাণে প্রণীত আইন
 - ii. বেকার, অলস ও সুবিধাবঞ্জিত প্রেশার কর্মসংস্থান গড়ে তোলার জন্য প্রণীত আইন
 - iii. দরিদ্রদের শ্রেণিকরণ করে সহায়তা, কর্মসংস্থান এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান সংবলিত আইন

নিচের কোনটি ঠিক?

ক) i, ii, iii; খ) i, ii, iii; গ) ii, iii; ঘ) i, ii, iii; ঘঃ)

৯. ১৩৪৯-১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রণীত আইনগুলো প্রণয়ন করা হয়েছিল— [অনুধাবন]
 - i. ভিক্ষাবৃত্তি রোধকরে
 - ii. শ্রমিক ও ভবযুরে উন্নয়নে
 - iii. সত্রাস দূরীকরণে

নিচের কোনটি সঠিক?
১০. ইংল্যান্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথ আইন প্রণয়ন করেন— [অনুধাবন]
 - i. দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে
 - ii. ভিক্ষাবৃত্তি রোধ করার জন্য
 - iii. নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়াস হিসেবে

নিচের কোনটি সঠিক?
১১. উদ্বীপকের সরকার নিচের কোন ব্যক্তির অতিনির্ধিত্ব করে? [গ্রাম্য]
 - (ক) রানি প্রথম এলিজাবেথ
 - (খ) জন মেজর
 - (গ) মার্গারেট থ্যাচার
 - (ঘ) রাজা অষ্টম হেনরি
১২. এই ব্যক্তির আইন প্রণয়নের ফলে— [উচ্চতর নক্ষতা]
 - i. দুঃস্থদের কল্যাণ সাধন করা হয়
 - ii. সমাজসেবামূলক কাজের পরিধি বৃদ্ধি পায়
 - iii. সামাজিক নিরাপত্তা সৃষ্টি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?
১৩. ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন, দরিদ্র সংস্কার আইন ১৮৩৪
১৪. কোন আইনকে বর্তমান বিশ্বের আধুনিক ও পেশাদার সমাজকর্মের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়? [জন]
 - (ক) দরিদ্র আইন ১৬০১
 - (খ) দরিদ্র সংস্কার আইন ১৮৩৪
 - (গ) ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের শ্রমিক বিনিয়োগ আইন
 - (ঘ) বেকারত্ত আইন ১৯৩৪
১৫. ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন কত খ্রিস্টাব্দে সংস্কার করা হয়? /সকল বোর্ড-২০১০/
 - (ক) ১৮৩৪
 - (খ) ১৯০৫
 - (গ) ১৯৪২
 - (ঘ) ১৯৪৫
১৬. ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন কত খ্রিস্টাব্দে সংস্কার করা হয়? অন্যান্য কারা সাহায্যার্থী দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করত? [অনুধাবন]
 - (ক) পোপরা
 - (খ) সৈন্যরা
 - (গ) ম্যাজিস্ট্রেটরা
 - (ঘ) ওভারসিয়াররা

ঘঃ)

★★ ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন, দরিদ্র সংস্কার আইন ১৮৩৪

১৭. কোন আইনকে বর্তমান বিশ্বের আধুনিক ও পেশাদার সমাজকর্মের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়? [জন]

ক) দরিদ্র আইন ১৬০১

খ) দরিদ্র সংস্কার আইন ১৮৩৪

গ) ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের শ্রমিক বিনিয়োগ আইন

ঘ) বেকারত্ত আইন ১৯৩৪

ঘঃ) ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন

ক) দরিদ্র আইন কত খ্রিস্টাব্দে

খ) সংস্কার করা হয়?

গ) সকল বোর্ড-২০১০/

ঘ) অন্যান্য কারা

ঘঃ) সাহায্যার্থী দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

ক) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করত?

ঘঃ) অনুধাবন

ঘঃ)

১৬. এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইনে অক্ষম দরিদ্রদের পুনর্বাসনের জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়? [জ্ঞান]
 ① শ্রমাগার ② দারিদ্র্যাগার
 ③ বাহ্যিক সাহায্য
 ④ কম খরচে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা ৩
 ১৭. অভাবসিয়ারের মাধ্যমে কাদের সাহায্য করা হতো?
 //বিশেষজ্ঞ সরকারি ফাইল কলেজ, বিশেষজ্ঞ/
 ① সক্ষম দরিদ্রদের ② অক্ষম দরিদ্রদের
 ③ মধ্যবিভাদের ④ নির্ভরশীল শিশুদের ৩
 ১৮. অন্ধ বাবা, সৃষ্টি সবল মা এবং পিতামাতাহীন চাচাতো বোন রায়নাকে নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষা করছে শর্মিলা। এ ঘটনায় ইংল্যান্ডে প্রণীত কোন আইনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? [গ্রন্থাগার]
 ① ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন
 ② ১৮৩৪ সালের দরিদ্র সংস্কার আইন
 ③ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন কমিশন
 ④ ১৯৪২ সালের সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন ৩
 ১৯. ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র সংস্কার আইন প্রণীত হয় কোন সরকারের অধীনে? [জ্ঞান]
 ① আর্ল প্রে-এর লিবারেল সরকারের
 ② অষ্টম এডওয়ার্ড-এর সরকারের
 ③ তৃতীয় হেনরির সরকারের
 ④ এলিজাবেথীয় ভেমোক্রেটিক সরকারের ৩
 ২০. ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইনে দরিদ্র শ্রমাগারকে দরিদ্র জেলখানা' হিসেবে অভিহিত করেন কে? [জ্ঞান]
 ① জন ব্রিড সামনার ② রিচার্ড ওয়েস্টলার
 ③ এডউইন চ্যাডউইক ④ কার্ল মার্কস ৩
 ২১. সমাজকর্ম পেশাকে প্রাতিষ্ঠানিক বৃপদান ও সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিচের কোন আইনের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ? [জ্ঞান]
 ① ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র সংস্কার আইন
 ② ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় অর্থনৈতিক আইন
 ③ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের বেকারতু আইন
 ④ ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের শ্রমিক বিনিয়োগ আইন ৩
 ২২. ইংল্যান্ডে দরিদ্র সংস্কার আইন ১৮৩৪ প্রণয়নের কত বছরের মধ্যে দরিদ্র সাহায্য ব্যয় এক-তৃতীয়াংশ কর্মে যায়? [জ্ঞান]
 ① এক ② দুই ③ তিন ④ চার ৩
 ২৩. Outdoor Relief Regulation Order- প্রণীত হয় কখন?
 ① ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ② ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে
 ③ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ④ ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ৩
 ২৪. ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র সংস্কার আইনকে নির্মম বলা হয় কেন? [অনুধাবন]
 ① শ্রমাগারে দরিদ্রদের ওপর নির্যাতন করার বিধান থাকায়
 ② দরিদ্রদের ভিক্ষাবতি বন্ধ করে দেওয়ায়
 ③ দরিদ্রদের সামাজিকভাবে বসবাসের অধিকার কেড়ে নেওয়ায়
 ④ দরিদ্রদের মেরে ফেলার বিধান থাকায় ৩
 ২৫. 'Oliver Twist' এর্থাটি কে রচনা করে? [জ্ঞান]
 ① উইলিয়াম শেরেপ্পার ② চার্লস ডিকেন্স
 ③ টমাস মুর ④ এডউইন চ্যাডউইক ৩
 ২৬. 'ব্র্যাক ডেথ' হলো— [অনুধাবন]
 i. প্রেগ রোগজনিত মৃত্যু
 ii. শিল্প দৃঢ়ত্বায় মৃত্যু iii. তৌর শ্রমিক মৃত্যু
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i, ii, iii ② i, iii ③ ii, iii ৩
 ২৭. Lowest bidder হলো— /সরকারি সরকার সুলভরী ফাইল
 কলেজ, ফরিদপুর/
 i. আঞ্চীয়বজানের নির্ভরশীল বালক-বালিকাদের
 দায়িত্ব গ্রহণ
 ii. কম খরচে নির্ভরশীল বালক-বালিকাদের
 দায়িত্ব গ্রহণ
 iii. বিনা খরচে নির্ভরশীল বালক-বালিকাদের
 দায়িত্ব গ্রহণ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i, ii, iii ② i, ii ③ i, iii ৩
 ২৮. ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের রাজকীয় কমিশনের মূল লক্ষ্য
 হিল— [অনুধাবন]
 i. প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি
 ii. আইন বাস্তবায়নে প্রশাসনিক দুর্বলতা
 iii. আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i, ii, iii ② i, ii, iii ③ i, ii, iii ৩
 ২৯. দরিদ্র সংস্কার আইন ১৮৩৪-এর আওতায় বিভিন্ন
 রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হয়—
 [অনুধাবন]
 i. প্রায় দুইশত শ্রমাগার নির্মাণ করে
 ii. চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে
 iii. দারিদ্র্যাগার সংস্কারের মাধ্যমে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i, ii, iii ② i, iii ③ ii, iii ৩

৩০. ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন সৃষ্টি হয়েছিল
মূলত— [অনুধাবন]
 i. দরিদ্র আইনের উত্তর বিরোধিতা ও অসংগোচের প্রেক্ষিতে
 ii. দরিদ্র আইনের প্রশাসন ও প্রয়োগ ব্যবস্থার
বাস্তবতা তদন্ত সাপেক্ষে রাজকীয় কমিটি ছারা
 iii. Nassau W Senior ও Edwin Chadwick-এর
কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii ⑤
৩১. ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের আইন প্রয়োগের ফলে অনুসরণ
করা হ্যা— [অনুধাবন]
 i. কম যোগ্যতার নীতি
 ii. শ্রমাগার পরীক্ষার নীতি
 iii. নিয়ন্ত্রণের ফলে বিকেন্দ্রিকরণ নীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii ⑤
নিচের উকীলিকটি পড় এবং ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
প্রাকশিল যুগে ইংল্যান্ডের দরিদ্র্য সমস্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে
রানি ১ম এলিজাবেথের সময় একটি আইন প্রণীত হয়। এ
আইনে দরিদ্র জনগণের তৎক্ষণিক অধিনেতৃত ও
বাসস্থানজনিত সমস্যা সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ
নেওয়া হয়।
 ৩২. উকীলকে কোন আইনের ইঙ্গিত রয়েছে? [প্রয়োগ]
 ① ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন
 ② ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন
 ③ ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন
 ④ ১৯৪২ সালের দরিদ্র আইন ⑤
৩৩. উকীলকে আইন অনুযায়ী প্রধান বিধান হলো—
[উচ্চতর দফতর]
 i. স্থানীয় পর্যায়ে দরিদ্রদের মধ্যে তাগ কার্যক্রম
পরিচালনা করা
 ii. প্যারিশের প্রত্যেক জনগণ কর্তৃক প্যারিশের
নিজস্ব দরিদ্র কর প্রদান
 iii. সাহায্যদানের সুবিধার্থে দরিদ্রদের বিভক্তিকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii ⑤
- ★★ ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশন,
১৯৪২ সালের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি।
৩৪. ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশনের সুপারিশমালায়
স্থানীয় সাহায্য ও সংস্থার প্রশাসনগুলোকে কয়টি
অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছিল? [জ্ঞান]
 ① দুইটি ② তিনটি ③ চারটি ④ পাঁচটি ⑤ ছয়টি ⑥
৩৫. ১৯০৬ সালের খাদ্য আইনে কী করা হয়েছে?
/সামগ্র্য অইটিয়াল কলেজ চাকা/
 ① বিনামূলে খাদ্য বিতরণ
 ② প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূলে
খাদ্য বিতরণ
 ③ কাজের বিনিয়য়ে খাদ্য বিতরণ
 ④ প্রবীণদের বিনামূলে খাদ্য বিতরণ ⑤
 ৩৬. ১৯০৭ সালের শিক্ষ আইনের আলোকে বৃদ্ধদের
সামাজিক নিরাপত্তা জন্য কত সালের বৃদ্ধকালীন
পেনশন আইন পাস করা হয়? [অনুধাবন]
 ① ১৯০৭ সালে ② ১৯০৮ সালে
 ③ ১৯০৯ সালে ④ ১৯১১ সালে ⑤
৩৭. ১৯০৯ সালের শ্রমিক বিনিয়য় আইনে অক্ষম
দরিদ্রদের দরিদ্রাগারে রাখার পরিবর্তে কৌসের
উদ্যোগ নেওয়া হয়? [অনুধাবন]
 ① শ্রমাগারে রাখার ② পেনশন দেওয়ার
 ③ আশ্রমে রাখার ④ পুনর্বাসনের ⑤
 ৩৮. কোন আইনে বেকার শ্রমিকদের এবং বেকার বিমা
বহির্ভূত তাদের জন্য বেকার সাহায্য প্রদানে
ব্যবস্থা গৃহীত হয়? [জ্ঞান]
 ① শ্রমিক বিনিয়য় আইন ১৯০৯
 ② জাতীয় বিমা আইন ১৯১১
 ③ বিধবা, এতিম ও বৃদ্ধ পেনশন আইন ১৯২৫
 ④ জাতীয় অর্থনীতি আইন ১৯৩১ ⑤
 ৩৯. কে শিল্পায়িত সমাজে উপার্জনহীনতাকে সমস্যার
মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন? [জ্ঞান]
 ① রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড
 ② অষ্টম হেনরি
 ③ লর্ড জর্জ হ্যামিল্টন
 ④ উইলিয়াম বিভারিজ ⑤
 ৪০. ইংল্যান্ডে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আদর্শ মডেল
হিসেবে বীকৃত— /সামসূন্দর খাদ্য সুব্ল এন্ড কলেজ চাকা/
 ① ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন
 ② ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশন
 ③ বিভারিজ রিপোর্ট
 ④ দান সংগঠন সঘিতি ⑤
 ৪১. বিভারিজ মানবসমাজে অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়
হিসেবে কয়টি দৈত্যের কথা উল্লেখ করেছেন?
[অনুধাবন]
 ① তিনটি ② চারটি ③ পাঁচটি ④ ছয়টি ⑤

৪২. বিভারিজ রিপোর্টের ভিত্তিতে যেসব সামাজিক আইন প্রণয়ন করা হয় যেসব কর্মসূচির মধ্যে পারিবারিক ভাতা কর্মসূচি ব্যতীত অন্য কর্মসূচিগুলো কবে চালু হয়? [জ্ঞান]
 ① ১ জানুয়ারি ১৯৪৭ ② ১ আগস্ট ১৯৪৬
 ③ ৫ জুলাই ১৯৪৮ ④ ৫ নভেম্বর ১৯৪৮
৪৩. বিভারিজ রিপোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী তৎকালীন শ্রম আইনের ভিত্তিতে কত ভাগ অঞ্চলদের কর্মে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়? [জ্ঞান]
 ① ২% ② ৩% ③ ৪% ④ ৫%
৪৪. কবে থেকে সরকারি সাহায্য কর্মসূচি কার্যকর হয়? [জ্ঞান]
 ① ১ জুলাই ১৯৪৮ ② ৫ জুলাই ১৯৪৮
 ③ ১ আগস্ট ১৯৪৮ ④ ৫ আগস্ট ১৯৪৮
৪৫. সরকারি সাহায্য কার্যক্রমে জাতীয় সাহায্য বোর্ড এর কতটি আঞ্চলিক কার্যালয় কার্যকরী রয়েছে? [জ্ঞান]
 ① ১০টি ② ১২টি ③ ২৫টি ④ ৩৫০টি
৪৬. ১৯১১ সালের জাতীয় বিমা আইনে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য বিমার অর্দের সংস্থান করা হতো—
 [অনুধাবন]
 i. সরকারি অনুদান দ্বারা
 ii. শ্রমিকদের চান্দা দ্বারা
 iii. বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থার অনুদান দ্বারা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii
৪৭. দরিদ্র আইন কার্যশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে যে সামাজিক আইন প্রণীত হয় তা হলো—
 [অনুধাবন]
 i. ১৯০৬ সালের খাদ্য আইন
 ii. ১৯০৭ সালের শিক্ষা আইন
 iii. ১৯০৮ সালের বৃদ্ধকালীন পেনশন আইন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii
৪৮. ১৯০৫ সালের দরিদ্র কার্যশন আইন সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনেছিল—
 [অনুধাবন]
 i. সামাজিক সমস্যা সমাধানে আইন প্রণয়ন করে
 ii. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে
 iii. জাতীয় অগনীতি সম্মতকরণে ভূমিকা রেখে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii

নিচের উদ্ধীপকটি পড় এবং ৪৯ ও ৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ক' নামক দেশে ছিতীয় বিশ্বন্তের পর সামাজিক অনিয়ততা দেখা দেয়। উক্ত সমস্যা নিরসনের জন্যে ১৯৪২ সালে 'ক' দেশে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির সূচনা হয়। উক্ত কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিল্প দুষ্টিনা বিমা, পারিবারিক ভাতা ইত্যাদি।

৪৯. উদ্ধীপকে বর্ণিত 'ক' দেশ নিচের কোন দেশকে নির্দেশ করে? [প্রযোগ]

- ① আমেরিকা ② অস্ট্রেলিয়া
 ③ শ্রীলঙ্কা ④ ইংল্যান্ড

৫০. উক্ত কর্মসূচির কার্যকারিতা—[উচ্চতর সক্ষতা]

- i. শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে
 - ii. বেশ কিছু সংখ্যক পরিবারকে আর্থিকভাবে উপকার করবে
 - iii. জনগণকে সুচিকিৎসা থেকে বাস্তিত করবে
- নিচের কোনটি সঠিক?

- ① i ও ii ② ii ও iii ③ i ও iii ④ i, ii ও iii

★★ সমাজকর্ম পেশার ইতিহাসে বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা ও কার্যক্রম

৫১. কীসের ধারণা বিবর্তিত হয়ে পেশাদার সমাজকর্মের বীজ রোপিত করে? [অনুধাবন]

- ① সমাজসেবার ② দান সংগঠন সমিতির
 ③ সামাজিক নিরাপত্তার ④ সামাজিক বিমার

৫২. ম্যারি রিচমন্ড এর চালুকৃত পেশাগত শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তীতে কীসে উন্নীত হয়? [অনুধাবন]

- ① চ্যারিটিস রিভিউ ② নিউইয়র্ক স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক
 ③ একাডেমি অব সোশ্যাল ওয়ার্ক
 ④ ন্যাশনাল স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক

৫৩. ১৯৫৯ সালে কোন সমাজবিজ্ঞানী দাবি করেন যে, সমাজকর্ম পেশার মর্যাদা অর্জন করেছে? [জ্ঞান]

- ① ড্রিউ. এ ফ্রিড্যান্ডার

- ② আর্নেস্ট গ্রিনউড ③ জন সি কিডনে

৫৪. COS হলো— /স্বত্ত্বাত্তি প্রতিষ্ঠান মেমোরিল পিটি অন্ডেজ ফান্ডেশন/

- ① Community Organization Strategy
 ② Charity Organization Society

- ③ Client of Success ④ কোনটি নয়

৫৫. দান সংগঠন সমিতি গড়ে তোলা হয়েছিল—

[অনুধাবন]

- i. দরিদ্রদের কার্যকরভাবে সহায়তা দেওয়ার জন্য
- ii. দান কার্যকরমের পরিধি বৃদ্ধির জন্য
- iii. দান কাজের হৈততা প্রতিরোধ করার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (ৱ)

৫৬. দান সংগঠন সমিতির উদ্দেশ্য হলো— [অনুধাবন]

- i. বিভিন্ন ত্রাণ বিতরণকারী সংগঠনের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করা
- ii. সম্পদের অপচয় রোধ করা
- iii. বিভিন্ন রকম দান কার্যকরমের পুনরাবৃত্তি রোধ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (ৱ)

অনুজ্ঞেদাটি পড়ে ৫৭ ও ৫৮ নং প্রশ্নের উভয় দাও:

সমাজকর্ম পেশার বিকাশে একটি সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উনবিংশ শতাব্দীর ইতোয়ার্ধে উক্ত সংগঠনটির উদ্দৰ ঘটে। সংগঠনটির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পদের অপচয় রোধ করা, দরিদ্রদের কার্যকরভাবে সহায়তা দেওয়া ইত্যাদি। স্বাক্ষর আইচিএল কম্পন্য এক।

৫৭. অনুজ্ঞেদে বর্ণিত সংগঠনটির সাথে নিচের কোনটির সাদৃশ্য রয়েছে?

- (ক) দান সংগঠন সমিতি (খ) রেড ক্রিসেন্ট সমিতি
- (গ) সি ও এস
- (ঘ) আমেরিকান সমাজকর্মী সমিতি

৫৮. উক্ত সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—

- i. সম্পদের অপচয় রোধ করা
- ii. দরিদ্রদের কার্যকরভাবে সহায়তা দেওয়া
- iii. অনিয়ন্ত্রিত রোধ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) i; ii ও iii (ঘ)

★ জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি, কাউন্সিল

ফর সোস্যাল ওয়ার্ক এভুকেশন

৫৯. পেশাদার কর্মীদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করতে কোন সমিতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে? [জ্ঞান]

- (ক) Academy of Certified Social Workers
- (খ) Academy in Certified Social Workers
- (গ) Academy with Certified Social Workers
- (ঘ) Association of Social Workers

৬০. সমাজকর্মীদের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে পরীক্ষার বিকল হিসেবে কোন সদস্যপদ প্রাপ্তিকে শর্ত হিসেবে গ্রহণ করে? [জ্ঞান]

- (ক) ACSW (খ) ASCW

(গ) ASWF (ঘ) NASW (ক)

৬১. সমাজকর্ম পেশার গুরুত্বপূর্ণ Reference এন্ড প্রকাশ করে কোনটি? [জ্ঞান]

- (ক) The Social Work
- (খ) Encyclopedia of Social Work
- (গ) Social Work Research and Abstracts
- (ঘ) Academy of Certified Social Work

৬২. জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয় কেন? [অনুধাবন]

- (ক) সমাজকর্ম পেশার মান উন্নয়নে
- (খ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাহায্য প্রদানে
- (গ) বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে
- (ঘ) সংগঠিত পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনায়

৬৩. পেশাদার সমাজকর্মীরা সাহায্যার্থীর সুপ্ত প্রতিভাব বিকাশ ঘটিয়ে সাহায্যার্থীকে সমস্যা সমাধানে উপযোগী করে তোলে। সমাজকর্মীদের এ ধরনের কাজে কোন নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে? [উচ্চতর দক্ষতা]

- (ক) স্বাবলম্বন নীতির
- (খ) সাম্যনীতির
- (গ) সামগ্রিক নীতির
- (ঘ) পোপনীয়তার নীতির

৬৪. কয়টি সংগঠন একত্রিত হয়ে NASW গঠিত হয়? [জ্ঞান]

- (ক) ৭টি (খ) ৯টি (গ) ৮টি (ঘ) ৬টি
- (ক) "এনসাইক্লোপেডিয়া অব সোশ্যাল ওয়ার্ক"- গ্রন্থটি কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত হয়? [সকল ক্ষেত্র-২০১০]

(ক) COS (খ) NASW
(গ) AASW (ঘ) CSWE (ক)

৬৬. NASW এর Board of Directors-এর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব কে পালন করেন? [জ্ঞান]

- (ক) NASW এর নির্বাহী পরিচালক
- (খ) NASWF এর নির্বাহী পরিচালক
- (গ) ACSW এর নির্বাহী পরিচালক
- (ঘ) NASW এর সভাপতি

৬৭. বিশ্বব্যাপী পেশাদার সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশ ও প্রসারে কার্যকর ভূমিকা পালনকারী পেশাগত সংগঠনগুলোর মধ্যে কোনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য? [জ্ঞান]

- (ক) NASW (খ) CSWE
(গ) AASSW (ঘ) NASSA

৬৮. যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ সাংবাদিক সৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দিক নির্দেশক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতি নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। এ সংগঠনটি নিচের কোনটির প্রতিনিধিত্ব করছে? [গ্রন্থের]

- (ক) COS (খ) NASW
(গ) CSWE (ঘ) SWYB

৬৯. NASW হচ্ছে— /বিপুর গার্লস আইডিয়াল স্কুলেটির
ইনসিটিউট, ঢাকা/
 i. সমাজকর্মীদের সংগঠন
 ii. পেশাজীবীদের সংগঠন
 iii. দরিদ্রদের সংগঠন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ⑤ i ⑥ ii ⑦ i ও ii ⑧ i, ii ও iii ⑨
৭০. NASW সমাজকর্ম পেশার মান উন্নয়নে ভূমিকা
রাখছে— [অনুধাবন]
 i. সমাজকর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা নিশ্চিত করে
 ii. বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে
 iii. দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাহায্য প্রদান করে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ⑤ i ও ii ⑥ i ও iii ⑦ ii ও iii ⑧ i, ii ও iii ⑨
৭১. NASW-এর তৈরাসিক পত্রিকা 'Social Work Research and Abstracts' প্রকাশ করে— [অনুধাবন]
 i. সমাজকর্ম শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি
 ii. গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি
 iii. প্রযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ⑤ i ও ii ⑥ i ও iii ⑦ ii ও iii ⑧ i, ii ও iii ⑨
৭২. আধুনিক সমাজকর্মীদের পেশাগত দিক বিবেচনায়
NASW-র আওতায়— [অনুধাবন]
 i. নৈতিক মানদণ্ড প্রণয়ন করা হয়
 ii. লাইসেন্স প্রদান করা হয়
 iii. ব্যবহারিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ⑤ i ও ii ⑥ i ও iii ⑦ ii ও iii ⑧ i, ii ও iii ⑨
৭৩. CSWE-এর কাজের পরিধি হলো— [অনুধাবন]
 i. সমাজকর্ম শিক্ষা সংক্রান্ত
 ii. সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত
 iii. সমাজকর্ম পেশার মান উন্নয়ন সংক্রান্ত
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ⑤ i ও ii ⑥ i ও iii ⑦ ii ও iii ⑧ i, ii ও iii ⑨
- নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৪ ও ৭৫ নং প্রশ্নের উভয় দাও:
 আমেরিকার ৭টি পেশাগত সংগঠনের সমরয়ে একটি
 সমিতি গঠিত হয়েছে। সমিতিটি সমাজকর্ম পেশার
 মানোদ্যনে কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত সমিতির প্রাথমিক
 লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে সংগঠনগুলোর কর্মীদের পেশাগত
 মানোদ্যন, বাস্তব উপযোগী নীতি প্রণয়ন ইত্যাদি।
 ৭৪. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানটির কথা বলা হয়েছে মিল
 রয়েছে? (খয়েগ)
 ⑤ এনএএসডব্লিউ ⑥ জাতীয় মহিলা সমিতি
 ⑦ সিএসডব্লিউই ⑧ দান সংগঠন সমিতি ⑨
৭৫. এ প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক লক্ষ্য সমাজকল্যাণমূলক
 সংগঠনগুলোকে— [উচ্চতর দক্ষতা]
 i. বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করবে
 ii. অধিকতর কার্যকর করবে
 iii. আর্থিকভাবে লাভবান করবে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ⑤ i ও ii ⑥ ii ও iii ⑦ i ও iii ⑧ i, ii ও iii ⑨
- ★★ শিল্প বিপ্লব, আর্থ-সামাজিক জীবনে শিল্প
 বিপ্লবের প্রভাব, সমাজকর্ম পেশার বিকাশে
 শিল্প বিপ্লবের ভূমিকা
৭৬. কোন শতাব্দীতে ফরাসি লেখকদের রচনায় শিল্প
 বিপ্লব প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়? [জ্ঞান]
 ⑤ উনবিংশ শতাব্দীতে
 ⑥ উনবিংশ শতাব্দীর আঠারো দশকে
 ⑦ উনবিংশ শতাব্দীর উনিশ দশকে
 ⑧ উনবিংশ শতাব্দীর বিশ দশকে ⑨
৭৭. কোন বিষয়টিকে আধুনিক যুগের আরম্ভকাল
 হিসেবে বিবেচনা করা হয়? [জ্ঞান]
 ⑤ কৃষির উন্নয়ন ⑥ শিক্ষার বিস্তার
 ⑦ শিল্প বিপ্লব ⑧ সমাজকর্মের বিকাশ ⑨
৭৮. শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়— /সময়ের কর কল স্কুল এভ
 কলেজ ঢাকা/
 ⑤ ১৭৭১ থেকে ১৮০০ ⑥ ১৭৫০ থেকে ১৮৪০
 ⑦ ১৭৬০ থেকে ১৮৫০ ⑧ ১৭৮০ থেকে ১৮৭০ ⑨
৭৯. 'ধনতাত্ত্বিক ব্যবস্থা পুরোপুরি গড়ে উঠেছিল যে
 অবস্থার মধ্য দিয়ে ইতিহাসে তার নাম দেওয়া
 হয়েছে শিল্প বিপ্লব'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
 ⑤ অমিত সেন ⑥ লেডি উইলিয়ামস
 ⑦ আরনন্দ টয়েনবি ⑧ অধ্যাপক মেয়ার ⑨
৮০. ১৮৭০ সাল থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে
 কোন কোন দেশে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়? [জ্ঞান]
 ⑤ ইংল্যান্ড ও জাপান ⑥ জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্র
 ⑦ ইতালি ও জার্মানি ⑧ যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ড ⑨
৮১. প্রচলিত পন্থতির পরিবর্তন সাধন করে যাত্রিক
 পন্থতিতে পরিবর্তনকে কী বিপ্লব বলে? [জ্ঞান]
 ⑤ রাজনৈতিক বিপ্লব ⑥ সামাজিক বিপ্লব
 ⑦ শিল্প বিপ্লব ⑧ কৃষি বিপ্লব ⑨
৮২. বর্তমানে ৪ জন শ্রমিকের কাজ শিল্প বিপ্লবের আগে
 ১০০ জন শ্রমিক করত। তাহলে শিল্প বিপ্লবের পরে
 ২ জন শ্রমিক পূর্বের কাজের শ্রমিকের কাজ করতে
 পারবে? /সর্কার বেটে-২০১৫/
 ⑤ ২০ জন ⑥ ৩০ জন
 ⑦ ৪০ জন ⑧ ৫০ জন ⑨

৮৩. শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে যাত্রিক শিল্পের উভাবন হলে
সমাজে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়? [জ্ঞান]
 i. বেকারত্ৰি ii. যোগাযোগ
 iii. যাতায়াত iv. অর্থনৈতিক
৮৪. সমাজে আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয় কেন?
[সরকারি বর্গজ্ঞ অন্দুর মুক্তিপত্র]
 i. কৃষি বিপ্লবের ফলে ii. শিল্প বিপ্লবের ফলে
 iii. নগরায়ণের ফলে iv. শহরায়ণের ফলে
৮৫. কোন কারণে অতীতের উৎপাদন পদ্ধতির আমূল
পরিবর্তন সাধন হয়? [অনুধাবন]
 i. বিজ্ঞান ও জ্ঞানের বিকাশের জন্যে
 ii. সহজ বিনিয়য় মাধ্যমের জন্যে
 iii. যাত্রিক প্রযুক্তি ও শক্তির ব্যবহারের জন্যে
 iv. পেশাগত সমাজকর্মের জন্যে
৮৬. কীভাবে পুরো পৃথিবী বিশ্বগ্রামে পরিষ্ঠ হয়েছে? [জ্ঞান]
 i. সাংস্কৃতিক গ্রাম্য পরিবর্তনের ফলে
 ii. শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে
 iii. রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা পরিবর্তনের কারণে
 iv. ধর্মীয় রীতিনীতির পরিবর্তনের ফলে
৮৭. শিল্প বিপ্লবেতে সমাজে সামাজিক স্থিতিশীলতা
বজায় রেখে স্বাভাবিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে কোনটির
প্রতি গুরুত্বাদী অপরিহার্য হয়ে পড়ে? [জ্ঞান]
 i. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ii. সামাজিক নিরাপত্তা
 iii. আঞ্চনিকরণশীলতা iv. ধর্মীয় মূল্যবোধ
৮৮. শিল্প বিপ্লবের পর কেন সমাজকর্ম শিক্ষা কর্মসূচি
চালু করা হয়? [অনুধাবন]
 i. ক্ষুণ্ণত ও অক্ষুণ্ণত সংস্কৃতির ব্যবধানের জন্যে
 ii. মনন্ত্বাত্মিক উৎপাদনের ঘাটতির জন্যে
 iii. নতুন কর্মসূচি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্যে
 iv. অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির জন্যে
৮৯. বিপ্লব ধারণাটি ইংলিত প্রদান করে— [অনুধাবন]
 i. প্রচলিত ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনে
 ii. সামাজিক ব্যবস্থার দ্রুত সংস্কারে
 iii. প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নে
- নিচের কোনটি সঠিক?
 i. i ও ii ii. i ও iii iii. ii ও iii iv. i, ii ও iii
৯০. শিল্প বিপ্লবের ফলে মানুষ ও তার সামগ্রিক সামাজিক
জীবনে যে পরিবর্তন হয়েছে সেগুলো হলো—
[অনুধাবন]
 i. চিন্তাধারা ও মানসিক পরিবর্তন
 ii. সামাজিক ও জীবনধারার পরিবর্তন
 iii. অর্থনৈতিক ও সচ্ছলতার পরিবর্তন
- নিচের কোনটি সঠিক?
 i. i ও ii ii. i ও iii iii. ii ও iii iv. i, ii ও iii
৯১. শিল্প বিপ্লব বলতে বোঝায়— [অনুধাবন]
 i. উৎপাদনে যাত্রিক প্রযুক্তির প্রচলন
 ii. শহরকেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থার প্রবর্তন

- iii. শিল্প ক্ষেত্রে হলু স্থায়ী পরিবর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
 i. ii ii. i ও ii iii. ii ও iii iv. i, ii ও iii
৯২. শিল্প বিপ্লবের অন্যতম যুগান্তকারী ফসল হলো—
[অনুধাবন]
 i. নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা
 ii. অধিকার উপভোগের স্বাধীনতা
 iii. অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন
- নিচের কোনটি সঠিক?
 i. i ও ii ii. i ও iii
৯৩. শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্টি হয়েছে— [জ্ঞান সরকারি
ক্ষেত্র সাতক্ষীরা]
 i. শ্রমিক শ্রেণি
 ii. পূর্জিপতি শ্রেণি iii. জমিদার শ্রেণি
- নিচের কোনটি সঠিক?
 i. i ii. i ও ii iii. ii ও iii iv. i, ii ও iii
৯৪. নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটার কারণ হলো—
[অনুধাবন]
 i. শিল্প বিপ্লব
 ii. গ্রামীণ জনগণ শহরে স্থানান্তর
 iii. সন্তা শ্রমিক
- নিচের কোনটি সঠিক?
 i. i ও ii ii. i ও iii iii. ii ও iii iv. i, ii ও iii
৯৫. শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্বাচক প্রভাব হিসেবে
লক্ষণীয়— [অনুধাবন]
 i. সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা
 ii. পারিবারিক ভাঙ্গন
 iii. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়
- নিচের কোনটি সঠিক?
 i. i ও ii ii. i ও iii iii. ii ও iii iv. i, ii ও iii
- নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯৬ ও ৯৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
 বহু বছর ধরে সোবহান সাহেব লক্ষনে বসবাস করছেন।
 পত বছর তার মেয়ে অনিতা ও লক্ষনে পাঢ়ি জয়ায়। লক্ষন
 শহর দেখে অনিতা অবাক হয়। এত উন্নয়নও প্রগতি
 আগে সে কখনো দেখেনি। সোবহান সাহেব মেয়েকে
 বলেন, অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ হচ্ছে বিপ্লবের ফল,
 যা বিশ্বব্যাপী মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন এনেছে।
৯৬. উদ্দীপকের সোবহান সাহেব কোন বিপ্লবের প্রতি
ইঙ্গিত করেছেন? [গ্রন্থাবলী]
 i. গণতান্ত্রিক বিপ্লব ii. শিল্প বিপ্লব
 iii. বৃশ বিপ্লব iv. সবৃজ বিপ্লব
৯৭. এ বিপ্লবের ফলে— [উচ্চতর দক্ষতা]
 i. শিল্পায়ন ও নগরায়ণ দ্রুতাবিত হয়
 ii. নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়
 iii. বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের জোয়ার আসে
- নিচের কোনটি সঠিক?
 i. i ও ii ii. i ও iii iii. ii ও iii iv. i, ii ও iii